পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 129 Friday, 10 April, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১২৯ সংখ্যা ✱ ২৬ চৈত্র ১৪৩২, শুক্রবার, ১০ এপ্রিল ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

‘আমি কটূক্তি করব না, আপনারাও সীমা রাখুন’!

নাম না করে অভয়ার মাকে ‘সৌজন্য’ পাঠ দিলেন মমতা?

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগণা, ৯ এপ্রিলঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেলায় জেলায় জনসভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তেমনই বৃহস্পতিবার পানিহাটির নির্বাচনী জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এই কেন্দ্রে আরজি করের নির্যাতিতার মা বিজেপি প্রার্থী হওয়ায় রাজনৈতিক উত্তাপ রয়েছেই। সেই উত্তাপ আরও বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট করে দিলেন, ধমক বা চমক দিয়ে তাঁকে দমানো অসম্ভব। এদিন কেন্দ্রীয় এজেন্সির তৎপরতা এবং দিল্লি থেকে আসা বিজেপি নেতাদের বিঁধে মুখ্যমন্ত্রী ছন্দের আদলে তীব্র কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, ‘‘ওহে মোটাভাই, সাথে ইডি, সিবিআই। দিল্লিতে থেকে এল গাই, সাথে ইডি, সিবিআই। হুমকি দিচ্ছেন সকলকে। ধমক দিচ্ছেন। ওঁর কাজ ফোন করে ধমকানো।’’ তৃণমূল সুপ্রিমোর অভিযোগ, অনেককে কব্জা করার চেষ্টা চললেও তাঁর ক্ষেত্রে তা সফল হয়নি। তাঁর কথায়, ‘‘কেউ কেউ কিছু পাওয়ার জন্য মাথা নত করে। আমাকে কব্জা করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, পারেনি। পারবেও না।’’ ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতিচারণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বুঝিয়ে দেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাঁর মজ্জাগত। বাবার শিক্ষার কথা উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমার যখন চার বছর বয়স, তখন একবার মুদির দোকানে গেছিলাম। এক জন বিড়ি ছুড়ে দেয়। একটা ছেলের গেঞ্জি পুড়ে গেল। পাড়ায় সভা ডাকা হয়। সেখানে জিজ্ঞেস করে, কে করেছে। আমি বলে দিই। বাবা বলেছিল, কেন বললি। আমি বলেছিলাম, সত্যি বলবই। এটা ব্যর্থতা বা স্বার্থকতা হতে পারে।’’ এই ভয় না পাওয়া মানসিকতাই তাঁর সাফল্যের মূলমন্ত্র বলে দাবি করেন নেত্রী। ভোটের মুখে বিজেপির ‘কুৎসা’ নিয়ে সরব হওয়ার পাশাপাশি ভোটারদের বিশেষ সতর্ক করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট নিয়ে তাঁর বার্তা অত্যন্ত কড়া। ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘এখন বিজেপি কুৎসা করছে। পরিকল্পনা করছে। নিজের ভোট নিজে দেবেন। ইভিএম খারাপ হলে তাতে ভোট দেবেন না। অনেক অপেক্ষা করেছেন লাইনে, এক দিন একটু অপেক্ষা করবেন। ভিভিপ্যাট ছাড়া ভোট

দেবেন না। নতুন যন্ত্র এলে এজেন্টকে দেখতে হবে, তাঁর ভোট তাঁর দলেই পড়ছে কি না! এঁদের বিশ্বাস করি না।’’ তৃণমূল সুপ্রিমো আরও বলেন, ‘‘বাংলাকে বাঁচাতে হলে, আপনাদের দরকার টিএমসি সরকার। আমি কাউকে কটূক্তি করব না। আপনারাও সৌজন্যের সীমা রাখবেন। বিজেপি মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। বাংলাকে টার্গেট করে নাম কেটেছে। সমস্ত অফিসারদের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যাদের এনেছেন তাদেরকে রোজ চমকাচ্ছেন। অন্য কাউকে ভোট দেবেন না। অন্য কোন পার্টি জিতবে না। সেক্ষেত্রে বিজেপি জিতে যায় ঠিক হবে না। আমি বিপদের দিনের বন্ধু।’’ এদিনের জনসভা থেকে মমতা বলেন, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পর ব্যারাকপুর-শিল্পাঞ্চল যখন উত্তপ্ত, তখন বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেত্রী পাল্টা কোনও গালি না দিয়ে শুধু বলেছিলেন- ‘জয় বাংলা’। তাঁর মতে, এই শব্দ দু’টিই বাঙালির সবচেয়ে বড় অহঙ্কার। কিন্তু কোথা থেকে এল এই স্লোগান? এর ইতিহাস আসলে এক জাতির লড়াই ও আবেগের গল্প। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ‘জয় বাংলা’ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান শক্তি। বাঙালির ইতিহাসে এর আগে এমন কোনও ছোট অথচ শক্তিশালী কথা আসেনি, যার মধ্যে রাজনীতি, দেশপ্রেম আর ভাষার প্রতি ভালবাসা- সবটাই মিশে ছিল। সফল অভিযানের পর মুক্তিযোদ্ধারা যখন চিৎকার করে ‘জয় বাংলা’ বলতেন, তখন আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠত। এই স্লোগানটির জন্ম ঠিক কবে, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতের কিছুটা তফাত আছে। কেউ বলেন, ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক ছাত্রসভায় এটি প্রথম শোনা গিয়েছিল। আবার কারও মতে, ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান প্রথম এটি ব্যবহার করেন। তবে এই স্লোগানকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭০ সালের জুন মাসে রেসকোর্স ময়দানের সভায় তিনি প্রথম ‘জয় বাংলা’ বলেন। এরপর ১৯৭১-এর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের শেষে যখন তিনি বজ্রকণ্ঠে ‘জয় বাংলা’ উচ্চারণ করলেন, তখন থেকেই এটি হয়ে উঠল বাঙালির মুক্তির মন্ত্র। সেই সময় বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সিগনেচার টিউন ছিল, ‘জয় বাংলা, বাংলার জয়’। একাত্তরের ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান যখন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, তাঁর কথা শেষ হয়েছিল এই স্লোগান দিয়েই। এমনকি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের প্রথম বেতার ভাষণের শেষেও ছিল এই একই কথা। সময়ের স্রোতে সেই স্লোগান আজ এপারের রাজনীতিতেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিজেপির কাজ-কারবারকে হেয়ো করতে হামেশাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালি অস্মিতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেন। সেই প্রসঙ্গেই এদিন পানিহাটির সভা থেকে মমতা বলেন, ‘‘জানেন জয় বাংলা কবে প্রথম দিই? যখন আপনাদের এক গুন্ডা ২০২১ সালে জিতেছিল। তার পরে সারা এলাকা তছনছ করেছিল। বাড়ি জ্বালিয়েছিল। খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলাম। তখন ব্যারাকপুর, বীজপুর, জগদ্দল, কাঁচরাপাড়া কাঁদছে। আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। আমাকে অশ্রাব্য গালাগাল দিচ্ছিল। আমি কিছু বলিনি, শুধু বলি, জয় বাংলা।’’

বিরোধীদের প্রশ্ন

অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যেই পরিকল্পিত প্রশাসনিক রদবদল?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিলঃ নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকারের দ্বৈটানাটানি ভারতীয় রাজনীতির এক পুরনো অধ্যায় হলেও, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমলাতন্ত্রের এই ব্যাপক ও নজিরবিহীন রদবদল এক চরম নাটকীয় মোড় নিয়েছে। ৮ এপ্রিল ভারতের নির্বাচন কমিশন এক কড়া নির্দেশে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলোতে শীর্ষ স্তরের আমলাদের সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা দেশের রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে তামিলনাড়ুতে সরকারের দুই প্রধান স্তম্ভ-মুখ্য সচিব এন. মুরুগানন্দম এবং পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল (ভিজিল্যান্স ও দুর্নীতি দমন) এস. ডেভিডসন দেব আশীর্বাদকে বদলি করার বিষয়টি শাসক দল ডিএমকে-র কাছে কার্যত এক বা। ধাক্কা। তাঁদের জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এম. সাই কুমার এবং অভিজ্ঞ আইপিএস অফিসার সন্দীপ মিত্তালকে। কমিশন এই রদবদলকে ‘নির্বাচনী প্রস্তুতি’ হিসেবে বর্ণনা করলেও, অপসারিত আধিকারিকদের ভোট মেটা পর্যন্ত কোনও নির্বাচনী দায়িত্বে রাখা যাবে না বলে যে ফতোয়া জারি করা হয়েছে, তা থেকেই এই পদক্ষেপের গুরুত্ব অনুধাবন করা যাচ্ছে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্ট্যালিন রীতিমতো অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছেন। তিনি নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে সরাসরি ‘এক্তিয়ার বহির্ভূত’ এবং ‘পক্ষপাতদুষ্ট’ বলে আক্রমণ শানিয়েছেন। সমাজমাধ্যমে করা একটি সুদীর্ঘ পোস্টে স্ট্যালিন অভিযোগ করেছেন যে, বিজেপি এবং এআইএডিএমকে জোটবদ্ধ হয়ে যে নির্বাচনী অনিয়মের নীল নকশা তৈরি করেছে, কমিশন যেন সেই চক্রান্তকে সফল করতেই অতি উসাহের সাথে আমলাতন্ত্রে হাত দিয়েছে। ২৩ এপ্রিল তামিলনাড়ুর ২৩৪টি আসনে ভোট গ্রহণ হতে চলেছে, তার ঠিক কয়েক সপ্তাহ আগে সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের সরিয়ে দেওয়া প্রশাসনিক স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। যদিও প্রধান বিরোধী দল এআইএডিএমকে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে যে, অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। তবে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গও। তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত এই রাজ্যে কমিশন নজিরবিহীনভাবে ৪৮৩ জন প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিককে একসাথে বদলি করার নির্দেশ দিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট এই নির্দেশকে বৈধতা দিলেও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এটি আসলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার একটি কৌশল। বিরোধীদের প্রশ্ন তোলার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অসমের চিত্রটি। বিজেপি শাসিত অসমে এই বদলির হার আশ্চর্যজনকভাবে নগণ্য-সেখানে মাত্র পাঁচজন জেলা পুলিশ সুপার এবং কয়েকজন স্থানীয় আধিকারিককে বদল করা হয়েছে। বিরোধী রাজ্যগুলোতে যেখানে গণ-বদলি চলছে, সেখানে বিজেপি শাসিত রাজ্যে কমিশনের এই ‘নরম’ মনোভাব কেন, সেই প্রশ্ন তুলে ইভিএম ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে ভোটার তালিকা-প্রতিটি বিষয়ে কমিশনের নিরপেক্ষতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিয়ে দেশজুড়ে এক গভীর উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে সংবেদনশীল এলাকা চিহ্নিতকরণ বা ‘এসআইআর’ প্রক্রিয়ায় যেভাবে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলোর পুলিশি কাঠামোকে তছনছ করে দেওয়া হচ্ছে, তাকে অনেকেই ‘প্রশাসনিক একনায়কতন্ত্র’ হিসেবে দেখছেন। এককালের দাপুটে এবং স্বতন্ত্র এই সাংবিধানিক সংস্থাটি এখন শাসক দলের প্রতি নরম মনোভাব দেখাচ্ছে কিনা, সেই বিতর্কের মাঝেই দেশের ভোট-ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কমিশন অবশ্য বরাবরই রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে জানিয়ে আসছে যে, তারা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থে নয়, বরং নির্বাচনী ময়দানকে সকলের জন্য সমান রাখতেই এমন কড়া দাওয়াই প্রয়োগ করছে। তবে ভোট যত এগিয়ে আসছে, নিরপেক্ষতার এই লড়াই ততই রাজপথ থেকে আদালতের আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ছে।

হলদিয়া থেকে মোদির তোপ

‘ভবানীপুরেও পরিবর্তন হবে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ৯ এপ্রিলঃ ‘‘পাঁচ বছর আগে নন্দীগ্রাম পরিবর্তনের পথ দেখিয়েছিল, এবার তার পুনরাবৃত্তি হবে ভবানীপুরে। গোটা পশ্চিমবঙ্গেই পরিবর্তন আসবে।’’ বৃহস্পতিবার হলদিয়ার ‘বিজয় সংকল্প সভা’ থেকে এভাবেই রাজ্যে পালাবদলের কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর কেন্দ্রের হেভিওয়েট বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর সমর্থনে এদিন হলদিয়ায় মেগা জনসভা করেন তিনি। বাংলায় ক্ষমতা দখলে কার্যত ‘কার্পেট বম্বিং’ প্রচার কৌশল নিয়েছে গেরুয়া শিবির। বৃহস্পতিবার রাজ্যের তিন জেলা হলদিয়া, আসানসোল এবং সিউড়িতে প্রধানমন্ত্রীর তিনটি মেগা সভার আয়োজন করা হয়। এদিন খারাপ আবহাওয়ার কারণে হলদিয়ার সভা শুরু হতে কিছুটা বিলম্ব হয়। প্রধানমন্ত্রীর আগে মঞ্চে বক্তব্য রাখেন প্রার্থী শুভেন্দু বড়সড় মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, পরাজয় নিশ্চিত জেনে তৃণমূল এখন পুরোপুরি ঘাবড়ে গিয়েছে। মোদির কথায়, ‘‘তৃণমূলের মাথার ঠিক নেই। মালদহে ওরা ঘাবড়ে গিয়ে বিরাট ভুল করে ফেলেছে। এই ঘটনাই ওদের মহাজঙ্গলরাজের কফিনে শেষ পেরেক হয়ে দাঁড়াবে।’’ শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তৃণমূলের আক্রমণের কড়া সমালোচনা করে মোদি বলেন, ‘‘তৃণমূল এতই ভয় পেয়েছে যে দেশের সুরক্ষা বাহিনীকেও গালি দিচ্ছে। এর জবাব বাংলার দেশভক্ত মানুষ ব্যালটেই দিয়ে দেবে।’’ আসানসোল মানেই কয়লা। আর সেই কয়লা ও বালি পাচার নিয়ে মমতার সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে মোদি বলেন, ‘‘তৃণমূলের আমলে আসানসোলে কয়লা ও বালি মাফিয়ারা এখন মানুষের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের অন্যান্য প্রান্তে

অধিকারী। আত্মবিশ্বাসের সুরে তিনি বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই বাংলায় আসল পরিবর্তন আসবে।’’ এরপরই মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে তৃণমূল নেত্রীর খাসতালুক ভবানীপুরকে সরাসরি নিশানা করেন মোদি। নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক পটভূমিকে তুলে ধরে ভবানীপুরেও পদ্ম ফোটানোর জোরালো ডাক দেন প্রধানমন্ত্রী। সব মিলিয়ে মোদি-শুভেন্দুর যুগলবন্দিতে এদিন রীতিমতো সরগরম ছিল হলদিয়ার প্রচার মঞ্চ। বৃহস্পতিবার হলদিয়া থেকে প্রচার শুরু করেছিলেন। আর দ্বিতীয় জনসভায় আসানসোলে পৌঁছে আরও চড়া সুরে তৃণমূলকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শিল্পাঞ্চলের এই খনি ও কলকারখানার শহর থেকে প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, আগামী ৪ মে-র পর বাংলায় এক নতুন যুগের সূচনা হবে। তৃণমূলমুক্ত বাংলাই উন্নয়নের নতুন দিশা দেখাবে। কয়লা ও বালি মাফিয়াদের দাপট নিয়ে এদিন শাসক দলকে রীতিমতো তুলোধনা করেন তিনি। আসানসোলের জনসভা থেকে সাম্প্রতিক মালদহ কাণ্ড নিয়ে উন্নয়নের জোয়ার এলেও বাংলা আজ পিছিয়ে পড়ছে শুধুমাত্র এই মাফিয়া রাজের কারণে।’’ তাঁর অভিযোগ, সিপিএম-এর মতো তৃণমূলও ভয় আর আতঙ্ককে হাতিয়ার করেছে, কিন্তু বাংলার মানুষ যেমন বামেদের হারিয়েছিল, এবার এদেরও একইভাবে বিদায় জানাবে। প্রধানমন্ত্রী এদিন বিজেপির ‘ট্র্যাক রেকর্ড’-এর কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, মানুষ এখন আর কেবল কথায় ভোলে না, কাজ দেখে। আর উন্নয়নের ক্ষমতা একমাত্র বিজেপিরই রয়েছে। তাঁর হুঙ্কার, ‘‘বাংলার সব জায়গায় এখন পরিবর্তনের তাজা হাওয়া চলছে। মানুষের উৎসাহই বলে দিচ্ছে তৃণমূলের যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।’’ বক্তব্যের শেষে ৪ মে-র সময়সীমা বেঁধে দিয়ে মোদি বলেন, ‘‘নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে শুধু বিকাশ আর উন্নয়নের রাজনীতি শুরু হবে।’’ শিল্পাঞ্চলের মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, আসানসোলকে মাফিয়া মুক্ত করতে এবং উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূলকে রাজ্য থেকে সরানোই এখন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আজ রাজ্যসভায় শপথ নীতীশ কুমারের, বিহারের মসনদে কে?

সংবাদ সংস্থা, পটনা, ৯ এপ্রিলঃ এক যুগের অবসান? বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়তেই হচ্ছে নীতীশ কুমার-কে। এখন তিনি রাজ্যসভার সাংসদ। একসঙ্গে সাংসদ-বিধায়ক থাকতে পারেন না, তাই মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়তে হবে নীতীশ কুমারকে। সূত্রের খবর, আগামী ১৪ এপ্রিল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে চলেছেন নীতীশ কুমার। তাহলে কে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হবেন? আগামিকাল, ১০ এপ্রিল তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে শপথ নেবেন নীতীশ। আগামী ১৩ এপ্রিল বিহার ক্যাবিনেটের বৈঠক। সেই দিনই পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নাম স্থির করা হতে পারে। বিহার তথা দেশের সবথেকে দীর্ঘ সময়ের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। সরকার পাল্টেছে, কিন্তু বিগত ২০ বছর ধরে নীতীশ কুমারই মুখ্যমন্ত্রী রয়ে গিয়েছেন। এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও জয়ের পর নীতীশ কুমারকেই মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। তবে বিজেপির জোরাজুরিতেই রাজ্যসভার সাংসদ হচ্ছেন নীতীশ কুমার। সূত্রের খবর, নীতীশ কুমার নিজেই বিজেপির শীর্ষ নেতাদের বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ফাঁকা পড়ে থাকতে পারে না। তিনি চান, বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধুরীকে যেন মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। ইতিমধ্যেই নিজের পছন্দের কথা জানিয়ে দিয়েছেন নীতীশ। সব ঠিক থাকলে, আগামী ১৫ এপ্রিল বিহারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করতে পারেন। যদিও এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি নীতীশ কুমারের ইস্তফা এবং তাঁর উত্তরসূরী।

‘সঞ্জয় অনেক কিছু জানে’, আরজি কর কেসে বিচারপতি মান্থার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ এপ্রিলঃ ২০২৪ সালের আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এল মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। ইতিমধ্যেই এই নৃশংস ঘটনার জন্য আদালত তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। তবে মামলা এখানেই থেমে থাকছে না তদন্তে নতুন দিশা দিতে আবারও সঞ্জয় রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করার সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে আদালতে। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেন যে, প্রয়োজনে সিবিআই নতুন করে সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। শুধু তাই নয়, মামলার সঙ্গে যুক্ত অন্য কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকেও জেরা করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই বলেও আদালত জানিয়ে দিয়েছে। এই মামলাটি প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে শুরু হয়েছিল। পরে সেটি হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করা হয়। হাইকোর্টে শুনানির সময় বিচারপতি মান্থা জোর দিয়ে বলেন, তদন্ত সংস্থাকে কোনও দ্বিধা না করে নিরপেক্ষভাবে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। তার এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট, আদালত চায় এই সংবেদনশীল মামলার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হোক এবং কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেন আড়াল না থাকে।

সঞ্জয় রায়কে ঘিরে আবার প্রশ্ন ওঠার কারণও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদিও তিনি ইতিমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত, তবুও তদন্তকারীদের মতে, এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। আদালতের নির্দেশে সেই পথ আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। বিচারপতি মান্থা বলেন, যদি প্রয়োজন হয়, সিবিআই নতুন করে জেরা করতে পারবে। তদন্তের স্বার্থে কোনওরকম বাধা বা সংকোচ থাকা উচিত নয়। এই পর্যবেক্ষণ মামলার তদন্তে নতুন গতি আনতে পারে বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করলে নতুন তথ্য বা সূত্র সামনে আসে, যা তদন্তকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

বিজেপির সঙ্গে ১০০০ কোটির চুক্তি হুমায়ুন কবিরের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ এপ্রিলঃ ‘আপনারা আমায় সমর্থন করুন। এটা যেন গোপন থাকে। ভোটের সময় কেউ যেন জানতে না পারে যে বিজেপির সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে’। বক্তা হুমায়ুন কবীর। আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। বৃহস্পতিবার তৃণমূল সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ২০ মিনিটের ভিডিও দেখিয়েছে যার সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। সেই ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল। ভিডিওটি ইউটিউবেও প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর এবং বিজেপি নেতৃত্বের কথোপকথন হচ্ছে। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে উৎখাত করতে কীভাবে টাকা ছড়িয়ে ভোট ভাগাভাগি করা হবে, কীভাবে মুসলিম ভোটারদের বোকা বানাতে হবে, কীভাবে বিজেপিকে সমর্থন করবেন হুমায়ুন তা সামনে এসেছে। ভিডিওতে হুমায়ুনকে দাবি করতে শোনা গিয়েছে, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে তাঁর। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরও কথা বলেছে তাঁর সঙ্গে। যে কোনও মূল্যে মমতাকে হারাতে ১০০০ কোটি টাকা লাগবে বলেও দাবি করেছেন হুমায়ুন। কথোপকথনের শুরুতে হুমায়ুনকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘‘আমি বাবরি মসজিদের যে ইস্যুটা তুলে ধরেছি তা হবে কি না হবে সেটা পরের কথা। গোটা দেশের মুসলিম আমার সঙ্গে আছে।’’ তাঁর সঙ্গে থাকা বিজেপি নেতা প্রশ্ন করেন, ‘‘মুর্শিদাবাদের মানুষের সমর্থন পাচ্ছেন না পুরো রাজ্যের?’’ হুমায়ুন বলেন, ‘‘গোটা রাজ্যের সমর্থন রয়েছে।’’ মসজিদ নিয়ে কথোপকথনের পরেই এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, ‘‘যদি তৃণমূলকে রাজ্যে ক্ষমতা থেকে সরাতে হয় তাহলে আপনাকে দু’টি কাজ করতে হবে। এক, হিন্দু ভোট বিজেপির কাছে যেতে হবে।’’ ওই ব্যক্তির কথা থামিয়ে হুমায়ুন বলেন, ‘‘ওটা তো হয়েই যাবে। আমি যতটা পারব মুসলিম ভোট টানব। তাহলে হিন্দু ভোট বিজেপির কাছে চলে যাবে। হিন্দুরা যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা করেন তাঁরা জানেন যে ৯০ থেকে ১০০ শতাংশ মুসলিম মমতাকে সমর্থন করবেন। হিন্দুরা জানে যদি মুসলিম ভোট সরে যায় তাহলে

মমতা ক্ষমতায় আসবে না। তাহলেই তারা বিজেপিকে ভোট দেবে। আমার একটাই কথা। আমার দলকে ভোট দাও। মুখ্যমন্ত্রী যেই হোক না কেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আমার হাতে থাকবে। যিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন তাঁকে সমর্থন দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে আমার। ২৯৪টার মধ্যে ৮০-৯০টা আসন আমার কাছে থাকলেই সেই ক্ষমতা থাকবে। বিজেপি থেকে কেউ মুখ্যমন্ত্রী হলেও আমার সমস্যা নেই। পুরো সমর্থন থাকবে। মমতাকে কোনও ভাবেই ক্ষমতায় আসতে দেব না।’’ বিজেপি এবং আমজনতা উন্নয়ন পার্টি কীভাবে একে অপরের জন্য খেলবে সেই প্ল্যানও করেছেন হুমায়ুন। তাঁর সঙ্গে যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ফেস টাইমে কথা হয় সেটাও জানিয়েছেন। হুমায়ুনকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘‘আমি যতটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে কথা বলব, ততটা বিজেপির বিরুদ্ধেও বলব। নইলে ভোট পাব না। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি আমায় বলেছেন ২২ তারিখের পরে দিল্লির নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেবেন। বাংলার নির্বাচনী প্রধানের সঙ্গেও কথা বলিয়ে দেবেন।’’ হুমায়ুনের কথায় উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের নাম। হুমায়ুন বলেছেন, ‘‘মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের সঙ্গে কথা হয়েছে। পিএমও-র সঙ্গে কথা হয়েছে। সেখান থেকে বলা হয়েছে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।’’ হুমায়ুন ইঙ্গিত করেছেন, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গেও কথা হয়েছে তাঁর। তৃণমূলের দাবি এই ঘটনা সম্পূর্ণ তদন্ত সাপেক্ষ। তৃণমূলের দাবি, পিএমও থেকে কারা যোগাযোগ রাখছেন, হিমন্ত এবং মোহন যাদবের সঙ্গে যোগাযোগ, বিহারে অন্য একজন কিভাবে টাকা রেখেছে সেইভাবে তিনি রাখবেন এবং বর্তমানে হুমায়ূন যে এত হেলিকপ্টার নিয়ে ঘুরছে তা পুরোটাই একটা স্ক্যাম এবং এর তদন্ত হওয়া উচিত। সাংবাদিক সম্মেলনে ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘‘মুসলিম ধর্মাবেগকে বিক্রি করছে হুমায়ূন কবির। হাজার কোটি টাকা চাইছে এই কাজ করার জন্য। আমরা এই মুসলমান সমাজের মানুষ কি গরু-ছাগল নাকি বুদ্ধিহীন? এই রকম মানুষ এই কাজ করবে আর আমরা সেটা মেনে নেব?’’ এই প্রশ্ন করেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের ভাবাবেগ কি বিক্রি করার জায়গা? আমাদের নিজস্ব বুদ্ধি আছে এবং আমরা এর জবাব দেব।’’ বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘‘এসআইআর করে নাম বাদ দিয়ে শান্তি হচ্ছে না। এর উপরে বেইমান গুলোকে কিনে নিচ্ছে।’’ তৃণমূলের এই বিস্ফোরক ভিডিও প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবির বলেন, ‘‘এই ভিডিও এআই দিয়ে বানিয়েছে তৃণমূল। প্রমাণ করতে না পারলে দু’হাজার কোটি টাকার মানহানীর মামলা করব।’’

ভোট দিলেন বীনা জর্জ, পুনরায় এলডিএফ-এর জয় নিয়ে আশাবাদী

পাথানামথিট্টা, ৯ এপ্রিল ঃ কেরলম বিধানসভা নির্বাচনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন সে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জ। বৃহস্পতিবার সকালে কেরলমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জ পাথানামথিট্টার একটি সরকারি স্কুলে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এবারও এলডিএফ-এর জয় নিয়ে তিনি আশাবাদী।বীনা জর্জ বলেন, এলডিএফ অবশ্যই তৃতীয় সুযোগ পাবে, কারণ এই সময়ে সরকার অনেক উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। পাথানামথিট্টার কথাই ধরুন আপনি চারপাশে তাকালেই দেখতে পাবেন শহরে কী অসাধারণ পরিবর্তন এসেছে। আপনি স্টেডিয়াম দেখতে পাবেন, হাসপাতাল দেখতে পাবেন, অন্যান্য সব নতুন অফিস এবং নতুন রাস্তা দেখতে পাবেন। সুতরাং এই মেয়াদেই এসব হয়েছে এবং মানুষ উন্নয়নের জন্যই তাদের ভোট দিয়েছে। মানুষ এলডিএফকে এবারও ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে তিরুবনন্তপুরমতে, কেরলম বিধানসভা নির্বাচনে বৃহস্পতিবার নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন কেরলমের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকর। এদিন সকালে রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকর তিরুবনন্তপুরমের একটি ভোটকেন্দ্রে নিজের ভোট প্রদান করছেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল বলেন, আমি ভোট দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত এবং রাজ্যের সকল মানুষকে আমি অনুরোধ করছি, আপনারা বিপুল সংখ্যায় এগিয়ে এসে আপনাদের এই পবিত্র কর্তব্য পালন করুন। গণতন্ত্র শুধু আমাদের মাটিতেই নয়, আমাদের হৃদয়েও গভীরভাবে প্রোথিত। আসুন, আমরা গণতন্ত্রের সেই কর্তব্যকে বাস্তবায়িত করি।

শালিমার স্টেশনে বিদেশি মুদ্রাসহ নেপালের নাগরিক গ্রেফতার, উদ্ধার প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি,শালিমার, ৯ এপ্রিল ঃশালিমার রেলস্টেশনে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রাসহ এক নেপালি নাগরিককে গ্রেফতার করল জিআরপি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার পাটনা-শালিমার দূরন্ত এক্সপ্রেসে করে আসা এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনক আচরণের কারণে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর পরিচয় নেপালের বাসিন্দা ইন্দ্র বাহাদুর কাটোয়াল বলে জানা যায়।তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রায় ২৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮০০ টাকা মূল্যের বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া টাকার মধ্যে ইউরো, মার্কিন ডলার এবং নেপালি মুদ্রা ছিল। এত বিপুল পরিমাণ অর্থের কোনও বৈধ নথি বা অনুমোদন তিনি দেখাতে পারেননি বলে জানিয়েছে পুলিশ।অভিযুক্ত দাবি করেন, তিনি এই অর্থ দিয়ে ইলেকট্রনিক সামগ্রী কেনার উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন। তবে তাঁর বক্তব্যে অসঙ্গতি থাকায় এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জিআরপি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ধৃতকে হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হয়েছে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।অন্যদিকে, এই ঘটনার বিষয়ে খড়গপুর ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের পক্ষ থেকে এখনও কোনও স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি বলে মনে করা হয়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কচ্ছের সর্দার পোস্টে শৌর্যের অমর স্মৃতি, সিআরপিএফ জওয়ানদের বীরত্বে নতশির দেশঃশ্রদ্ধা জানালেন অমিত শাহ

কচ্ছ ও নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ এপ্রিলঃসীমান্তের নির্জন প্রান্তরে ইতিহাস যেন আজও জীবন্ত হয়ে ওঠে। গুজরাটের কচ্ছ জেলার সর্দার পোস্টে বৃহস্পতিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল ' শৌর্য দিবস'। এই দিনটি শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং দেশের নিরাপত্তারক্ষীদের আত্মত্যাগ, সাহসিকতা এবং অদম্য মনোবলের এক অনন্য স্মারক। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের উত্তাল সময়ে সিআরপিএফ জওয়ানদের যে অবিস্মরণীয় বীরত্বগাথা রচিত হয়েছিল, তারই স্মরণে প্রতি বছর ৯ এপ্রিল দেশজু।ে এই দিবস পালন করা হয়।কচ্ছের বিস্তীর্ণ রণভূমি, যেখানে প্রকৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে টিকে থাকতে হয়, সেই জায়গাই একসময় হয়ে উঠেছিল এক ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্র। ১৯৬৫ সালের সেই দিনগুলিতে, যখন পাকিস্তানি বাহিনী আকস্মিকভাবে আক্রমণ শানায়, তখন সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে থাকা সিআরপিএফ-এর অল্পসংখ্যক জওয়ানই বুক চিতিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সংখ্যায় কম হলেও তাঁদের মনোবল ছিল অদম্য, তাঁদের সাহস ছিল অবিচল। শত্রুপক্ষের প্রবল আক্রমণের মুখে তাঁরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তা ভারতীয় নিরাপত্তা ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।সেই ঐতিহাসিক লড়াইয়ের স্মৃতিকে অমলিন রাখতে প্রতি বছর এই দিনে কচ্ছের সর্দার পোস্টে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এদিন সিআরপিএফ-এর উর্ধ্বতন আধিকারিক ও জওয়ানরা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। গার্ড অফ অনারের মাধ্যমে তাঁদের আত্মবলিদানকে সম্মান জানানো হয়। জাতীয় পতাকার তলে দাঁড়িয়ে দেশরক্ষার অঙ্গীকার আরও একবার নতুন করে উচ্চারিত হয়। উপস্থিত প্রত্যেকের চোখে মুখে ফুটে ওঠে গর্ব, আবেগ আর কৃতজ্ঞতার মিশেল।শুধু কচ্ছেই নয়, রাজধানী নয়াদিল্লিতেও এই দিনটি গভীর মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই উপলক্ষে সিআরপিএফ-এর শহীদ জওয়ানদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একটি সোশ্যাল মিডিয়া বার্তায় তিনি স্মরণ করেন

সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে, যখন সর্দার পোস্টে সিআরপিএফ-এর নির্ভীক যোদ্ধারা এক অটুট প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে শত্রুদের রুখে দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, ১৯৬৫ সালের এই দিনে সিআরপিএফ জওয়ানদের অসীম সাহস ও বীরত্ব ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছিল। তাঁদের আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম চিরকাল আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। অমিত শাহ আরও উল্লেখ করেন, দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিআরপিএফ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে, তা অতুলনীয়। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সীমান্তের কঠিন দায়িত্ব-সবক্ষেত্রেই এই বাহিনী নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। তাঁদের অবদান শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দেশের প্রতিটি সংকটময় পরিস্থিতিতেই তাঁদের উপস্থিতি দেশের মানুষের আস্থা ও নিরাপত্তার প্রতীক হয়ে উঠেছে।শৌর্য দিবসের এই উদযাপন তাই শুধুমাত্র অতীতের স্মৃতিচারণ নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এক শক্তিশালী বার্তা। এটি মনে করিয়ে দেয় যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে কতজন অজানা-অচেনা বীর তাঁদের জীবন উসর্গ করেছেন। তাঁদের আত্মত্যাগের ঋণ কখনও শোধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁদের স্মৃতি ও আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্ব।কচ্ছের সেই মরুপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে আজও যেন শোনা যায় সাহসিকতার প্রতিধ্বনি। বাতাসে মিশে থাকে শহীদদের আত্মত্যাগের গর্বগাথা। দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে এই দিনটি এক গভীর আবেগের, এক অনির্বচনীয় গর্বের। শৌর্য দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়-দেশরক্ষার জন্য যে সাহস, যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন, তা আমাদের সিআরপিএফ জওয়ানরা বারবার প্রমাণ করেছেন।এই দিনটি তাই শুধুমাত্র অতীতের স্মৃতি নয়, বরং ভবিষ্যতের প্রেরণা। দেশের প্রতিটি কোণে, প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে সিআরপিএফ-এর সেই বীরত্বগাথা আজও অমলিন, অক্ষয়। শৌর্য দিবসের এই আয়োজন সেই অমর স্মৃতিরই এক উজ্জ্বল প্রতিফলন।

সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ এপ্রিল ঃসংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারত সংকল্প করেছে, ২০৪৭ সালের মধ্যে, যখন আমরা স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করব, তখন আমাদের অবশ্যই 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। কিন্তু গত আড়াই দশক ধরে সরকার প্রধান হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, যদি আমরা 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য অর্জন করতে চাই, তবে দেশের উন্নযনে আমাদের 'মাতৃ শক্তি', আমাদের 'নারী শক্তি'-র পূর্ণ শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। সকলেই চায় ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে, আমাদের দেশের 'নারী শক্তি' লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে জনপ্রতিনিধি হিসেবে ৩৩ প্রতিনিধিত্ব পাক। গত কয়েকদিন ধরে আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলছি। বেশিরভাগ দলই সমর্থন জানিয়েছে। একটি অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবেশ দৃশ্যমান। এই বিষয়গুলি নিয়ে আমি আজ সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ লিখেছি, যেখানে আমি আমার চিন্তাভাবনা তুলে ধরেছি। আমি আপনাদের এই প্রবন্ধটি পড়ার এবং অন্যদেরও এটি পড়তে উৎসাহিত করার অনুরোধ করছি। এছাড়াও সকল রাজনৈতিক দলকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করুন যাতে আগামী ১৬, ১৭ ও ১৮ তারিখে (এপ্রিল মাসে) আমরা যখন সংসদে মিলিত হব, তখন অবশ্যই এটি পাস করি এবং সকলে মিলে তা উদযাপন করি।

হলদিয়ার জনসভা থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ৬ নিশ্চয়তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি,হলদিয়া, ৯ এপ্রিল ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ার জনসভা থেকে ৬ নিশ্চয়তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, আমি পশ্চিমবঙ্গকে ছয়টি নিশ্চয়তা দিচ্ছি- প্রথমত, বিজেপি সরকার ভয়ের এই পরিবেশকে আস্থায় রূপান্তরিত করবে। বিজেপি আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনবে।'' দ্বিতীয় নিশ্চয়তা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজেপি সরকারের অধীনে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সেবাপ্রাপ্ত জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে-সম্পূর্ণরূপে দায়বদ্ধ থাকবে।মোদীর তৃতীয় নিশ্চয়তা হল, প্রতিটি কেলেঙ্কারি, প্রতিটি দুর্নীতির কাজ, আমাদের কন্যাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রতিটি অবিচার এবং ধর্ষণের প্রতিটি মামলার ফাইল পুনরায় খোলা হবে। প্রধানমন্ত্রী চতুর্থ নিশ্চয়তা হিসেবে বলেন, তৃণমূলের শাসনকালে, যে-ই দুর্নীতিতে জড়িত থাকবে, তার স্থান হবে জেলে। সে মন্ত্রী হোক বা প্রহরী, আইন সবাইকে জবাবদিহি করাবে। তৃণমূলের কোনও গুন্ডা আর আইন এড়াতে পারবে না।'' প্রধানমন্ত্রীর পঞ্চম নিশ্চয়তা হল, শরণার্থীদের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত প্রতিটি অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। তবে, ভারতে অনুপ্রবেশকারীদের কোনও স্থান নেই। মোদীর ষষ্ঠ গ্যারান্টি হল - পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হওয়া মাত্রই সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা হবে।

ভোটের কাজে সিভিক ও গ্রিন পুলিশে নিষেধাজ্ঞা, কড়া নির্দেশ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনে দুই দফায় ভোট গ্রহণ করা হবে। এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোনোভাবেই রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ কিংবা স্টুডেন্ট পুলিশ ভলান্টিয়ারদের ব্যবহার করা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। উপ-সচিব শক্তি শর্মা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের দফতরে সবিস্তারে এই নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিয়েছেন।নির্বাচন কমিশনের পাঠানো বার্তায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ নির্বাচনের কোনো কাজেই এই বাহিনীকে যুক্ত করা যাবে না। শুধু তাই নয়, ভোটগ্রহণের দিন ছাড়াও তার আগের ও পরের দিন-অর্থা মোট তিন দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ত্রিসীমানায় যেন তাঁদের দেখা না যায়, সেই বিষয়েও কড়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশ সম্পর্কে প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলিকে বিশদে অবহিত করার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এর আগেও দুই দফায় এই সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সাম্প্রতিক চিঠিতে সেই পূর্ববর্তী নির্দেশিকার কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে কমিশনের অবস্থান আরও একবার দৃ।ভাবে স্পষ্ট করা হলো। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ভারতের জন্য স্বস্তি, এলপিজি নিয়ে দেশে এল গ্রিন আশা জাহাজ

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ৯ এপ্রিল ঃ পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আবহে ভারতের জন্য স্বস্তির খবর। এলপিজি নিয়ে দেশে এল গ্রিন আশা জাহাজ। হরমুজ প্রণালী পার করে এলপিজি নিয়ে মুম্বইয়ে পৌঁছল ভারতীয় পণ্যবাহী ভেসেল ' গ্রিন আশা'। ভারতীয় পতাকাবাহী এলপিজি জাহাজ ' গ্রিন আশা' সফলভাবে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করে বৃহস্পতিবার বিপিসিএল-আইওসিএল পরিচালিত জেএনপিএ-র লিকুইড বার্থে নোঙর করেছে।এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, কারণ ইরান, আমেরিকা ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটিই প্রথম এই ধরনের জাহাজ যা জেএনপিএ-তে পৌঁছল। জাহাজটি ১৫,৪০০ টন

এলপিজি বহন করছিল। জাহাজে থাকা পণ্য এবং নাবিকদলের প্রত্যেক সদস্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত আছেন। এই আগমনটি জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এলপিজির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সামুদ্রিক কার্যক্রমের সক্ষমতাকে তুলে ধরে।

১০০ শতাংশ ভোটদানের লক্ষ্যে অভিনব উদ্যোগ কোচবিহারে

কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ উত্তরবঙ্গে আসন্ন নির্বাচনকে অবাধ, স্বচ্ছ এবং উসবমুখর করে তুলতে জেলাস্তরে এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কোচবিহার জেলা নির্বাচন আধিকারিকের নেতৃত্বে ১০০ শতাংশ ভোটদান সুনিশ্চিত করতে নেওয়া হয়েছে নিবি। ও সুসংহত পরিকল্পনা। ভোটের পর্ব, পশ্চিমবঙ্গের গর্ব - এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে কোচবিহার রাজবা।তিও বিশেষ প্রচার কর্মসূচি পালিত হচ্ছে, যার স্থানীয় স্লোগান দেওয়া হয়েছে ভোটের পর্ব, কোচবিহারের গর্ব।এই প্রচার অভিযানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ' লিটারেসি ক্লাব' (ইএলসি)। বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের নিয়ে গঠিত এই ক্লাবের সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ ভোটারদের সচেতন করার কাজে নেমেছেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য হলো, মানুষকে ভোটদানে উসাহিত করার পাশাপাশি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সাহায্য করা।জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলোর ভোটদানের হারকে ছাপিয়ে যাওয়াই এই বিশেষ উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য। নতুন প্রজন্মের ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কোচবিহার জেলা একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাইছে। ডিজিটাল প্রচারের পাশাপাশি রাজবাড়ির মতো ঐতিহ্যবাহী

বাড়ি বাড়ি প্রচারে জোর তৃণমূলের, গোঘাটে বাড়ছে রাজনৈতিক তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি,আরামবাগ, ৯ এপ্রিল ঃবিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গোঘাটের বেঙায় অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি প্রচার জোরদার করা হয়েছে। অঞ্চল তৃণমূলের তত্ত্বাবধানে এবং অঞ্চল সভাপতি অমর পণ্ডিতের নেতৃত্বে কর্মী-সমর্থকেরা সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে প্রচার চালাচ্ছেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা এবং ভবিষ্য পরিকল্পনার কথা মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের সমস্যা ও দাবিদাওয়াও শোনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দলীয় নেতৃত্ব।অমর পণ্ডিতের দাবি, মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তোলা এবং সরকারের উন্নয়নের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।প্রচারে অংশ নেওয়া কর্মীদের মতে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া মিলছে। অনেকেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরছেন এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পক্ষেই মত দিচ্ছেন।নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে মাঠে নেমেছে, আর তার মধ্যেই তৃণমূলের এই জনসংযোগ কর্মসূচি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

পুকুরে শতাধিক মাছের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য, আতঙ্ক পূর্ব সিংভূমে

পূর্ব সিংভূম, ৯ এপ্রিল ঃ পুকুরে হঠাৎ বিপুল সংখ্যক মাছের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার বিষ্টুপুর এলাকার ধাটকিডিহ পুকুরে। বৃহস্পতিবার সকালে জলের উপর ভেসে থাকা মৃত মাছ দেখতে পেয়ে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।এদিন স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মাছগুলির ওজন প্রায় ৫ থেকে ৮ কিলোগ্রামের মধ্যে। বুধবার রাত পর্যন্ত পুকুরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও, বৃহস্পতিবার সকালে আচমকাই এই ঘটনা সামনে আসে, যা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে।এলাকাবাসীদের দাবি, পুকুরের জল থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল, ফলে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। তবে মাছের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুকুরটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা জামশেদপুর অ্যাঙ্গলিং ক্লাবের পক্ষ থেকেও এই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি।স্থানীয়দের অভিযোগ, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জলের গুণমান পরীক্ষা করা হলে হয়তো এমন ঘটনা এড়ানো যেত। তাঁরা প্রশাসনের কাছে ঘটনার তদন্ত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই মৃত মাছ সরানোর কাজ শুরু হয়েছে, যাতে পুকুরের জল আরও দূষিত না হয়।

প্রয়াত আবু হাসেম খান চৌধুরী, শোকের আবহ রাজনৈতিক মহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি,মালদা, ৯ এপ্রিল ঃ প্রয়াত হলেন মালদা দক্ষিণের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী, যিনি ডালু নামেই পরিচিত। বুধবার রাতে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। ডালুর পুত্র ঈশা খান চৌধুরী মালদা দক্ষিণের বর্তমান কংগ্রেস সাংসদ।ডালুর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজনৈতিক মহলে। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। গত কয়েকদিন ধরে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বুধবার রাতে হাসপাতালেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খবর পেয়ে তাঁর ভাগ্নি তথা এবারের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের প্রার্থী মৌসম নুর কলকাতায় আসেন।১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৬ পর্যন্ত কালিয়াচক বিধানসভার বিধায়ক ছিলেন আবু হাসেম। পরে মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্র থেকে টানা তিন বার সাংসদ নির্বাচিত হন। ইউপিএ জমানায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন।

ভোটের দিনে কেরলবাসীর উদ্দেশে খাড়গের বার্তা, ' জনগণের কথা শোনে এমন সরকারই বেছে নিন'

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ এপ্রিলঃ ভোটের আবহে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশই বাড়ছে কেরলে। এই পরিস্থিতিতে ভোটের দিন রাজ্যের মানুষের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিলেন কংগ্রেস সভাপতি Mallikarjun Kharge। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে তিনি কেরলবাসীকে এমন সরকার নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছেন, যারা মানুষের কথা শোনে, তাঁদের যত্ন নেয় এবং বাস্তব পরিষেবা প্রদান করে।বৃহস্পতিবার সকালে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে কেরলের ভোটারদের উদ্দেশে নিজের বার্তা তুলে ধরেন খাড়গে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উঠে আসে গত এক দশকের শাসন নিয়ে অসন্তোষের ইঙ্গিত। তিনি লেখেন, গত ১০ বছরে আপনারা কেরলে বেকারত্ব, অর্থনৈতিক দুরাবস্থা এবং অস্থিরতার সাক্ষী থেকেছেন। এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে, কারণ দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে বামপন্থী সরকারের শাসন চলছে।খাড়গে তাঁর বার্তায় শুধু সরকারের সমালোচনাতেই থেমে থাকেননি,

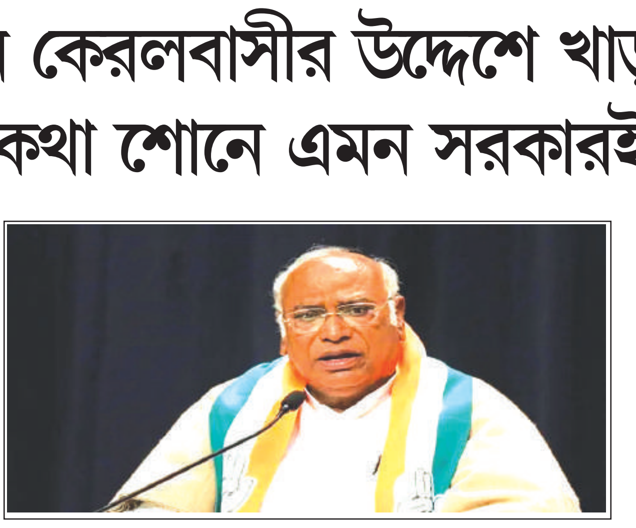

বরং কেরলের ঐতিহ্য ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য কেরলের শক্তির জায়গা। এই শক্তিকে কখনও বিভাজনের দিকে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে একদিকে যেমন সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা বহন করছে, তেমনই অন্যদিকে বিরোধী দলগুলির প্রতি পরোক্ষ কটাক্ষ হিসেবেও দেখা হচ্ছে।কেরলের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বরাবরই বৈচিত্র্যময়। একদিকে বামফ্রন্টের দীর্ঘদিনের শাসন, অন্যদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোটের শক্তিশালী উপস্থিতি-এই দ্বিমুখী লড়াইয়ের মধ্যেই বরাবর রাজ্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। গত দশ বছর ধরে বামেরা ক্ষমতায় থাকলেও এবারের নির্বাচনে পরিবর্তনের সুর তুলেছে কংগ্রেস। খাড়গের এই বার্তা সেই পরিবর্তনের দাবিকেই আরও জোরালোভাবে তুলে ধরছে বলেই মনে করা হচ্ছে।তবে শুধু কংগ্রেস নয়, এই নির্বাচনে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে সক্রিয় Bharatiya Janata Party-ও। দক্ষিণ ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে নিজেদের ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে এবারের নির্বাচন ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকেই এগোচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।খাড়গের এই বার্তা তাই শুধুমাত্র একটি সাধারণ আহ্বান নয়, বরং একটি রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবেও দেখা হচ্ছে। ভোটের দিনে সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে তাঁদের মনোভাব প্রভাবিত করার চেষ্টা-এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তাঁর বক্তব্যে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে, তা নিঃসন্দেহে ভোটারদের ভাবনায় প্রভাব ফেলতে পারে।কেরলের মানুষ বরাবরই রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং সক্রিয়। সেই কারণে প্রতিটি নির্বাচনে তাঁদের রায় দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। খা।গের এই বার্তা সেই সচেতন ভোটারদের মনেই আরও একবার প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে-কোন সরকার তাঁদের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম?ভোটের দিনে এই বার্তা তাই একদিকে যেমন কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করছে, অন্যদিকে কেরলের রাজনৈতিক ল।াইকে আরও তীব্র করে তুলছে। এখন দেখার, এই আহ্বান কতটা প্রভাব ফেলতে পারে ভোটবাক্সে, আর কেরলের মানুষ শেষ পর্যন্ত কাকে তাঁদের ভবিষ্যতের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

উত্তরাখণ্ডের পার্বত্য জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা

দেহরাদূন, ৯ এপ্রিল ঃ উত্তরাখণ্ডে বৃহস্পতিবার পার্বত্য জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রাজ্যের বেশিরভাগ অংশ শুষ্ক থাকবে। এই বিষয়ে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, উত্তরকাশী, চামোলি এবং পিথোরাগড় জেলার ৩৮০০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতার এলাকাগুলিতে অতি হালকা বৃষ্টি, বজ্রসহ বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতে স্বাভাবিক ও শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে কোনও আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়নি। বিগত ২৪ ঘণ্টায় সমতলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ছিল। পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকাগুলিতেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। আগামী ২-৩ দিনে তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। দেহরাদূনে বৃহস্পতিবার আকাশ পরিষ্কার থেকে আংশিক মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং হালকা কুয়াশা থাকতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রয় ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে।

রাশিফল

মেষঃ আজকের শুভ দিনটি উপভোগ করুন, কেননা আপনার উদ্যম আপনাকে ও প্রিয়তমকে হাসিখুশি মেজাজে থাকতে সাহায্য করবে। আপনার সক্রিয়তা ও অ্যাডভেঞ্চারাস মেজাজ আপনার সঙ্গীকে সম্পর্কে চাপমুক্ত থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে আজ। আর্থিক ক্ষেত্রে, মার্কেটিং কৌশল ব্যবসায়ীদের সাফল্য লাভে সহায়তা করবে।
বৃষঃ আপনার কাজ ও চিন্তা আপনার প্রণয়ীকে অনুপ্রাণিত করবে। যদিও আপনাকে প্রেমজীবনে একটু উত্তেজনা নিয়ে আসতে হতে পারে, কেননা ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সবকিছু একটু নীরস ও একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে।
মিথুনঃ আজকে হয়ত আপনার বিশেষ কারওর সঙ্গে সাক্ষা হবে। সম্ভবত আপনাকে আপনার প্রিয়তমের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে যাতে তার আগেও বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। তাড়াহুড়ো করবেন না।
কর্কট রাশিঃ প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে মানিয়ে নিতে শিখতে হবে। ব্যক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে নমনীয়তা অর্জন করাই আপনার কাছে প্রাধান্য পাবে।
সিংহঃ সাংসারিক জীবনকে নতুন রূপে সাজানোর জন্য আপনি হয়ত ব্যক্তিগত স্তরে নতুন কোনও কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে চাইবেন। সামান্য কল্পনা ও ঘনিষ্ঠতা আপনাকে আপনার প্রিয়তমের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করবে। শুভদিন।
কন্যাঃ প্রিয়তমের সঙ্গে গল্প ও বিভিন্ন মতামত নিয়ে আলোচনা করার ফলে আপনার দিগন্ত প্রসারিত করবে। আজকের দিনে একটি রোমান্টিক সন্ধ্যা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার অসাধারণ সময় কাটবে। শুভদিন
তুলাঃ আপনার ও প্রিয়তমের মানসিক উত্তেজনা একই মাত্রায় থাকবে, ফলে রোমান্স উচ্চতার শিখরে পৌঁছবে আজ। সামাজিকতার জন্য আজকের দিনটি ভালো, আপনি হয়ত কোনও পার্টি দেবেন ও বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময় উপভোগ করবেন।
বৃশ্চিকঃ সমালোচনার ফলে আপনার সম্পর্কে হালকা চি। ধরবে ও সম্ভবত আপনি আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পাবেন আজ। আক্রমণাত্মক হয়ে পাবেন না ও সম্পর্ককে জিইয়ে রাখার জন্য বিষয়গুলি সাবধানে সামলান।
ধনুঃ ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি আনন্দদায়ক ও রমণীয় দিন। আপনি হয়ত প্রিয়তমের কাছে আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবেন আজ। প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে। আজকে হয়ত আপনার স্বভাবের অপব্যয়ী ও বেহিসেবী দিকটি প্রাধান্য পাবে।
মকরঃ প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে আপনি হয়ত নিজের আত্মাকে নতুন করে খুঁজে পাবেন। আজকে সম্ভবত আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার দিন। আর্থিক দিকে খরচ বেড়ে যাতে পারে, কেননা চিকিৎসার জন্য অর্থ খরচ বাড়তে পারে ও তাছাড়াও দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করার জন্যও খরচ হতে পারে।
কুম্ভঃ আজকে উফুল্ল মেজাজের কারণে দিনটি ভালো হয়ে উঠবে। প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি গাড়ি করে ঘুরতে বেরোবেন, যা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বাড়িয়ে তুলবে। বিবাহের যোগ।
মীনঃ আপনি সম্ভবত শান্তিতে থাকবেন, কেননা আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা আপনাকে প্রচুর সাহায্য করবে। সন্তান হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। শুভ দিন রং লাল।

আবহাওয়া

মুখভার আকাশের, বৃষ্টিও হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আবহাওয়া এমনই। তাপমাত্রার পারদও নেমেছে অনেকটাই। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এদিন নেমেছে ২১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৯ ডিগ্রি কম।ঝড়-বৃষ্টির সৌজন্যে আবহাওয়া রয়েছে মনোরম। তবে, এই স্বস্তি খুব বেশি দিন স্থায়ী হবে না। শুক্রবার, ১০ এপ্রিল থেকে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৪-৬ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে অস্বস্তি অনুভূত হবে। বৃষ্টির পরিমাণ শুক্রবারের পর থেকেই কমে যাবে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৮ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টি হয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ০২ টা ৫০ মিনিটে। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৪৪মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৪ মিনিট। সূর্যোদয় ঃ সকাল ৫টা ৪৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫২মিনিটে হতে পারে।

পিছিয়ে পড়া কুলতলিতে উন্নয়ন ও অউন্নয়নকে সামনে রেখে ভোট প্রচারে প্রার্থীরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ৯ এপ্রিল ঃ সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া ব্লক হিসাবে পরিচিত দঃ ২৪ পরগনার কুলতলি। ইতিমধ্যে এই কুলতলি বিধানসভার নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেছে। আর উন্নয়ন ও অউন্নয়নকে সামনে রেখে নির্বাচনে নেমে পড়েছে একাধিক রাজনৈতিক দল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরেই বামপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিলো। ১৯৭২ সালে একমাত্র কংগ্রেস প্রার্থী অরবিন্দ নস্কর এই কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছিলেন। তারপর প্রায় টানা তিন দশকেরও বেশি সময় এই কেন্দ্র ছিল বামেদের দখলে, বিশেষ করে এস ইউ সি আইয়ের শক্তিশালী উপস্থিতি ছিল এখানে। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত টানা আটবার এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হন এসইউসিআই প্রার্থীরা, যা কুলতলিকে বাম রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুর্গে পরিণত করে। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের হাওয়া লাগলেও কুলতলিতে বামেদের প্রভাব তখন ও বজায় ছিল। তবে এস ইউ সি আইয়ের পরিবর্তে সেই সময় বামফ্রন্টের শরিক সিপিএম প্রার্থী রামশঙ্কর হালদার জয়লাভ করেন। তিনি ২০১১ এবং ২০১৬ সালে পরপর দু'বার এই কেন্দ্রের বিধায়ক নির্বাচিত হন। এবারের নির্বাচনেও বামফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ে রয়েছেন রামশঙ্কর হালদার। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন কুলতলির রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তন আনে। ২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গণেশ চন্দ্র মন্ডল জয়লাভ করেন। ১,১৭,২৩৮ ভোট পেয়ে তিনি ৪৭,১৭৭ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। এই জয় শুধু দলীয় সাফল্য নয়, বরং কুলতলির ভোট রাজনীতিতে এক বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।শাসক দলের প্রার্থী জয়ী হওয়ার নতুন ধারা তৈরি হয় এই কেন্দ্রে। একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তি বাড়ায় এখানে বিজেপিও। ২য় স্থানে চলে আসে বিজেপি। ২০২১ সালে বিজেপি প্রার্থী মন্টু হালদার ৭০,০৬১ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসেন, পিছনে ফেলে দেন এসইউসিআই ও বামফ্রন্টকে। ফলে এবারের নির্বাচনে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সরাসরি লড়াই আরও তীব্র হয়েছে। এবার এসইউসিআই প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন শঙ্কর নস্কর। তবে সংগঠনের দুর্বলতা এবং ভোটব্যাঙ্কে ক্রমশ ধস দলীয় নেতৃত্বের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এস ইউ সি আই এর। অন্যদিকে বাম প্রার্থী রামশঙ্কর হালদারের অভিযোগ, রাজ্যের ভোট রাজনীতিতে বদলে গিয়ে এখন 'মানি পাওয়ার' ও 'মাসল পাওয়ার'-এর প্রভাব বেড়ে গেছে। তবুও মানুষের সমর্থনের উপর ভরসা রেখে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি আমি।তিনি বলেন, কুলতলির অধিকাংশ উন্নয়নই বাম আমলে হয়েছে। তৃণমূলের আমলে উন্নয়ন হয়নি। তবে কুলতলির বর্তমান বিধায়ক ও তৃণমূল প্রার্থী গণেশ চন্দ্র মন্ডল সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প ও উন্নয়নের উপর আস্থা রাখছেন।তবে তিনি স্বীকার করেছেন, এলাকায় এখনও বিদ্যুৎ, পানীয় জল, নদীবাঁধ ভাঙন ও কর্মসংস্থানের মতো সমস্যাগুলি রয়ে গিয়েছে। এই ইস্যুগুলিই এবারের নির্বাচনে প্রধান ভূমিকা নিতে চলেছে। এদিকে বিজেপি ও তৃণমূল সমানে সমানে প্রচার চালালেও অন্যান্য দল কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসও প্রার্থী দিয়েছে-রূপা হালদারকে। তবে সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং অর্থের সীমাবদ্ধতায় বিজেপি ও তৃণমূলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন হয়ে উঠছে অন্যান্য দলগুলির জন্য।বিজেপি এখানে প্রার্থী করেছে মাধবী মহলদারকে। কুলতলির নদী বাঁধের সমস্যা, বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সহ পিছিয়ে পড়া কুলতলিতে অউন্নয়নকে সামনে রেখে প্রচারে সামিল মাধবী। আর সব মিলিয়ে কুলতলিতে জমে উঠেছে ভোটের প্রচার।

ভোট প্রচারে এসে বিক্ষোভের মুখে কান্দি তৃণমূল প্রার্থী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি,, ৯ এপ্রিল ঃ কান্দির তৃণমূল প্রার্থী অপূর্ব সরকারকে ঘিরে রাস্তা মেরামতের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান জীবন্তির লক্ষীনারায়ণপুর গ্রামবাসী। জানা গিয়েছে কান্দি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অপূর্ব সরকার বৃস্পতিবার সকালে জীবন্তি বাজার থেকে লক্ষীনারায়ণপুর গ্রামসহ একাধিক এলাকায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোট প্রচারে করছিলেন। জীবন্তি থেকে লক্ষীনারায়ণপুর গ্রামে প্রচার করার সময় লক্ষীনারায়ণপুর গ্রামের স্থানীয় গ্রামবাসী রাস্তার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। যদিও এব্যাপারে প্রার্থী অপূর্ব সরকারকে বলতে শোনা যায় রাস্তা ঢালাই আছে, কিছু পরিমান জল জমেছে, সেটা এমন কিছু নয়। কিন্ত গ্রামবাসী জোৎস্না বিবি বলেন ত জল নিকাশি ব্যবস্থা নেই, জল কাদাই সারা বছর চলাচল করতে হয়।

ফিরে দেখা সুদীপ্ত সেনের ১৩ বছর ...

সারদা সাম্রাজ্যের 'অধিপতি' থেকে জেলবন্দি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ চাকচিক্য। বৈভব। একসময় তাঁর আশপাশে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজ্যজুড়ে সারদা চিটফান্ড জাল বিস্তার করেছিল। রাজ্যের বাহণ্ড্ 'রেও সেই জাল ছড়িয়ে পড়ে। একাধিক সংবাদমাধ্যমও ছিল। কিন্তু, আচমকা রাজ্যের হাজার হাজার মানুষের মাথায় হাত পড়ল। সারদা দুর্নীতির খবর সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়ে উঠল। ২০১৩ সালের ২৩ এপ্রিল কাশ্মীরের সোনমার্গ থেকে গ্রেফতার করা হয় সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনকে। একইসঙ্গে গ্রেফতার করা হয় সুদীপ্তর সঙ্গী দেবযানী মুখোপাধ্যায়কে। ১৩ বছর পর ৩৮৯টি মামলাতেই জামিন পেলেন সুদীপ্ত সেন। বৃহস্পতিবার জেল থেকে ছাড়া পেতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে ফিরে দেখা যাক, এই ১৩ বছরের কোনও পথে এগোল মামলা। সুদীপ্ত সেনের সারদা চিটফান্ডের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কয়েক হাজার কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠে। সারদার দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসার পরই ২০১৩ সালের এপ্রিলে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্যামল সেনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে রাজ্য সরকার। ওই কমিশন রাজ্যের ঘোষিত ৫০০ কোটির তহবিল থেকে প্রায় ২২৫ কোটি টাকা ফেরত দেয় আমানতকারীদের। সেই কমিশন রাজ্য বন্ধ করার পর তহবিলে থাকা টাকা ও যাবতীয় হিসেব-নিকেশ রাজ্যের কাছে পাঠিয়ে দেয় কমিশন। ২০১৪ সালের জুনে সুপ্রিম কোর্ট সারদা মামলায় সি বি আইকে তদন্তের নির্দেশ দেয়। শীর্ষ আদালতের নজরদারিতেই এই তদন্ত হবে জানায়। সিবিআইকে বৃহত্তর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের তদন্তও করতে বলে। তদন্ত শুরুর পর সুদীপ্ত সেন, দেবযানী মুখোপাধ্যায়-সহ ৬ জনকে নিজেদের হেফাজতে নেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তভার হাতে নেওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে ২০১৪ সালের অক্টোবরে প্রথম চার্জশিট আদালতে জমা দেয় সিবিআই। সিবিআই সূত্রে জানা যায়, ২০০৬-০৭ সাল থেকে জমি, ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়ার নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা তোলেন সুদীপ্ত সেন। তাঁর সেই প্রকল্প গতি পায় ২০০৮-০৯ সালে। সারদা চিটফান্ডের এই প্রকল্পে অধিকাংশ আমানতের মেয়াদ পূরণ হওয়ার কথা ছিল ২০১৩ সালের এপ্রিল নাগাদ। এপ্রিলে আমানতকারীদের বকেয়া মেটানোর কথা বলা হয়। কিন্তু, ২০১৩ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে রাজ্যজুড়ে সারদার শাখা কার্যালয়গুলোর ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। সল্টলেকে সারদার প্রধান অফিসেও তালা পড়ে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই আমানতকারীদের মধ্যে শোরগোল পড়ে। এরই মধ্যে গা ঢাকা দেন সুদীপ্ত সেন। সঙ্গে ছিলেন দেবযানী মুখোপাধ্যায়। ২৩ এপ্রিল সোনমার্গে ধরা পড়েন তাঁরা। সুদীপ্তর বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশ যেমন মামলা করে, তেমনই সিবিআইও মামলা করে। এমনকি, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ও সেবিও মামলা দায়ের করে। এই মামলায় নাম জড়ায় শাসকদলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীর। রাজ্যের পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে সি বি আইকে একটি চিঠি লিখেছিলেন সুদীপ্ত সেন। সেখানে তিনি অভিযোগ করেছিলেন, কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। পরে জেলবন্দি অবস্থায় আরও একাধিক চিঠি লেখেন সারদা কর্তা। সেখানে তিনি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেন। তবে শুভেন্দুর দাবি, সুদীপ্তকে 'শিখিয়ে পড়িয়ে' এসব লেখানো হয়েছে। সুদীপ্ত তাঁর চিঠি কংগ্রেস ও সিপিএমের একাধিক নেতারও নাম নেন। চিঠি পাঠান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। সুদীপ্ত সেনের বিরুদ্ধে সবমিলিয়ে ৩৮৯টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৮৭টি মামলায় আগেই জামিন পেয়েছেন তিনি। আর বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে বাকি দুটি মামলাতেও জামিন পেলেন। বৃহস্পতিবারই জেলমুক্তি ঘটতে পারে তাঁর।

দেবাশিস কুমারের থেকে উঠে আসে শিল্পপতির নাম, এবার ইডি-র জেরার মুখে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ কলকাতা ইডি দফতরে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে সুমতি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স লিমিটেডের মালিক রাজেন্দ্র কুমার গাংওয়াল। পর পর দুদিন ইডি দফতরে হাজিরা দেন তিনি।অবৈধভাবে জমি দখল করার অভিযোগ, যার মধ্যে রয়েছে সরকারি জমি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জাল নথি তৈরি করে বৈধ মালিক হিসেবে প্রজেক্ট তৈরি করে তা বিক্রি করে বাজার থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ তোলা হয়েছিল। তদন্তে নেমে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। গতকাল কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সাতটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল। এই মামলায় এর আগেও রাজবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাশিস কুমারকেও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। সেই জিজ্ঞাসাবাদে সূত্র ধরে রাজেন্দ্র কুমার গাংওয়ালে নাম উঠে আসে। এইভাবে জাল নথি করে কতগুলো জমি আত্মসাৎ করে প্রজেক্ট তৈরি করে কত টাকা লেনদেন হয়েছে সেই সমস্ত বিষয় তথ্য পেতেই এডি আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি। জানা যাচ্ছে, ওই সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ, পুরসভার সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জমি দখল করা ও নির্মাণ প্রকল্প করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে দেবাশিস কুমারের এলাকাতেও এই ধরনের নির্মাণ হয়েছে। সেই বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত অভিযোগ আসার পর তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তার ভিত্তিতে দেবাশিস কুমারকে তলব করা হয়। তাঁর বয়ানও রেকর্ড করা হয়। যদিও তৃণমূলের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশতই দেবাশিসকে তলব করা হয়েছে।

ভোটে লড়ার স্বপ্নপূরণ হল না ! মনোনয়ন বাতিল হয়ে গেল রাজন্যা হালদারের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ এপ্রিল ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বড় ধাক্কা রাজন্যা হালদারের। মনোনয়ন বাতিল হয়ে গেল তাঁর। আসানসোল কেন্দ্রের তাঁর আচমকা মনোনয়ন বাতিল হয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। এক সময় তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাজন্যা। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিলেন তিনি। এদিকে নিজের মনোনয়ন বাতিল হওয়াকে কেন্দ্র করে ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন তিনি। অভিযোগ, ৬ এপ্রিল মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার সময় ১০ জনের ছ'জন প্রস্তাবক পথে আটকে পড়েন। পরবর্তীতে বিকল্প ছ'জনকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার 'অজুহাতে' তাঁদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজন্যার সাফ কথা, এর পিছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত রয়েছে। অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, ওই একই দিনে জামুড়িয়ার এক প্রার্থী বিকেল ৫ টা নাগাদ গিয়েও মনোনয়ন জমা দিতে পেরেছেন। ঘটনার জেরে রাজন্যা নির্বাচন কমিশন ও পশ্চিম বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগও জানিয়েছেন। এখানেই থামছেন না তিনি। এমনকী প্রয়োজনে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও বলেছেন। উল্লেখ্য, আসানসোল কেন্দ্রের মনোনয়ন জমা ও স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রে রাজন্যার মনোনয়ন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও বাকি। ১০ এপ্রিল স্ক্রুটিনির পরই জানা যাবে সবটা। এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজের রাজনৈতিক দল তৈরি করেন একদা তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন নেত্রী রাজন্যা হালদার। নাম 'জনসংগ্রাম মঞ্চ'। রাজন্যার সংযোজন, '২০২৬ আমাদের কাছে বিন্দু, সিন্ধু তৈরি করতে পারব না, সরকার বদলাতে পারব না। হারি কি জিতি, লড়াহঙ্ 'য়ের ময়দান থেকে সরব না।' এরপরেই রাজন্যা 'জনসংগ্রাম মঞ্চ'-এর ইশতেহার প্রকাশ করেন। ইশতেহারে কর্মসংস্থান, চাকরি সঙ্কট, মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করা, নারী সুরক্ষা এবং নারীর অর্থনৈতিক বিকাশ সুরক্ষা করা, শিশুদের পুষ্টির বিকাশ, শিক্ষার উন্নয়ন ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, তৃণমূলের ২০২৩ এর ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে তাঁর বক্তৃতা সকলের নজর কেড়েছিল। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন করেও নজর কাড়েন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি একদা পছন্দের পাত্রী রাজন্যা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেত্রীও ছিলেন। আর জি করের ঘটনার পর যখন রাজ্য জুড়ে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে সেই সময় এই ঘটনার আধারে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি বানিয়েছিলেন তিনি। তারপর দল তাঁকে সাসপেন্ড করে। তারপর জল্পনা তীব্র হয়েছিল যে, তিনি বিজেপি-তে যোগ দিতে পারেন। যদিও সেই জল্পনা সূর্যের আলো দেখেনি। অবশেষে নিজের দল তৈরি করেন রাজন্যা।

'ব্যান কালচার'-এর ইতি ! অভিনয়ে ফিরবেন অনির্বাণ ? কিন্তু সত্যিই কি সব মিটল...

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ টলিউডে এক অস্বস্তিকর অচলাবস্থার মাঝেই হঠাৎ মোড় বদল। গত বছর ডিসেম্বরেই পরিচালক গিল্ড সরাসরি আইনি লড়াইয়ে নেমে Competition Commission of India-এর দ্বারস্থ হয়েছিল ফেডারেশন-র বিরুদ্ধে। অভিযোগের তালিকা ছিল দীর্ঘ; প্রায় ১৬টি পয়েন্টে তুলে ধরা হয়েছিল বাংলা ফিল্ম ও টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির কাজের পরিবেশের অবনতি, বাধা এবং ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের কথা। ইন্ডাস্ট্রির অন্দরমহলে এই মামলা ফেডারেশনের জন্য বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই জানা যাচ্ছিল। আইনি দিকটা স্পষ্ট;ডিরেক্টরদের সংগঠন সরাসরি সিসিআই-তে মামলা দায়ের করেছিল ফেডারেশনের বিরুদ্ধে। ২০০৩ সালের ১৪ অক্টোবর গঠিত এই সংস্থা দেশের বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা বজায় রাখা, ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা এবং বাণিজ্যের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার দায়িত্বে রয়েছে। প্রয়োজনে জনসচেতনতা বাড়ানো থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজও করে তারা। ফলে টলিউডের এই সংঘাত জাতীয় পর্যায়ে নজরে চলে গিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটেই সামনে আসে আরও কিছু অস্বস্তিকর তথ্য। জানা যায়, সিসিআই মামলায় যুক্ত থাকার কারণে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে নাকি বয়কটের মুখে পড়তে হয়েছে। একই পরিস্থিতির শিকার হন পরিচালক সুদেষ্ণা রায়ও। ফলে প্রশ্ন ওঠে;এই 'ব্যান কালচার' কি সত্যিই ইন্ডাস্ট্রির ভেতরে গভীর শিকড় গেড়েছে? কিন্তু হঠাৎই আবহাওয়া বদলে যায় এক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। গত ৭ এপ্রিল অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণ যেন পুরো ইন্ডাস্ট্রিকে নাড়া দেয়। সেই আবেগঘন পরিস্থিতিতে প্রযোজক-অভিনেতা তথা সাংসদ দেব (ঙ্গত্রড) স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন;তএবার 'ব্যান কালচার' বন্ধ হোক।দ তাঁর কথায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছেন, যাঁরা দীর্ঘদিন কাজের বাইরে রয়েছেন, তাঁদের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হবে, এবং সেই প্রক্রিয়ায় স্বরূপ বিশ্বাস-এর সঙ্গে আলোচনা হবে। দেব আরও বলেন, 'আমরা আর আলাদা আলাদা ফোরাম নই, আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রি। অনেকেই নিষিদ্ধ হয়ে বসে আছেন; এই অবস্থার শেষ হওয়া দরকার। রাহুলের মৃত্যু আমাদের বুঝিয়েছে, শুধু মৃত্যু নয়, কাজ করতে না পারাটাও কত বড় যন্ত্রণা।' ঠিক এই সময়, ৯ এপ্রিল ডিরেক্টরদের সংগঠনের তরফে এক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠানো হয় প্রসেনজিৎকে। চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়, তাঁরা সিসিআই-তে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু করতে প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, পৃথকভাবে দায়ের হওয়া ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মানহানির মামলাগুলিও তুলে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে কথা বলবেন তাঁরা। তবে এই সিদ্ধান্ত শর্তসাপেক্ষ; যে সব নিষেধাজ্ঞা এতদিন ধরে পরিচালক ও অভিনেতাদের কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে তুলে নেওয়ার নিশ্চয়তা চাইছেন তাঁরা। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, এই সমস্যার কারণে ডিএইআই-এর অন্তত ৩৫৮ জন সদস্য পেশাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাই সমাধান চাইলে তা হতে হবে পারস্পরিক এবং নীতিগত ভিত্তিতে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আশাবাদী;প্রসেনজিতের নেতৃত্বে একটি স্থায়ী সমাধান সম্ভব। এই চিঠির পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন দেব। তিনি লেখেন, ডিরেক্টরদের এই সিদ্ধান্তে তিনি কৃতজ্ঞ, এবং এতে শুধু ব্যক্তিগত নয়, পুরো ইন্ডাস্ট্রির জন্যই এক নতুন পথ খুলছে। তাঁর কথায়, 'সিনেমা সহযোগিতার শিল্প; এখানে পারস্পরিক সম্মান আর বোঝাপড়া ছাড়া এগোনো যায় না। এখন সময় এসেছে নিষেধাজ্ঞার সংস্কৃতি ছেড়ে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরির।' এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, 'এই মুহূর্তে এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না।' সব মিলিয়ে, কয়েক দিনের মধ্যে টলিউডে এক নাটকীয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে;আইনি লড়াই থেকে আলোচনার টেবিলে ফেরা, নিষেধাজ্ঞা থেকে সহাবস্থানের বার্তা। কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে; এই 'শান্তি' কি স্থায়ী, নাকি সাময়িক চাপের ফল? আগামী দিনে কি সত্যিই ভাঙবে 'ব্যান কালচার', নাকি আবারও ফিরে আসবে সেই পুরনো অচলাবস্থা?

কমিশনের নির্দেশে রাজ্য পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর ও ইন্সপেক্টর পদে বদলি

দুরন্তবার্তা, সুমন দে, কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকার আরও এক দফায় রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন থানা ও পুলিশ জেলায় দায়িত্বে থাকা সাব ইন্সপেক্টর এবং ইন্সপেক্টর পদে ১৫০ জনকে বদলি করেছে। নবান্নে পুলিশ ডিরেক্টরেট থেকে আজ জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এরমধ্যে উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন, বারুইপুর পুলিশ জেলা ও পশ্চিমাঞ্চল জোনের বীরভূম, বাঁকুড়ার মত জেলায় বিভিন্ন থানার অফিসার ইনচার্জ পদে দায়িত্বে থাকা ৪৯ জন সাব ইন্সপেক্টর কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

বিজেপি প্রার্থীর সামনেই 'জয় বাংলা' ও 'মমতা-অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ এপ্রিল ঃ বিজেপি প্রার্থীর সামনেই 'জয় বাংলা' ও 'মমতা-অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ' স্লোগান যুবকের, 'সৌজন্য' দেখিয়ে যুবককে জড়িয়ে ধরলেন রুদ্রনীল। 'ভাইরাল' ভিডিও। হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে বেরিয়ে এবার অদ্ভুত ঘটনা সামনে এলো। বৃহস্পতিবার বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ যখন প্রচার করছিলেন সেই সময় এক যুবক হঠাৎই রুদ্র'র সামনে 'জয় বাংলা' এবং 'অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ' ও 'মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ' বলে স্লোগান দিতে শুরু করেন। বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ 'সৌজন্য' দেখি য়ে কট্টর ওই তৃণমূল সমর্থককে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরেন। বিজেপি কর্মীরাও হ্যান্ড মাইকে পাল্টা স্লোগান দেন। স্লোগান এবং পাল্টা স্লোগান ও দুজনের যুক্তি-তর্কে সরগরম হয়ে ওঠে সেখানকার পরিস্থিতি। খানিকটা 'মজাদার' সেই দৃশ্য মুঠোফোনেও অনেকের ক্যামেরা বন্দি হয়। স্থানীয় মানুষ সেই ঘটনা উপভোগ করেন। 'ভাইরাল' হয়ে যায় সেই ভিডিও। যদিও সেই ভাইরাল ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি এই সংবাদমাধ্যম।

প্রচারে কিডনি রোগীর রিপোর্ট খতিয়ে দেখে ব্যবস্থার আশ্বাস রানা'র

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ এপ্রিল ঃ ডা রানা চ্যাটার্জি। পেশায় তিনি বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক। এর পাশাপাশি তিনি প্রাক্তন বিধায়ক তথা শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। বৃহস্পতিবার শিবপুর কেন্দ্রে প্রচারে বেরিয়ে এক কিডনি রোগীর পাশে দাঁড়ান তিনি। এদিন সকালে বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়ে ৪৯নং ওয়ার্ডের একটি বাড়িতে রানা বাবু জানতে পারেন কিডনি পেশেন্ট রয়েছেন। সেটা শুনেই ডাক্তার রানা চ্যাটার্জি ওনার সব চিকিৎসার রিপোর্ট এবং প্রেসক্রিপশন খতিয়ে দেখেন। যাতে উনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন তার ব্যবস্থা নেওয়ারও আশ্বাস দেন।

জরি শিল্পীরা যদি জোটবদ্ধ হয়, তাহলে রাজনৈতিক সমীকরণ বদল হতে পারে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ এপ্রিল ঃ সময়ের প্রতিবেদন - ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের উৎসবের সাজো সাজো রব।সমস্ত রাজনৈতিক দল গুলি প্রচারে ব্যস্ত। রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করছে। গ্রামীণ হাওড়া জেলার পাঁচলা বিধান সভার অন্তর্গত একটি অ-রাজনৈতিক সংগঠন 'সারা ভারত জরি শিল্পী কল্যাণ সমিতি' জরি শিল্পীদের উন্নয়নে নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬ প্রকাশ করল। যা অতি বাস্তোবোচিত ও সমস্যা সঙ্কুল বিষয়। গ্রামীণ হাওড়া জেলার পাঁচলা বিধান সভার গাববেড়িয়া চাইল্ডহুড কে জি স্কুল - এ সারা ভারত জরি শিল্পী কল্যাণ সমিতি নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করলো। নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ ডঙ্খ পলক্ষে সারা ভারত জরি শিল্পী কল্যাণ সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মুজিবুর রহমান মল্লিক বলেন, তকেহ কথা রাখেনি! তিনি ক্ষোভের সঙ্গে শ্লোগান দিয়ে বলেন, বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত ক্ষোভ, দিকে দিকে হানো বিক্ষোভ! তিনি বলেন, জরি শিল্পীরা সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই তাদের জন্য কোনো ও কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন কেন্দ্র কি রাজ্য কোনো ও সরকারই গ্রহণ করেন নি। নেই কোনো ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প। এই জরি শিল্পীগোষ্ঠীদের নিয়ে নেই কোনো ও আলোচনা পর্যালোচনা।একের পর এক নির্বাচন আসে, নির্বাচন হয়, সরকার গঠন হয়। নির্বাচন এলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সাংসদ, মন্ত্রী, বিধায়ক, নেতা - নেত্রীরা ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি দেন। সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য চাপান উতর চলে।জরি শিল্পীরা আশার আলো দেখার জন্য সাংসদ, মন্ত্রী, বিধায়ক, নেতা-নেত্রীদের কথায় মুগ্ধ হয়ে যে যার মতো রাজনৈতিক দল কে ভোট দেয়। সরকার গঠনে সহায়তা করে।

স্ত্রীর জায়গায় কার নাম লিখেছেন হিরণ ? প্রশ্ন প্রথম পক্ষের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ এপ্রিল ঃ কলকাতা বেনারসের ঘাটে গিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পরই বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে লাগাতার আক্রমণ শানিয়েছেন তাঁর প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়। এমনকী আক্রমণ শানিয়েছেন দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী ঋতিকা গিরিকেও। এবার বিধানসভায় হিরণকে বিজেপি প্রার্থী করতেই নাম না করে ফের একবার কটাক্ষ অনিন্দিতার। নিজের ফেসবুকে পোস্ট করে জানতে চাইলেন, হিরণ নিজের মনোনয়নে কি ঋত্বিকার নাম উল্লেখ করেছেন? তবে এক্ষেত্রে কারও তিনি কারও নামই উল্লেখ করেননি। বেনারসে গিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে সেরেছিলেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়। সেই ছবি সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তবে দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। পরে আবার ঋত্বিকা গিরির সঙ্গে বিয়ের যে ছবি ভাইরাল হয়। সেসব ছবি মুছে ফেলেন অভিনেতা তথা বিজেপি প্রার্থী। তবে, বিয়ের বিষয়টি জানার পরই হিরণ এবং তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ঋতিকা দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন প্রথম পক্ষের স্ত্রী অনিন্দিতা। তাঁর একটাই বক্তব্য, বিবাহ বিচ্ছেদের কোনও নোটিস তিনি পাননি। তারপরও প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় বিয়ে কীভাবে বিয়ে করলেন হিরণ? এই ঘটনার কয়েকমাস পর ফের ফেসবুকে সক্রিয় হলেন অনিন্দিতা। সম্প্রতি, বিজেপি আরও একবার প্রার্থী করেছে হিরণকে। এবার হাওড়ার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়াই করবেন তিনি। ইতিমধ্যেই জমা দিয়েছেন মনোনয়ন পত্র। আর সেখানে স্বামী বা স্ত্রী হিসাবে কার নাম হিরণ উল্লেখ করেছেন তাই জানতে চেয়েছেন অনিন্দিতা। তবে দেখা গেল, হিরণের মনোনয়নে তিনি স্ত্রীর জায়গায় লিখেছেন অনিন্দিতার নাম। তবে পাশে লেখা 'সেপারেটেড'। TV9 বাংলার তরফে অনিন্দিতাকে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'রক্ষিতার নাম উল্লেখ করেছে কি? ভারতীয় সংবিধান কি সেটা করতে বলবে?' অনিন্দিতা আরও জানান, 'তাঁর কাছে ডিভোর্সের নোটিশ আসেনি।'

টিকিট না পেয়ে নির্দল হিসাবে মনোনয়ন জমা বিজেপি নেত্রীর

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ৯ এপ্রিল ঃ বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী তালিকায় নাম ওঠেনি। বিজেপি দল প্রার্থী না করায় শেষ পর্যন্ত নির্দল হিসাবে মনোনয়ন জমা দিলেন বারুইপুরের প্রবীন বিজেপি কর্মী মিঠু ব্যানার্জী। দলের অন্দরে তিনি খুবই পরিচিত মুখ। লড়াকু নেত্রী হিসেবেও সুখ্যাতি রয়েছে। তাই দলের প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও এ বার নিজেকে আসল বিজেপি বলে দাবি করে গেরুয়া বসন পরে বারুইপুর মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে নির্দল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মিঠু। আর তাতেই অস্বস্তি বেড়ে গেছে বিজেপির অন্দরে। মিঠু ব্যানার্জী বিজেপির যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার সহ সভাপতির পাশাপাশি রাজ্য কাউন্সিলের ও সদস্য। প্রতিবাদী চরিত্রের বলে দলের মধ্যেও সুপরিচিত। মিঠু ব্যানার্জী বৃহস্পতিবার বলেন, আমাদের দল প্রত্যেকবার এমন প্রার্থীদের দাঁড় করায় যাদের নির্বাচনের পর আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। তাই দলের কর্মীদের আবেগ আর অনুরোধ আমি ফেলতে পারিনি। নির্দল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিয়েছি। এ ব্যাপারে বিজেপির যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোরঞ্জন জোতদার বলেন, মিঠু ব্যানার্জীর সাথে কথা বলে বোঝানো হবে। যাতে প্রার্থী পদ তুলে নিয়ে দলের সঙ্গে থাকেন।

বিভিন্ন দল থেকে যোগদানের ফলে শক্তি বৃদ্ধি তৃণমূল কংগ্রেসের

দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৯ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দাখিল করার শেষ দিন বৃহস্পতিবার, আর এই দিনে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন দল থেকে দলত্যাগ করে ১১ জন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যা যোগদান করলো তৃণমূল কংগ্রেসে। হাওড়ার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বহিরা,তপনা,ধুলোসিমলা, চন্ডীপুর হাটগাছা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আই এস এফ, কংগ্রেস সি পি এম, বিজেপি থেকে মোট ১১ জন পঞ্চায়েত সদস্য, সদস্যা এবং সেই সঙ্গে বহু কর্মী সমর্থকরা বিজেপি, সিপিএম, আই এস এফ, কংগ্রেস থেকে দলত্যাগ করে যোগ দিল তৃণমূল কংগ্রেসে। বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পুলক রায়ের উপস্থিতিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে তাদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিলেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দুলাল কর, হাওড়া গ্রামীণ তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি দেবাশীষ ব্যানার্জি, অজয় মন্ডল, সেলিম মোল্লা। এর ফলে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি বাড়লো বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৯ এপ্রিল ঃ এবার এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মহিলার বাপের বাড়ির সদস্যরা। আপাতত ওই মহিলার শাশুড়িকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিষ্ণুপুর থানার উত্তর আলিপুরের বাসিন্দা সারিকা খাতুনের বিয়ে হয় দক্ষিণচণ্ডী বড়বাড়ি এলাকার কাইব শেখের সঙ্গে।গত বছর বিয়ে হয় তাদের। অভিযোগ বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই শারীরিক অত্যাচার শুরু হয় বাবার বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আনার জন্য। পরিবারের দাবি, বেশ কয়েক দফায় টাকা দিলেও, ধীরে ধীরে টাকা চাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে। বর্তমানে তিন লক্ষ টাকার জন্য চাপ ও অত্যাচার বাড়তে থাকে। আর এরই মধ্যে কাইব বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। আর স্ত্রীর ওপর অত্যাচার বাড়তে থাকে বলে অভিযোগ। আর এর প্রতিবাদ করায় মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে ঘর থেকে সারিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। সারিকা খাতুনের বাপের বাড়ির তরফে অভিযোগ, মেয়েকে মারধর করে মেরে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের লোকজন। আর তার পরেই বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ গিয়ে মহিলার শাশুড়িকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তবে কাইব-সহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা পলাতক। বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১২৯ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬ চৈত্র, ১৪৩২

তৃতীয় হলদিঘাট বালেশ্বর যুদ্ধ

নব-ভারতের হলদিঘাট। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী নামটা সবাই জানি বুড়িবালামের তীরে খণ্ডযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। এই যুদ্ধ ব্রিটিশ বিরোধী ভারতীয় বিপ্লবীদের ছিল। তিনি বিপ্লবী বাঘা যতীনের নেতৃত্বে পরিচালিত বুড়িবালামের তীরে খণ্ডযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হন। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী ১৮৯৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর মাদারিপুরের খালিয়া গ্রামে এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম ছিল পঞ্চানন রায়চৌধুরী ও মাতার নাম ছিল সুখদা সুন্দরী দেবী। তার পিতা পঞ্চানন রায়চৌধুরী ছিলেন মাদারিপুর শহরে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী প্রথমে খালিয়া হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরে মাদারিপুর হাই স্কুলে ভর্তি হন। মাদারিপুর হাই স্কুলে থাকাকালীন ১৯১০ সালে মাদারিপুর সমিতির (বিপ্লবী দলের) সদস্য হন। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী মহান বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাসের সহকর্মী হিসেবে পূর্ণচন্দ্র পরিচালিত গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন-এর সদস্য ছিলেন। ১৯১৩ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রথম ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় আসামি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীকে। তিনি গ্রেপ্তার হয়ে পাঁচ মাস জেলে বন্দী ছিলেন ও পরে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন দিবসে রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিস ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জিকে কয়েকজন সহকর্মীর সাহায্যে হত্যা করেন। বিপ্লবী যতীন মুখার্জীর (বাঘা যতীন) সহকর্মী হিসেবে জার্মানি, জাপান, আমেরিকা ও ডাচ ইন্ডিজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির চেষ্টা করেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী। ১৯১৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর অস্ত্রশস্ত্র আমদানির চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গভীর রাত্রে বাঘা যতীন (যতীন মুখার্জী) নিজের সাময়িক আস্তানা মহলডিহাতে ফিরে এলেন। সঙ্গে ছিলেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, জ্যোতিষচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, বাঘা যতীন ও বাকি সঙ্গীরা মিলে ৮ই সেপ্টেম্বর সারাদিন কেটে গেল তাদের গভীর জঙ্গলে। সারারাত পায়ে হেঁটে ৯ সেপ্টেম্বর ভোরবেলা পৌঁছলেন বালেশ্বরের বলরামগড়িতে বুড়িবালাম (উড়িষ্যায় একে বলে বুড়্হাবালাঙ্গ) নদীর উপকন্ঠে। সাঁতার কেটে নদীর ওপারে গিয়ে যুদ্ধের পক্ষে মোটামুটি উপযুক্ত শুকনো এক ডোবার মধ্যে আশ্রয় নিলেন তারা। বিপরীতপক্ষে চার্লস টেগার্ট, কমান্ডার রাদারফোর্ড, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলভি অসংখ্য সশস্ত্র পুলিস ও সামরিক বাহিনী নিয়ে হাজির হয়েছিল। পরীখার আড়ালে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে পাঁচজন, হাতে মাউজার পিস্তল। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর জীবনে এটাই ছিল শেষ যুদ্ধ। একদিকে মাত্র ৫ জন আর অন্যদিকে অসংখ্য সৈন্য। এবার শুরু হল বুড়িবালামের ঐতিহাসিক যুদ্ধ, গুলির জবাবে গুলি। তারা ৫ জন একসঙ্গে গুলি করতে শুরু করলো। যাতে শত্রু পক্ষ জানতে না পারে তারা ক-জন। বেশ কিছু ব্রিটিশ সৈন্য হতাহত হল। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলল, ঠিক ওই সময় পুলিশের গুলি এসে আঘাত করলো চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীকে করলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

স্বামীজি ও নেতাজির 'ভারত প্রেম'

স্বামীজী ও নেতাজীর 'ভারত - প্রেম'। অভিঃ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই মানবিক পূর্ণতায় স্নাত হয়ে পূর্ণ থেকে পূর্ণতার দিকে যাত্রা করেছেন। তিনি জীবনের সর্বত্র কর্মে, ধ্যানে, চিন্তায় স্বামীজীকে স্মরণ করে আনন্দের পরশ পেয়েছেন। বিবেকানন্দের কর্মযোগের মহিমায় আবিষ্ট ছিলেন বলেই তিনি নিরন্তর কর্ম করেও, কর্মের আসক্তি ত্যাগ করতে পেরেছেন তিনি বিশ্বাস করতেন, 'আসক্তি থেকেই দুঃখ আসে কর্ম থেকে নয়' স্বামীজীর প্রেরণাময় বাণীই ছিল সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামময় জীবনের আলোর ধারা। সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও নেতাজীর দৃষ্টি ছিল অবিকল স্বামীজীর ন্যায়। 'বেদের যুগে ফিরে চল'এই ধ্বনিকে নেতাজী যেমন তিরস্কার করেছেন, তেমনি তিনি অগ্রাহ্য করেছেন আধুনিকতার নামে উগ্র পাশ্চাত্য বিলাসবাদ বা সুখবাদকে। বিবেকানন্দের মতোই নেতাজী বলেছেন যে, পৃথিবীর বহু প্রাচীন জাতির জীবনসত্তা নিঃশেষ হয়ে গেছে কিন্তু বহু ঘাত - প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে নানা রূপান্তরের পথে নিজের জীবনধর্মকে অবিকৃত রেখে ভারতবর্ষ আজও বেঁচে আছে। ভারত,, ভারতের মানুষ, ভারতবর্ষ নেতাজীর কাছে জননী জন্মভূমি। বিবেকানন্দের কাছে 'যৌবনের উপবন বার্ধক্যের বারাণসী এই দেবভূমি ভারতবর্ষ' বিবেকানন্দ বলেছেন, ভারতের একটি বানী আছে এবং মনীষী রোলাঁর ভাষায় এই বাণী নিয়েই 'হৃদয় দিয়ে' বিবেকানন্দ অর্ধপৃথিবী জয় করে এসেছেন। নেতাজীর কণ্ঠেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই ভারতবাণীর মর্মকথা। ভারতবর্ষ ও ভারতের ইতিহাস,ভারতের সংস্কৃতি ও চিরন্তনী জীবনধর্মের প্রতি স্বামীজী ও নেতাজীর যে অগাধ আস্থা ও আনুগত্য এ শুধু রাজনৈতিক স্বাদেশিকতা বা প্যাট্রিয়টিজমের অভিব্যক্তি নয়,এর তাৎপর্য তার চেয়েও অনেক সুগভীর। চিরন্তনের যে ডাকে মানুষ সর্বত্যাগী হয়, তারই উৎসে জন্মলাভ করেছিলেন স্বামীজী ও নেতাজীর ভারতপ্রেম। স্বামীজী তাই 'দেবভূমি ভারতবর্ষের' 'পরিব্রাজক', নেতাজী ভারতবাণীর উদগাতা 'ভারত পথিক'। বিবেকানন্দ দেশমাতৃকাকে মৃন্ময়ীরূপে নয়, চিন্ময়ীরূপে বন্দনা করেছেন। ভারতের প্রতিটি ধূলিকণাকে তিনি স্বর্গসম জ্ঞান করে অন্তরের শ্রদ্ধার অর্পণ করে বলেছেন, এই সেই ভারতভূমি, যে ভূমির আধ্যাত্মিক প্রবাহ জড়রাজ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে,সমুদ্র প্রবাহমানা এবং 'সমুদ্রায়মানা' বিশাল স্রোতস্বতীসমূহ দ্বারা যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে উত্থিত হইয়া হিমশিখররাজি দ্বারা যেন স্বর্গরাজ্যের রহস্য-নিচয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। এই সেই ভারত, যে দেশের মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ ঋষিমুনিগণের পদধূলিতে পবিত্র হইয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম অন্তরজগতে রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল; এইখানে জীবাত্মার অমরত্ব।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

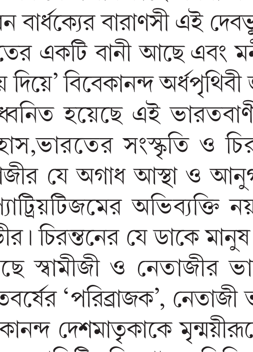

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তিনি জ্ঞানের আলো দিয়ে থাকেন। অন্ধকার দূর করেন।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেন, পুজো করার চেয়ে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করলে কালী মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। তিনি পুজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। দিনের পর দিন কালী নাম মন্ত্র রচনা করে তাঁর নাম কীর্তন শুরু করতে হবে। তারাপীঠে শ্মশানে কালী মায়ের মন্দিরে জবা ফুল দিয়ে পুজো সারতে হবে। সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধনা করতে শুরু করে দিলেন মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য। তারাপীঠ তন্ত্র সাধকদের পীঠস্থানে পরিণত হলো । দুর্গা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিল। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রসে নিয়ে এলেন বামাক্ষ্যাপা। তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তিধারিনী। তিনি ধ্যান। তিনি ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষায় নয়, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে।

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে সফল করতে প্যারিস থেকে বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ নেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো

রবীন্দ্রকুমরা শীল

(বাংলার গুপ্ত সমিতিতে যে সব তরুণরা এসে যোগদান করেছিল তারা প্রত্যেকেই শিক্ষিত। বিপ্লবী অরবিন্দের ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ১৯০২ সালে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন গুপ্ত সমিতি তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়ে। সেই সময় থেকে তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন কী করে গুপ্ত সমিতির প্রসার বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তিনি

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে হুগলি এবং মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের আখড়া প্রথম তৈরি করতে হবে। সেই মতো চন্দননগর এবং মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের আখড়া তৈরি করা হয়েছিল। চন্দননগরে ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষ চারু চন্দ্র রায় এবং মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র কানুনগো অরবিন্দ এবং বারীন্দ্র কুমার ঘোষের সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে কথা বলে উৎসাহিত হন। চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায় সেই সময়ে তরুণদের উৎসাহিত করতেন বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে। আর হেমচন্দ্র কানুনগো সশস্ত্র আন্দোলনকে শক্তিশালী করা জন্য নিজের পৈতৃক সম্পতি বিক্রি করে প্যারিসে গিয়েছিলেন বোমা তৈরি করার পদ্ধতির ব্যাপারে প্রশিক্ষণ নিতে। তবে উল্লাসকর দত্তও ভালো বোমা তৈরি কারিগর ছিলেন। তিনি একটি বোমা তৈরি করেছিলেন সেই বোমা পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য কে শক্তিশালী বোমাটি তৈরি করেছিল তা আজও আজানা।তবে সবাই বলেন যে হেমচন্দ্র কানুনগোর বোমা তৈরি ফর্মুলা দিয়ে সেই বোমাটি তৈরি কর হয়। চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেলকে হত্যা করার জন্য যে বোমা বিপ্লবীরা কোমরের তলায় লুকিয়ে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল সেই বোমা তৈরির রহস্য আজও অজানা হয়ে রয়েছে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে বহু রহস্য আজও অজানা হয়ে রয়েছে। প্রকৃত সত্য এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। ইংরেজ সরকারের বহু তথ্য থাকলে তা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।)

হেমচন্দ্র দাস (কানুগো) ঃ পিতা ক্ষেত্র মোহন দাস। বাসস্থান ঃ রাধানগর, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর। জন্ম ঃ ১৮৮৮ সাল। মেদিনীপুরের টাউন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। যখন তিনি মেদিনীপুর কলেজে এফএ ছাত্র ছিলেন তখন ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু মেডিকেল ভর্তি হয়ে ক্লাস না করে সরকারি আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে গেলেন। সেখান থেকে পাশ করে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে আর্টের শিক্ষক হন। পাশাপাশি কেমিস্ট্রি ডিমন্স ট্রেটরও ছিলেন মেদিনীপুর কলেজের। তারপরে তিনি মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক বোর্ডের গোরুর খামারের ইন্সপেক্টর হয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে সেই চাকরি ত্যাগ করেন। প্রায় ১৯০০ সালে তিনি জ্ঞানেন্দ্রনাথ বোসের পরামর্শে মেদিনীপুর বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান করেন। মেদিনীপুরে অরবিন্দ এবং বারীন ঘোষ উপস্থিত হলে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অরবিন্দ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়ে বিপ্লবী কাজকর্মে উৎসাহবোধ করেন। ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি তিনি শিলং গিয়েছিলেন বার্মফিল্ড ফুলারকে হত্যার জন্য। রংপুরের মহীপুরে এক বিধবা মহিলার বাড়িতে ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ সালে নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে ফরাসি দেশে গিয়েছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রশিক্ষণ নিতে এবং বোমা তৈরির কৌশল রপ্ত করতে। সেখান থেকে বোমা তৈরি নির্মাণ কৌশল রপ্ত করে বারীন ঘোষের নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য পুস্তক বোমা নির্মাণ করেছিলেন।

বারীন ঘোষের পরামর্শে আর একটি বোমা দ্রুত নির্মাণ করেছিলেন চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেলকে মারার জন্য। বোমাটি ফাটেনি। মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য আর একটি বোমা নির্মাণ করেছিলেন। দুর্ভাগ্য সেই বোমাতে মারা গিয়েছিলেন কেনেডি পরিবারের সদস্যরা। ৩৮/৪, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট থেকে পুলিশ হেমচন্দ্রকে গ্রেফতার করে। নরেন গোঁসাইকে হত্যা করারপরিকল্পনা গ্রহণ করেন হেমচন্দ্র জেলখানায় বসেই। তিনি জেলখানায় সলিটারি কনফাইনমেন্টে ছিলেন। ৬ মে, ১৯০৮ সালে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি অভিযুক্ত হন। বিচারপতি বিচক্রফট হেমচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন-"The most sinister figure in this cons piracy"। তাঁর দ্বীপান্তর কারাদণ্ড হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টে সাজার পুনঃ বিচারের আবেদন করলে মামলার শুনানি হয়নি। ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ সালে সেলুলার জেল থেকে তিনি ছাড়া পান। কিন্তু ফৌজদারি আইনের ৪০১ ধারায় তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে রেখে দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। জেল থেকে মুক্তি লাভ করে তিনি শিল্প এবং ফোটোগ্রাফি নিয়ে চর্চা করতে শুরু করেন। 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা" এবং 'অনাগত সুদিনের তরে' দুটি বই লেখেন। ৮ এপ্রিল ১৯৫১ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।অরবিন্দ তাঁর সাজা সম্পর্কে লিখেছেন- "I do not know why the authorities were specially was afraid of or angry with him. Out of so many people he had been singled out for solitary confinement. Hem chandra himself believed that the wrath of the police was explained by the fact that in spite of much effort they had failed to make him admit his guilty. He was confined to a small room in the decree of which even the door would be closed from outside. I have said that this was the extreme form of punishment." গোপন বিপ্লবের আলোকবর্তিকা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে হেমচন্দ্র কানুনগো এক অতুলনীয় ও দুর্দান্ত চরিত্র। একাধারে শিল্পী, শিক্ষক, গুপ্তচর, বোমা-নির্মাতা ও বিপ্লবী সংগঠক; এই বিপ্লবীর জীবন এক আদর্শ বিপ্লবের পথে হাঁটার গল্প। ৪ আগস্ট ১৮৭১ সালে মেদিনীপুর জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি, আর জীবনাবসান ঘটে ৮ এপ্রিল ১৯৫১ সালে। তবে মাঝের সময়টা জুড়ে রয়েছে গোপন সংগ্রাম, বীরত্ব আর আত্মত্যাগের এক অনন্য উপাখ্যান। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ওড়িশার জাজপুর অঞ্চলের বাসিন্দা, পদবি ছিল 'দাস'। পরবর্তীতে জমি জরিপের কাজে বাংলায় চলে আসেন এবং পদবি হয়ে যায় 'কানুনগো'। পিতা ক্ষেত্রমোহন কানুনগোর আদর্শে বেড়ে ওঠা হেমচন্দ্র প্রথাগত শিক্ষার পথে মেদিনীপুর টাউন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে, কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। তবে ছবি আঁকার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ তাঁকে নিয়ে যায় গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন চিত্রকলার শিক্ষক ও রসায়নের ডেমনস্ট্রেটর। পরে জেলা বোর্ডে চাকরি নিয়েও সন্তুষ্ট হতে পারেননি;কারণ তাঁর মন পড়ে ছিল গোপন অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিতে।

বিপ্লবের বীজ বপিত হয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণায়, এবং ১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিচয়ের পর সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। কলকাতা ও মেদিনীপুরের বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন তিনিই। তাঁর বাগানঘেরা মাতুলালয়ের প্রাসাদ চত্বর হয়ে ওঠে তরুণ বিপ্লবীদের অস্ত্রচর্চার আখড়া, যেখানে তিনিই ছিলেন প্রশিক্ষক।

হেমচন্দ্র কানুনগো ছিলেন প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী যিনি বিদেশে গিয়ে সামরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালের ১৩ আগস্ট ইউরোপ যাত্রা করেন তিনি। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিকদের সহায়তায় ফ্রান্সে থেকে বোমা নির্মাণ ও গুপ্তচর সংস্থার কৌশল রপ্ত করেন। শুধু তাই নয়, ১৯০৭ সালে জার্মানির স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সোশালিস্ট কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন এবং মাদাম ভিকাজি কামার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক তেরঙ্গা পতাকা তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কথিত আছে, পতাকার নকশা ও রং বাছাইয়ে চিত্রশিল্পী হেমচন্দ্রই ছিলেন মূল পরামর্শদাতা। দেশে ফিরে এসে তিনি মুরারিপুকুর বাগানে যুগান্তর দলের গোপন বোমা কারখানায় তিনটি বোমা তৈরি করেন। কথিত রয়েছে যে প্রথমটি তার তৈরি প্রথম বোমাটি চন্দননগরের মেয়রের ওপর হামলায় এবং দ্বিতীয়টি ছিল বই আকৃতির বোমা, যা কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। পরে তৃতীয় বোমাটি মজফফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যার করার জন্য।

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ নবদ্বীপের অধিকাংশ বাসিন্দারা প্রাচীনপন্থী

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

বচ্ছরকার শেষ আমিষ চৈত্র বেলায়, আসছে বছর আবার হবে। ভাবছেন গরম তো নেই তাহলে হঠাৎ মাথার ব্যামো হলো। কদিন প্রচণ্ড যমে মানুষ এ টানাটানি শারীরিক মানসিক পারিবারিক সব নিয়ে নাজেহাল অবস্থা খানিকটা কাটিয়ে পুরানো ছন্দে ফেরার চেষ্টা। তবে এগুলো কোনোটাই আমার রান্না নয় বাবাই সেলের বাজারে সময় বের করে তার একমাত্র কন্যার জন্য রেধেছেন পত্তনে পত্তনে কারণটা কাল এর পর পোদ্দার বাড়িতে আমিষ ব্রাত্য। শৈব মতের উপাচার, আমার পকাই ওরফে ছোটকাকু প্রায় ৫০ বছরের ওপর বাবা যোগনাথের সন্ন্যাসী এই সময় বলতে গেলে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত বাবুলাল কাকু আর পকাই এক সময় গুরুদেব এর কাছে শৈব মন্ত্র পান। তাই এসময় বর্ধমান বা নবদ্বীপ কোন জায়গায় আমিষ ঢোকে না, চৈত্রের শেষ সাতদিন সাত কামান। ফলের দিন নবদ্বীপের সাত শিব আসেন আমাদের বাড়িতে ফল সেবা পুজো,আর পকাই জল সন্ন্যাসী, এরপর নীল। সেদিন আমার মূল ভূমিকা কারণ সন্ন্যাসী হওয়ার পর পত্নী কিছু ছুঁতে পারেন না মেয়ে মা করতে পারেন আর মাম পারতো যেহেতু বড় বৌদি মায়ের মতো। নবদ্বীপের আসার পর ঠাম্মা এই দায়িত্ব আমার কাঁধে সঁপে দেয়,পকাই এর ফলের থালা সাজানো মহা দেবের নীলের থালা আমি করতাম। আমার মেজমণী (বড়কাকুর দ্বিতীয় পক্ষ) মজা করে বলতো মনা যখন শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে ছোট তোদের এইসব নিয়মাচার কে করবে,কে চৈত্রের পাঁচন ঘট দেবীর ভাত হাজার নিয়ম মানবে। মনাকে তো হাতে ধরে পকাই সব শিখিয়েছে, আমাদের বাড়িতে পুজোর সব কাজ পকাই আর পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী মায়া পিসি করতো, মাম ঠাম্মা ছোটমা সেভাবে করতে হয়নি।পকাই শৈব শাক্ত বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত। তার কাছে ছোট থেকে আমার নিয়মাচার শেখা, ঠাম্মা মজা করে বলত এদের দৌলতে পুজোয় ফাঁকি বা নিয়মাচার এদিক ওদিক হওয়ার উপায় নেই। আগে একজন এখন দুজন কাকা ভাইজি। ছোটমার অভিমত ছিল মনা আসবে তখন, শ্বশুর বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসবে বড়দা নাহলে পকাই। ঠাম্মা বলত, তাদের বাড়িতে পুজো পাল নাই বচ্ছর কার দিনে তোগো মাইয়াকে তাদের বাড়ির বৌকে তোগো বাড়িতে পাঠাবে। এবছর একজন নতুন সদস্য এসেছে আমাদের বাড়িতে আমার ভাই বৌ মিষ্টি মেয়ে জয়ী, তার পুজোয় খুব আগ্রহ একা হাতে ভোগ রান্না করে। আমি এবার অপারগ তার অশৌচ কাটেনি এখন তাই সেই ভরসা এবছর। তাই বাবাই একটু বেড়াল গত্যের মাছে ভাতে বাঙাল,তাই মুখে কিছু না বললেও বছরের সাত দিন খুব কষ্ট ভাত খেতে। একমাত্র কন্যার জন্য তাই আগে পঞ্চব্যঞ্জন রেঁধে রেখেছেন। আজ বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ আমিষ আমাগো বাড়িতে। এবছরের মতো শেষ বেলায় শেষ আমিষ।

এক বছর পরে বাবা ধর্মরাজ, জামালপুর। বৈশাখ মাসে বাবার গাজন মেলা। এইটি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত হলেও বাড়ির কাছে একদা এই অঞ্চলের লোকজন আমার দাদুদের তথা কথিত নবদ্বীপের সবচেয়ে পুরোনো বস্ত্র প্রতিষ্ঠান বস্ত্র কুটির বর্তমান এ পরিবর্তন হয়েছে চৌধুরী বাড়ির দোকানের নাম। সে সময় থেকেই এই সব গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ পুজো চৈত্র বা বিয়ের অনুষ্ঠান এর জামা কাপড় কিনতে আসতেন বড়দাদু ওরফে মামের বাবা কাকার দোকানে, তাদের সঙ্গে খরিদ্দার এর সম্পর্ক নয় পারিবারিক বাঁধন তৈরি এই চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে,তাই বাজার করতে এসে চৌধুরী বাড়িতে দুটো ডাল ভাত না খাইয়ে ছোড়দাদু ছাড়তেন না বেশীরভাগ সময়।এই পরিবারের ডাক্তার বর্দি থেকে আইন সংক্রান্ত গড ফাদার আমার বড়দাদু পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন চৌধুরী। তাই এই সব অঞ্চলের লোকজন দাদুকে এখনো সেই সম্মান শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন, আমি তখন সবে ধন নীলমণি একমাত্র নাতনী তাদের, তাই পয়লা বৈশাখে সব মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতো ছোটদাদু ক্যাশ বাক্সের পাশে বসিয়ে, তাছাড়া চৌধুরী বাড়ির কালীপুজোর মহাসমাবেশ সেই সময় নিমন্ত্রণ পেতেন, শুধু আসতেন না বস্তা ভরে জমির সবজি আলু আর গোবিন্দ ভোগ চাল এত দিতেন মায়ের জন্য, সঙ্গে দরিদ্র নারায়ণ সেবার ও হয়ে যেত। মাম ছিল তাদের খুব আদরের খুকি আর আমি আবার সাহেবী বড়কর্তার একমাত্র গিন্নী কিনা তাই মামণি বা খুকুমণি। জামালপুরের যে পুরোহিত পরিবার পালা পায় বাবার তাদের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক তাই গেলে না খাইয়ে ছাড়েন না, সঙ্গে বাবার পায়েস ভোগ,বাবার এখানে বলি হয়।বাবা রুদ্র রূপে মহাকাল, আসলে যমরাজের প্রতিভূ, মাটির নিচে থেকে স্বয়ম্ভু ঘোষকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন, তথাকথিত এটা ঘোষেদের গ্রাম। মেলার সময় অস্ত্র প্রদর্শন টাঙ্গি বর্ষা খেলা চলে রাত ভোর সঙ্গে বলি জয়ধ্বনি। বাবা খুব জাগ্রত । মাম খুব ভালবাসতেন জামালপুর যেতে ছোটবেলার থেকে।জয় মা জয় বাবা ধর্মরাজ সবার মঙ্গল করো। যতই সভ্যতা এগিয়ে চলুক নবদ্বীপের বাসিন্দারা কিন্তু প্রাচীন ধর্মীয় রীতিনীতিকে ত্যাগ করতে পারেনি। তারা এখনও পর্যন্ত ভারতের প্রাচীন দেবদেবী চর্চায় ব্যস্ত থাকে। নবদ্বীপ শহরের মানুষেরা কিন্তু আধুনিক হলেও মনে প্রাণ তারা কিন্তু প্রাচীনপন্থী। সেই কারণে তারা এখনও বিশ্বাস করে জাগ্রত দেব দেবীর অস্তিত্ব রয়েছে। সেই সব দেব দেবী বিরাগ হলে দেশটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং অবাধ করতে চাই দক্ষতাপূর্ণ কর্মী

অনিকেত নস্কর

নির্বাচনী দায়িত্বে কর্মী সংকটঙ্ক প্রশাসনিক ব্যর্থতার এক গভীর প্রতিচ্ছবি। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি নির্বাচন। এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপরই নির্ভর করে একটি রাজ্যের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন। কিন্তু সেই নির্বাচনই যখন কর্মী সংকটের মতো একটি মৌলিক সমস্যার মুখে পড়ে, তখন তা শুধু একটি প্রশাসনিক দুর্বলতা নয়; বরং বৃহত্তর ব্যবস্থার এক গভীর অসামঞ্জস্যের ইঙ্গিত বহন করে। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত কর্মী সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিছক একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি এক দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক অব্যবস্থার ফল।

নির্বাচন পরিচালনার জন্য যে বিশাল কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন হয়, তা মূলত সরকারি কর্মচারীদের উপরই নির্ভরশীল। শিক্ষক, সরকারি দপ্তরের কর্মী, এমনকি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও এই কাজে যুক্ত থাকেন। কিন্তু যখন দেখা যায় যে এই কর্মীদের মধ্যে অনীহা বাড়ছে, অথবা প্রশাসন যথাসময়ে পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ করতে পারছে না, তখন প্রশ্ন উঠতেই পারে;কোথায় সমস্যা?

প্রথমত, এই সমস্যার মূল কারণ হিসেবে উঠে আসে কর্মীদের নিরাপত্তা এবং কাজের পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ। গত কয়েক বছরে বিভিন্ন নির্বাচনে হিংসার ঘটনা ঘটেছে, যা অনেক সরকারি কর্মচারীর মনে আতঙ্ক তৈরি করেছে। নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি নিজের জীবন বা সম্মানের ঝুঁকি থাকে, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই অনেকেই এই দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়বেন। সরকার যদি এই মৌলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে শুধুমাত্র নির্দেশ জারি করে কর্মী জোগাড় করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক পরিকল্পনার ঘাটতি এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নির্বাচন একটি পূর্ব পরিকল্পিত প্রক্রিয়া, যার জন্য মাসের পর মাস প্রস্তুতি নেওয়া হয়। সেখানে যদি শেষ মুহূর্তে কর্মী সংকট দেখা দেয়, তবে তা স্পষ্ট ভাবে প্রশাসনিক ব্যর্থতার পরিচায়ক। যথাযথ তথ্য ভান্ডার, কর্মীদের দক্ষতা অনুযায়ী বণ্টন, এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব;সব মিলিয়ে একটি অগোছালো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

তৃতীয়ত, কর্মীদের উপর অতিরিক্ত চাপ এবং পর্যাপ্ত প্রণোদনার অভাবও একটি বড় কারণ। নির্বাচনী দায়িত্ব মানেই দীর্ঘ সময় কাজ, প্রায়শই নিজের স্বাভাবিক কাজের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন, এবং অনেক ক্ষেত্রে দূরবর্তী এলাকায় গিয়ে কাজ করা। এর জন্য যে সম্মানী দেওয়া হয়, তা অনেকের মতে এই পরিশ্রমের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই দায়িত্ব থেকে অনেকেই দূরে থাকতে চান।

এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সরকার কি যথাসময়ে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে পেরেছে? কর্মীদের উদ্বেগ দূর করার জন্য কি যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে? নাকি বিষয়টি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবহেলিত থেকেছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা জরুরি, কারণ নির্বাচন শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক কাজ নয়; এটি গণতন্ত্রের অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজনৈতিক পরিবেশ। যদি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছে যায়, তবে তার প্রভাব সরাসরি পড়ে নির্বাচনী কর্মীদের উপর। তারা হয়ে ওঠেন সেই উত্তেজনার সবচেয়ে সহজ লক্ষ্য। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়, যাতে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু যদি সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা দেখা যায়, তবে কর্মীদের অনীহা বাড়াটা অস্বাভাবিক নয়।

এখানে একটি বৃহত্তর প্রশ্নও উঠে আসে;আমাদের প্রশাসনিক কাঠামো কি এই ধরনের বৃহৎ আয়োজন সামলানোর জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত? আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, ডেটা ম্যানেজমেন্ট, এবং মানব সম্পদ পরিকল্পনা;এই সব ক্ষেত্রেই কি আমরা এখনও পিছিয়ে? যদি তাই হয়, তবে এই সংকট আমাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা।

সমাধানের পথ খুঁজতে গেলে প্রথমেই গুরুত্ব দিতে হবে কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপর। নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য প্রশাসনকে যৌথভাবে একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে কর্মীরা নিশ্চিন্তে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, কর্মীদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের কাজের মূল্যায়ন এবং সম্মান নিশ্চিত করা গেলে অনীহা অনেকটাই কমবে।

তৃতীয়ত, প্রশাসনিক পরিকল্পনাকে আরও সুসংগঠিত করতে হবে। একটি স্বচ্ছ এবং কার্যকর তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা, যেখানে কর্মীদের সংখ্যা, দক্ষতা এবং উপলব্ধতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকবে, তা অত্যন্ত জরুরি। এর পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে, যাতে কাজের গতি এবং নির্ভুলতা বাড়ে।

সবশেষে, রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। নির্বাচনকে যদি সত্যিই একটি গণতান্ত্রিক উৎসব হিসেবে দেখতে হয়, তবে সকল পক্ষকে সংযম এবং দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। শুধুমাত্র প্রশাসনের উপর দোষ চাপিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না;বরং একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টাই এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি রাজনৈতিকভাবে সচেতন রাজ্যে এই ধরনের সমস্যা উদ্বেগজনক। এটি শুধু একটি নির্বাচনের প্রশ্ন নয়, বরং আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোর শক্তি এবং স্থায়িত্বের প্রশ্ন। তাই এই সংকটকে হালকাভাবে না নিয়ে, একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়াই এখন সময়ের দাবি। নির্বাচনকে অবাধ এবং সুষ্ঠু করে করে গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তার জন্য চাই দক্ষ কর্মী যারা নির্বাচনের সময়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঠিকভাবে যাতে পালন করা তার দিকে তীক্ষ্ন এবং সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

ম্যাক্রো অর্থনীতি ঃ চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও বিকশিত ভারত

বুদ্ধদেব মিশ্র

ভারতের ম্যাক্রো অর্থনীতিজ্ঞ চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও 'বিকশিত ভারত'-এর রূপরেখা'। ভারতের বর্তমান ম্যাক্রো অর্থনীতির শক্ত ভিত, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও দেশের স্থিতিস্থাপকতা এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্য - এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল। ১২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে Bharat Chamber of Commerce আয়োজিত এই বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান Pro S. Mahendra Dev.তার বক্তব্যে অধ্যাপক দেব স্পষ্ট করে বলেন, একাধিক বৈশ্বিক ও দেশীয় ধাক্কার মধ্যেও ভারতের অর্থনীতি এখনও বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলির অন্যতম। স্থিতিশীল বৃদ্ধির হার, সুবিবেচিত আর্থিক নীতি, শক্তিশালী ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এবং সরকারের ধারাবাহিক মূলধনী ব্যয়-এই চারটি স্তম্ভ দেশের অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন বা অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও ভারত নিজের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে উচ্চ হারে

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা জরুরি বলে মত দেন তিনি। এর জন্য বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্ব বাড়াতে হবে। বিশেষ করে মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ বাড়ানো ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি বলে তিনি উল্লেখ করেন। ডিজিটাল পরিকাঠামোর ভূমিকাও তুলে ধরেন অধ্যাপক দেব। তিনি বলেন, ইউপিআই-এর মতো প্ল্যাটফর্ম আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে নতুন উচ্চতায় এসেছে। এআই প্রযুক্তির দরকার। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

বিশেষ ট্রেন পরিষেবার সম্প্রসারণ ও পরিচালনার মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সংযোগ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করা হচ্ছে

মালিগাঁও, ৯ এপ্রিল ঃ যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি এবং একটি সুগম ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বর্তমান ভ্রমণ

মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রুটে অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেন চালু করেছে এবং বিদ্যমান পরিষেবাগুলোর মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, যাত্রীদের সুবিধার্থে ট্রেন নং ০৫৭৫৪ / ০৫৭৫৩ (নিউ জলপাইগুড়ি- মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি) বিশেষ ট্রেনটি চালু করা হয়েছে। ট্রেন নং ০৫৭৫৪ (নিউ জলপাইগুড়ি- মালদা টাউন) এবং ট্রেন নং ০৫৭৫৩ (মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি) এই পরিষেবাগুলি চলতি বছরের ১০ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রতিটি মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, রবি ও সোমবার এই দিনগুলোতে পরিচালিত হবে এবং উভয় দিক থেকে ১৫ টি করে ট্রিপ সম্পন্ন করবে। ট্রেনটি আলুয়াবাড়ি রোড, কিষাণগঞ্জ, ডালখোলা, বারসই, কুমেদপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর, সামসি, একলাখি এবং ওল্ড মালদাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোতে চলাচল করবে। ২২টি কোচবিশিষ্ট এই বিশেষ ট্রেনটি যাত্রীদের জন্য আরও আরামদায়ক ও সুগম ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে। দীর্ঘ দূরত্বের সংযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে স্পেশাল ট্রেন নং ০৪১২৭ (কানপুর সেন্ট্রাল- গুয়াহাটি) ২০২৬-এর ৯ এপ্রিল থেকে ১৪ মে পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার চলবে এবং মোট ছয়টি ট্রিপ সম্পন্ন করবে। ফেরত যাত্রায়, ট্রেন নং ০৪১২৮ (গুয়াহাটি-কানপুর) স্পেশালটি ১০ এপ্রিল থেকে ১৫ মে ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার চলবে এবং মোট ছয়টি ট্রিপ সম্পন্ন করবে। ট্রেনটি প্রয়াগরাজ, বারাণসী, বারাউনি, কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ আলিপুরদুয়ার, রঙিয়া এবং কামাখ্যা সহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলির মধ্যে চলবে। এই পরিষেবাটি ১৬টি কোচ দিয়ে পরিচালিত হবে। অতিরিক্তভাবে, বিশেষ ট্রেন নং ০৭০৪৬ (সিকন্দরাবাদ- নাহারলাগুন) ১০ এপ্রিল থেকে ২২ মে ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার সিকন্দরাবাদ থেকে সাপ্তাহিকভাবে চলবে। ফেরত যাত্রায়, বিশেষ ট্রেন নং ০৭০৪৭ (নাহারলাগুন- সিকন্দরাবাদ) ১৩ এপ্রিল থেকে ২৫ মে ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি সোমবার নাহারলাগুন থেকে সাপ্তাহিকভাবে চলবে। এই ট্রেন পরিষেবাগুলি উভয় দিকেই ৭টি করে ট্রিপ সম্পন্ন করবে এবং ২২টি কোচ নিয়ে চলবে। এছাড়াও, এই অঞ্চলের যাত্রীদের যাতায়াত ব্যবস্থা আরও সুগম করার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্পেশাল ট্রেন পরিষেবা চালু করেছে। ট্রেন নং ০৫৬৯৮ / ০৫৬৯৭ (গুয়াহাটি- জলপাইগুড়ি রোড- গুয়াহাটি) স্পেশাল ট্রেনটি সপ্তাহে দুদিন চলবে এবং উভয় দিকে সাতটি করে ট্রিপের জন্য চলবে। ট্রেন নং ০৫৬৯৮ (গুয়াহাটি- জলপাইগুড়ি রোড) ০৯ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার ও রবিবার চলবে। ফেরত যাত্রায়, ট্রেন নং ০৫৬৯৭ (জলপাইগুড়ি রোড- গুয়াহাটি) ১০ এপ্রিল থেকে ১ মে ২০২৬ পর্যন্ত শুক্র ও সোমবার চলবে। আরও একটি বিশেষ পরিষেবা- ট্রেন নং ০৫৭৫৬- ০৫৭৫৫ (নিউ জলপাইগুড়ি- বালুরঘাট - নিউ জলপাইগুড়ি)- সাপ্তাহিকভাবে চলবে এবং উভয় দিকে তিনটি করে ট্রিপের জন্য চলবে। ট্রেন নং ০৫৭৫৬ (নিউ জলপাইগুড়ি - বালুরঘাট) শনিবার, অর্থাৎ ২০২৬-এর ১১, ১৮ এবং ২৫ এপ্রিলে চলবে। ফেরত যাত্রায়, ট্রেন নং ০৫৭৫৫ (বালুরঘাট - নিউ জলপাইগুড়ি) রবিবার-অর্থাৎ ১২, ১৯ এবং ২৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে চলবে। এই ট্রেনটি ২২টি কোচ দ্বারা পরিচালিত হবে, যা যাত্রীদের উন্নততর আরাম ও সুরক্ষা প্রদান করবে। যাত্রীসেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে, ট্রেন নং ০৪৬৫৪ / ০৪৬৫৩ (অমৃতসর-নিউ জলপাইগুড়ি- অমৃতসর) পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেন নং ০৪৬৫৪ (অমৃতসর-নিউ জলপাইগুড়ি) ০৮ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত চারটি অতিরিক্ত ট্রিপের জন্য চলবে। একইভাবে, ট্রেন নং ০৪৬৫৩ (নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর) ১০ এপ্রিল থেকে ১ মে ২০২৬ পর্যন্ত চারটি অতিরিক্ত ট্রিপের জন্য চলবে। ট্রেনগুলোর গঠন, সময়সূচি এবং স্টপেজ অপরিবর্তিত থাকবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার পরিষেবা ও সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে চলেছে। এই ট্রেনগুলোর স্টপেজ ও সময়সূচির বিস্তারিত বিবরণ আইআরসিটিসির ওয়েবসাইট এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও পাওয়া যাবে। যাত্রা শুরু করার পূর্বে বিস্তারিত তথ্য দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য, স্বামী আটক

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৯ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত ভাতশালা এলাকায় এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম সোমা বাগ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়ার পরই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। পরিবারের দাবি, এটি কোনোভাবেই স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে গভীর রহস্য। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় দশ বছর আগে নাদনঘাট থানার বিদ্যানগর এলাকার বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ বাগের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন সোমা। বিয়ের পর প্রথমদিকে সংসার মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি বাড়তে থাকে। নানান ছোটখাটো বিষয় নিয়ে প্রায়ই বিবাদ লেগে থাকত বলে অভিযোগ পরিবারের। মৃতার দেহ উদ্ধার হওয়ার পর তাঁর ভাই সুব্রত দাস কালনা মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ নিয়ে যান। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে জানান, আমার দিদির মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। আমাদের সন্দেহ, ওকে খুন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই প্রকৃত সত্য সামনে আসবে বলে তাঁদের আশা। ঘটনার পর থেকেই তদন্তে নেমেছে নাদনঘাট থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে মৃতার স্বামী রবীন্দ্রনাথ বাগকে আটক করা হয়েছে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে- আত্মহত্যা নাকি খুন, তা নির্ধারণে তদন্ত চলছে জোরকদমে। এদিকে এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

২ শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৯ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম এলাকায় ভাগীরথী নদীতে বালি বোঝাই নৌকা ডুবে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জন শ্রমিকের। বৃহস্পতিবার ভোরে অবৈধভাবে বালি তুলে ফেরার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে, যা ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নৌকায় মাঝি-সহ মোট ১১ জন বালি শ্রমিক ছিলেন। তাদের মধ্যে ৯ জন কোনওক্রমে সাঁতরে বা স্থানীয়দের সহায়তায় প্রাণে বাঁচেন। ঘাটের মাঝি ও টোটো চালকেরা দ্রুত উদ্ধারকাজে নামলেও, শেষরক্ষা হয়নি দুই শ্রমিকের। মৃতদের মধ্যে একজনের নাম রতন মণ্ডল (৫২)। অপর মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ভোরের অন্ধকারে অতিরিক্ত বালি বোঝাই থাকায় নৌকাটি হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর শ্রমিকরা নদীতে পড়ে যান। উদ্ধারকার্য চলাকালীন এক ব্যক্তিকে নৌকার ভেতর থেকে বের করতে নৌকা কেটে উদ্ধার করতে হয়, যা ঘটনার ভয়াবহতা স্পষ্ট করে। এই ঘটনার পর ফের প্রশ্ন উঠছে ভাগীরথী নদীতে অবৈধ বালি তোলার বিরুদ্ধে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে।

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Chhapna High Madrasha Ladies Hostel, PS-Technocity, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 10.04.2026) (Ref. Id - 20010860)" **Tender No: NIQ No-19/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **10.04.2026 up to 10:30 A.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e MAHAMMADPUR MADHYAMIK SHIKSHA KENDRA, PS-Rajarhat, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 10.04.2026) (Ref. Id - 20010967)" **Tender No: NIQ No-18/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **10.04.2026 up to 10:30 A.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-বিএলসিকে-প্যানেল-ইউএফএসবিআই-২৬, তারিখ ০৮.০৪.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-বিএলসিকে-প্যানেল-ইউএফএসবিআই-২৬-এর প্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** বিএলসিকে প্যানেল ও ইউএফএসবিআই-এর মধ্যে সরাসরি কেবেল-এর ব্যবস্থা এবং বিএলসিকে ইএক্সটি কিউডি টার্মিনেশন বক্সের থেকে ওএফসি রুম পর্যন্ত ব্যবস্থার কাজ। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৫,১৯,০৪,৩০৬.৭৯ টাকা। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১০,৩৮,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু ঃ** ১৬.০৪.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

HWH-17/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কেতুগ্রামে তৃণমূল অফিসে ঢুকে বিজেপি প্রার্থীর প্রচার ঃ চাঞ্চল্য

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ এপ্রিল ঃ , ৯ এপ্রিলঃ বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের জামাড় গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে বিজেপি প্রার্থীর প্রচার ঘিরে বৃহস্পতিবার ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, ওইদিন দুপুরে দলবল নিয়ে আচমকাই তৃণমূলের পার্টি অফিসে প্রবেশ করেন বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় দাস এবং সেখানে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের সামনে নিজের পক্ষে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই সময় পার্টি অফিসে তৃণমূলের একাধিক কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মহিলা কর্মীরাও ছিলেন। হঠাৎ বিজেপি প্রার্থীর প্রবেশে সকলে কিছুটা হতবাক হয়ে পড়লেও, তার সঙ্গে কোনওরকম খারাপ ব্যবহার করা হয়নি। অফিসের ভেতরেই দাঁড়িয়ে সঞ্জয় দাস নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান, ক্ষমতায় এলে ১০০ দিনের কাজ পুনরায় চালু করা হবে। পাশাপাশি লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প চালু রাখার পাশাপাশি তার আর্থিক সহায়তা বাড়িয়ে ৩০০০ টাকা করা হবে বলেও আশ্বাস দেন। এদিন তাকে লিফলেট বিলি করতেও দেখা যায়। তৃণমূলের কর্মীদের সামনে হাত জোড় করে ভোটের আবেদন জানান বিজেপি প্রার্থী। যদিও তার বক্তব্যের কোনও প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি উপস্থিত তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণ পর বিজেপি প্রার্থী সেখান থেকে প্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। এ বিষয়ে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম জানান, তৃণমূল সৌজন্যের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তাই প্রার্থীর সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করা হয়নি। এতদিন বিজেপির তরফে প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করা হচ্ছিল, এই ঘটনা প্রমাণ করে সেই অভিযোগ ভিত্তিহীন।

মিঠুনকে দেখে উচ্ছ্বসিত ৮ থেকে ৮০ সকলেই ... উপচে পরা ভিড় রাস্তাজুড়ে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৯ এপ্রিল ঃ নির্বাচনে এগিয়ে আসতেই স্টার ক্যাম্পেনারদের দেখা মিলছে কোচবিহারে। বৃহস্পতিবার কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুকুমার রায়ের সমর্থনে রোড শো করলেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। মিঠুন চক্রবর্তীর এই রোড শোকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই কোচবিহারের উত্তর বিধানসভার খাগড়াবাড়ি মোড়ে জমায়েত হতে শুরু করেন কর্মী সমর্থকরা। পাশাপাশি রাস্তার দু'ধারে মিঠুন চক্রবর্তীকে একবার দেখার জন্য উপস্থিত ছিলেন ৮ থেকে ৮০ সকলেই। একদিকে যখন কর্মী সমর্থকরা জমাতে শুরু করেন মহাগুরু রোডশোকে কেন্দ্র করে তখনই বাড়ির মা- বোনেরা বাড়ির সাদ বাদ দিয়ে ফুটপাতের ধারে অপেক্ষা করতে থাকেন কখন আসবেন চক্রবর্তী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ৭০ উদ্ধ এক মহিলা বলেন - বাড়ির কাজ তো প্রতিদিনই হবে আজ মিঠুন চক্রবর্তী আসছে তাকে তো আমরা দেখতে পাবো না বয়স হয়েছে তাই তিন ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি তাকে দেখার জন্য। তাকে দেখার পর তিনি বলেন আজ যেন মন খুব শান্তি পেল কারণ আমাদের দেখে নমস্কার করলেন হাত নারালেন। এটাই পাওনা। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ্তা সাহা বলেন - মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখে আমরা আপ্লুত সব সময় টিভিতে দেখি আজ নিজের চোখে কাছ থেকে দেখলাম হাত নাড়ালাম এটাই পাওনা। দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করেন মহাগুরুর জন্য। এই রোড শোকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই কার্যত নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল সমগ্র এলাকা। পুলিশের পাশাপাশি উপস্থিত ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। উপস্থিত ছিলেন উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুকুমার রায় এবং গ্রেটার নেতা বংশী বদন বর্মন। এই প্রসঙ্গে সুকুমার রায় বলেন - বিজেপির শক্ত ঘাঁটি উত্তর আপনারা নিজেরাই দেখছেন কত মানুষের ভিড়। কাউকেই ডেকে আনতে হয়নি। জেতা শুধু সময়ের অপেক্ষা। গ্রেটার নেতা বংশীবাদন বর্মন বলেন - ভালো ছাত্ররা পরীক্ষার আগের দিন পরে কারণ তারা সারা বছর পড়াশোনা করে। তেমনই বিজেপি এটা তার সাথে রাজবংশী ভোট যুক্ত হয়েছে ফলে দুই শক্তি মিলে

তৈরি হয়েছে মহাশক্তি যার সামনে সব খড় কুটোর মতো উড়ে যাবে। উল্লেখ্য, কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি মোড় থেকে রাজারহাট চৌপথি পর্যন্ত রোড শো করেন মহাগুরু। মিঠুন চক্রবর্তী রোড শো শেষ হতেই তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খাগড়াবাড়ি মোড়ে ফিনাইল ছিটিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্লক কনভেনার মোঃ হাবিব বলেন - অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী সব সময় নিজেকে সাপ বলেন আর বলেন এক ছোবলেই ছবি আমরা চাই না এই ছোবলে কারোর কোন ক্ষতি হোক সে কারণেই ফিনাইল জল দিয়ে এই জায়গা পরিষ্কার করলাম। আসলে সুকুমার রায় ডাকে কেউ আসবে না তাই সিনেমার অভিনেতা এনে ভিড় জমাচ্ছেন। উল্লেখ্য বিজেপি শক্ত ঘাটি উত্তর বিধানসভা গত নির্বাচনে এই বিধানসভার থেকে জয়লাভ করে সুকুমার রায় পাশাপাশি গত লোকসভা নির্বাচনে সবথেকে বেশি ভোটে এগিয়েছিল এই বিধানসভা থেকেই বিজেপি। এবার কি তাহলে জোড়া ফুল ফুটবে, উত্তর বিধানসভায় নাকি পদ্মফুলে আস্থা রাখবেন সাধারণ মানুষ এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ৪ মে পর্যন্ত।

তাড়াহুড়োর শর্টকাট, যমলোকে কনফার্মড বার্থ!

কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ স্বর্গের কন্ট্রোল রুমে যমরাজ আর চিত্রগুপ্ত তখন বৈঠকি আড্ডায় মশগুল। সামনে রাখা বড় স্ক্রিনে মর্ত্যের

'লাইভ টেলিকাস্ট' চলছে। হঠাৎ চিত্রগুপ্তের চোখ আটকে গেল একটা দৃশ্যে- পটলবাবু নামের এক মহোদয় স্টেশনে উসাইন বোল্টের স্টাইলে দৌড়াচ্ছেন। সকাল থেকে আয়েশ করে ল্যাদ খেয়ে, তিনবার চা খেয়ে আর চারবার খবরের কাগজ উল্টে পটলবাবুর যখন হুঁশ ফিরল, তখন ঘড়ির কাঁটা আর ট্রেনের চাকা- দুই-ই তাঁর নাগালের বাইরে। স্টেশনে ঢুকেই কানে এল সেই অশুভ ঘোষণা। সামনে যমদূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে খাড়াই ওভারব্রিজ। পটলবাবুর মনে হলো, এতগুলো সিঁড়ি ভাঙা আর এভারেস্ট জয় করা একই ব্যাপার। তার চেয়ে রেললাইন দিয়ে একটা 'শর্টকাট' মারলে মন্দ হয় না। ব্যস! যেই ভাবা সেই কাজ। পটলবাবু লাইন টপকাতে গিয়ে দেখলেন তাঁর দামী জুতোর হিলটা লাইনের ফাঁকে এমনভাবে সেঁটে গেছে, যেন কয়েক জনমের পুরনো প্রেম! ওদিকে ট্রেনের হেডলাইট দেখা যাচ্ছে আর হর্নের শব্দে কান ঝালাপালা। পটলবাবু এখন লাইনে বসে জুতোর সাথে কুস্তি লড়ছেন। স্বর্গে যমরাজ তখন হো হো করে হেসে উঠলেন। চিত্রগুপ্ত খাতা খুলে পটলবাবুর হুকুমনামা মেলাতে ব্যস্ত। পটলবাবুর চিৎকারে আর ট্রেনের গর্জনে যখন স্টেশনের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই যমরাজের মনে হলো- লোকটার আয়ু তো এখনো ঢের বাকি! মাঝখান থেকে বিনা নোটিশে আমাদের দপ্তরে এসে হাজির হলে তো মুশকিল। চিত্রগুপ্তকে একটা ইশারা করতেই একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটল। ট্রেনের চাকা যখন পটলবাবুর নাকের ডগা ছুঁই-ছুঁই, ঠিক তখনই জুতোর মায়া ছেড়ে পটলবাবুর পা-টা সড়াৎ করে বেরিয়ে এল। তিনি এক ঝটকায় প্ল্যাটফর্মে আছাড় খেলেন আর ট্রেনটা তাঁর পিঠের ওপর দিয়ে একটা গরম বাতাস ঝাপটিয়ে বেরিয়ে গেল। পটলবাবু বুঝলেন, যমরাজ আজ লিভ-এ ছিলেন বলেই তিনি বেঁচে গেলেন। সেদিন অফিস যাওয়া হলো না ঠিকই, কিন্তু ওভারব্রিজের সিঁড়িগুলো যে আসলে 'স্বর্গের সিঁড়ি' নয়, বরং 'প্রাণ বাঁচানোর সিঁড়ি'- সেটা তিনি হাড়হাড়ে টের পেলেন। ৫ মিনিট আগে বাড়ি থেকে বেরোতে অলসতা করবেন না। মনে রাখবেন, রেললাইন কোনো শর্টকাট নয়, ওটা শ্মশানের ডাইরেক্ট করিডোর! যমরাজ আজ দয়া করেছেন বলে বেঁচে গেলেন, রোজ রোজ কিন্তু তিনি আপনার জুতোর হিল ছাড়াতে আসবেন না। **সব সময় ওভারব্রিজ ব্যবহার করুন। তাড়াহুড়ো করলে সোজা শ্মশান, নিয়ম মানলে অফিসপরিজনের মুখদর্শন - পছন্দ আপনার!**

কলকাতার অন্যতম বিশিষ্ট সমাজ-সাংস্কৃতিক সংগঠন 'দ্য বেঙ্গল'-এর কার্যনির্বাহী সভাপতি ও কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা গৌতম ঘোষ কলকাতার 'শেরিফ' পদে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর সম্মানে একটি বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আর এই উপলক্ষ্যকেই কাজে লাগিয়ে নবনিযুক্ত শেরিফ শহরের বিস্মৃত ঔপনিবেশিক ইতিহাস পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের এক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1.Name of Work: Logistics and Manpower Arrangements of Appellate Tribunal Kolkata : video conferencing setup **[Job no : KIT/RW/006 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-001/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing : **11.04.2026 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e APEEJAY School, BG Block, Sec-II, Salt Lake, PS- Bidhannagar (E), BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 10.04.2026) (Ref. Id - 20011847)" **Tender No: NIQ No-20/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **11.04.2026 up to 10:30 A.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের আভাস এবং পাবলিক নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক-এর ('ব্যাংক') নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ঋণ / সিকিউরিটিজের বিপরীতে ওভারড্রাফট প্রকৃতির ঋণ সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে ব্যাংকের নিকট বন্ধককৃত সিকিউরিটিসমূহ বিক্রয় করা হচ্ছে।
ঋণচুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাদের ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে, নিম্নোক্ত ঋণ হিসাবগুলো বর্তমানে খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ প্রদান করেছে-যার মধ্যে নিম্নোক্ত তারিখে জারিকৃত চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশটিও অন্তর্ভুক্ত উক্ত নোটিশের মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধককৃত সম্পদের ওপর তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্ত হিসাবগুলোর সমুদয় বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। এতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ প্রদান ছাড়াই বন্ধককৃত জামানতসমূহ বিক্রয় করার পূর্ণ স্বাধীনতা রাখবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতারা যথাসময়ে পাওনা পরিশোধের বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন এবং এতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু ঋণচুক্তির আওতায় বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে প্রাপ্ত অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ঋণগ্রহীতাদের নিকট ব্যাংকের যে পাওনা বকেয়া রয়েছে তা আদায়ের লক্ষ্যে ১৭ই এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বা তার পরবর্তী সময়ে বন্ধককৃত জামানতসমূহ বিক্রয় / নিষ্পত্তি করা হবে। ঋণগ্রহীতাদের আরও অবহিত করা হচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধককৃত জামানতের মূল্য আরও হ্রাস পায় এবং এর ফলে মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট বা প্রয়োজনীয় জামানত-অনুপাতে নতুন করে কোনো ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তবে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনামতো এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ প্রদান ছাড়াই এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে উক্ত বন্ধককৃত জামানত বিক্রয় করে ফেলবে। বন্ধককৃত জামানত বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমন্বয় করার পরেও যদি কোনো বকেয়া পাওনা অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধের দায়ভার ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর ওপরই বর্তাবে এবং তারা ব্যাংকের নিকট এর জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৬ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX০২৮১	রিতু মেহতা	২০,১৬,৫৭৩.৬৫	০৭-০৪-২০২৬
২	XXXXXXXXXX৭৬৭৫	উষা মোরে	৪,৪৭৯.৯২	০৭-০৪-২০২৬
৩	XXXXXXXXXX২০২৩	বিপিন কুমার রুস্তগী	৪,৮৪,৪২৬.৯৮	০৭-০৪-২০২৬
৪	XXXXXXXXXX০৬৫৭	মনিময় ঘোষ	৭,৮৫,৩৬৭.৯৫	০৭-০৪-২০২৬
৫	XXXXXXXXXX১২০৭	চন্দ্র প্রকাশ খৈতান	৪,৯৭৯.২৭	০৭-০৪-২০২৬
৬	XXXXXXXXXX৭৮৪৭	অমিতাভ দত্ত	৫,০২২.০০	০৬-০৪-২০২৬
৭	XXXXXXXXXX৮৬৩২	সার্বজিত বারিক	১৮,৭২,২৫১.১০	০৭-০৪-২০২৬
৮	XXXXXXXXXX০২৬২	স্বপন চক্রবর্তী	৪,২৯৪.৭৫	০৭-০৪-২০২৬
৯	XXXXXXXXXX০০১৯	দীপক বিশ্বাস	২,০৯,৪৬৯.৫৬	০৭-০৪-২০২৬
১০	XXXXXXXXXX১৪১৭	সমরেশ দাস	২,৪২,৭৩১.০৬	০৭-০৪-২০২৬
১১	XXXXXXXXXX৫০৩৮	মহেন্দ্র দুবে	৬৪,০২৪.১৯	০৬-০৪-২০২৬
১২	XXXXXXXXXX৯৯৯২	সবিতা দেবী শ্রফ	১০,০৫,২৪৩.০২	০৭-০৪-২০২৬
১৩	XXXXXXXXXX৯২২১	যোগীন্দ্র ঠাকুর	১৪,০৩৩.৯৫	০৬-০৪-২০২৬
১৪	XXXXXXXXXX১১৬০	অনিল কাউরা	৫,৩৩১.১৪	০৬-০৪-২০২৬
১৫	XXXXXXXXXX৭০৯৬	বিশ্বনাথ তুলসিয়ান	৬,৩৪,২৫৯.৮১	২০-০৩-২০২৬
১৬	XXXXXXXXXX৫৭৬০	মৈত্রেয়ী দত্ত	৮,৯৮১.৮৬	০৭-০৪-২০২৬
১৭	XXXXXXXXXX৯০৪৫	উস্মিতা পাত্র	২,১৪৫.০০	০৬-০৪-২০২৬
১৮	XXXXXXXXXX০৮৮৭	মধুমিতা সাহু	৭০,৭৭৮.৭৭	০৭-০৪-২০২৬
১৯	XXXXXXXXXX১১৯৯	চিত্র চক্রবর্তী	৮৬,২০৩.৪৮	০৭-০৪-২০২৬
২০	XXXXXXXXXX৫০৫৫	গণেশ চৌধুরী	২,৩৮,০৪৫.৮০	০৭-০৪-২০২৬
২১	XXXXXXXXXX৯৭৮৮	জয় প্রকাশ পেরিওয়াল	৮,১০,৮৯০.৮৩	০৭-০৪-২০২৬
২২	XXXXXXXXXX৪৬৯২	অশোক কুমার আগরওয়াল	১,১৫৮.৪২	০৭-০৪-২০২৬
২৩	XXXXXXXXXX৮২৩৭	শোভা সিং	২,০৬,১৮৯.২৮	০১-০৪-২০২৬
২৪	XXXXXXXXXX১৪২০	শ্যামানন্দ পারুই	২,৫০,১০৭.৪৮	০৭-০৪-২০২৬
২৫	XXXXXXXXXX৫৩০১	স্নিগ্ধা বসু	৩,৪২,৬৩৬.৭৬	০৭-০৪-২০২৬
২৬	XXXXXXXXXX৯৩৯৯	অমিত কুমার ঝা	১,৫২,৮১২.৪৬	০৭-০৪-২০২৬
২৭	XXXXXXXXXX৭৫৩৭	সুনীল কুমার ঝা	৬,৯৬,০৩১.৪৫	০৭-০৪-২০২৬
২৮	XXXXXXXXXX৭৯৩২	অদিতি রায়	১,৩১,২২৮.২০	০৬-০৪-২০২৬
২৯	XXXXXXXXXX৫৪৫২	অমিত কুমার গাঙ্গুলি	৬,৭৩,১৫০.৯২	০৬-০৪-২০২৬
৩০	XXXXXXXXXX১২৭৩	পি জি প্রভু	৮,৭৮০.৬৫	০৭-০৪-২০২৬
৩১	XXXXXXXXXX৮৭১০	তাপসী দাস	৪,৬০,৭০৫.৪৪	০৬-০৪-২০২৬
৩২	XXXXXXXXXX৩৯০১	বর্নালী লাহিড়ী	২,১৩,৮৯৭.০৮	০৭-০৪-২০২৬
৩৩	XXXXXXXXXX২৯৬২	অশোক কুমার ব্যানার্জী	৪,৫৪,৪২৬.৯৬	০৭-০৪-২০২৬
৩৪	XXXXXXXXXX৩৬৭১	রুচিকা কেজরিওয়াল	৩,৯২,৫৪৫.৬১	০৬-০৪-২০২৬
৩৫	XXXXXXXXXX৮৬৯৬	সুরত ঘোষ মজুমদার	৯,৭৩,৮৬৩.৪৭	০৬-০৪-২০২৬
৩৬	XXXXXXXXXX০৪৬৯	পল্লব ঘোষ	১৪,৪২,৭৪৮.৯৮	০৭-০৪-২০২৬
৩৭	XXXXXXXXXX০৬০৯	মীনাক্ষী শ্রফ	২,১৪০.৯৫	০৭-০৪-২০২৬
৩৮	XXXXXXXXXX২২৬৯	দিলীপ কুমার দাস	৩,৩০,০০৭.৭২	০৭-০৪-২০২৬
৩৯	XXXXXXXXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫৪,৭৯১.১২	০৭-০৪-২০২৬
৪০	XXXXXXXXXX০১৪৮	সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়	৮,৮৮০.৩৬	০৭-০৪-২০২৬
৪১	XXXXXXXXXX৪৩৬০	রঞ্জিত কুমার সরকার	৮,৫৯,১৪৩.৬৭	০৭-০৪-২০২৬
৪২	XXXXXXXXXX৩১৭৬	পামেলী চৌধুরী	২,৭২,৯২২.০০	০৬-০৪-২০২৬
৪৩	XXXXXXXXXX৬৮০৮	সঞ্জয় কুমার রায়	২,০৬,৬৯৭.৬৪	০৭-০৪-২০২৬
৪৪	XXXXXXXXXX৭২৭৯	পুনম কুমারী জয়সওয়াল	৩,২৫,৬৫৩.০০	০৭-০৪-২০২৬
৪৫	XXXXXXXXXX১৮১০	ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য	৬,৭০,৬৪১.২৯	০৭-০৪-২০২৬
৪৬	XXXXXXXXXX৮৫৫৩	হরিশ কুমার সিং	৭,১৭,৬৪৩.১৮	০৭-০৪-২০২৬
৪৭	XXXXXXXXXX৬৭০১	ইসলাম আনসারী	৭,৮৮৫.৫৬	০৭-০৪-২০২৬
৪৮	XXXXXXXXXX৬২৮১	ভাস্কর মুখোপাধ্যায়	১০,৩৩,৮৬৬.৫৫	০৭-০৪-২০২৬
৪৯	XXXXXXXXXX৫৬২৭	সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪,৯৮৪.৫০	০৭-০৪-২০২৬
৫০	XXXXXXXXXX২৭৮০	প্রসন্ত মজুমদার	১,৯৩,৩৩১.৩৯	০৭-০৪-২০২৬
৫১	XXXXXXXXXX৯৬২২	গৌতম কর	৩,২৬৪.৯৮	০৭-০৪-২০২৬
৫২	XXXXXXXXXX৫১৩২	সুরজাকান্ত দলপতি	৫৭,৬২৮.৯৯	০৭-০৪-২০২৬
৫৩	XXXXXXXXXX৮৯২০	তুষার কান্তি রে	৭,৮৭৭.১১	০৭-০৪-২০২৬
৫৪	XXXXXXXXXX০৪৩৯	সন্দীপ পল	১,৩৯,৩৫৭.৪৬	০৭-০৪-২০২৬
৫৫	XXXXXXXXXX২১৯৮	শমীক রায়	৭,৭২,৭৬৭.০২	০৬-০৪-২০২৬
৫৬	XXXXXXXXXX৩৫৫৭	তারেক মোহাম্মদ	৪৯,২৬০.৭৯	০৭-০৪-২০২৬
৫৭	XXXXXXXXXX৬৯৮০	ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী	৪২,৩০৮.০০	০৭-০৪-২০২৬
৫৮	XXXXXXXXXX২৭৩৮	শিখা গাঙ্গুলি	৮,১৬,১৬৭.৮০	০১-০৪-২০২৬
৫৯	XXXXXXXXXX৫৯৫৫	রাজেন্দ্র কুমার গুপ্তা	৫০,৩০৭.৭৭	০৭-০৪-২০২৬
৬০	XXXXXXXXXX৪৬৪৭	কল্লোল নস্কর	৪০,২৪৪.০০	০৬-০৪-২০২৬
৬১	XXXXXXXXXX৭৫৮১	ভারতী সরকার	৩৯,০৭০.৯৬	০৭-০৪-২০২৬
৬২	XXXXXXXXXX৯১৮৪	রাম চন্দ্র দাস	১,৩৮,৭৪৯.০০	০৭-০৪-২০২৬
৬৩	XXXXXXXXXX৬০২৮	অমিত কুমার সাহু	৩,৬৭,৮১২.৬৬	৩০-০৩-২০২৬
৬৪	XXXXXXXXXX৫৯৩০	পারমিতা জানা	২,৯৭,২১৫.৬৩	২০-০৩-২০২৬
৬৫	XXXXXXXXXX১২৬৮	বীরেন মিত্র ঠাকুর	৮৭,৬৭২.৩৬	০৭-০৪-২০২৬
৬৬	XXXXXXXXXX৮৮৫৭	আনন্দ মোহন মাইতি	৩৫,৭৯৮.৮১	০৭-০৪-২০২৬
৬৭	XXXXXXXXXX১৯৪২	মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান	১০,০৯,৩০৭.১৩	০৭-০৪-২০২৬
৬৮	XXXXXXXXXX৮৮০০	শান্তিদেবী যাদব	৪,৬১,৪১১.৩৩	০৭-০৪-২০২৬
৬৯	XXXXXXXXXX৮১৪৮	শোভন চ্যাটার্জি হালদার	১,৪৩,৩৫৭.০০	০৭-০৪-২০২৬
৭০	XXXXXXXXXX৯৯২১	কিরণ দেবী বাজাজ	৩,৫৮,০১৬.২৪	০৭-০৪-২০২৬
৭১	XXXXXXXXXX৬৫৪৯	বিভা শ্রীবাস্তব	১৯,৫৭,১০০.৫৯	০৭-০৪-২০২৬
৭২	XXXXXXXXXX৯৩২২	অমিতাভ সেন	৭৫,৭৬২.৮২	০৭-০৪-২০২৬
৭৩	XXXXXXXXXX৬৮৯৬	ইলিয়াস স্বপন রোজারিও	১৬,৬৯,৭৩৬.৯০	০৭-০৪-২০২৬
৭৪	XXXXXXXXXX৪০২৪	বরুণ ঘোষ	৩৭,৬৫২.২৪	০৭-০৪-২০২৬
৭৫	XXXXXXXXXX৬৪৮২	উপাসনা ডেব্রয়	৩,৬১,৯৮৬.২৫	২৪-০৩-২০২৬
৭৬	XXXXXXXXXX০৭৫৫	কমলা দেবী মোহতা	১,৬৭,৫৭৪.৮৬	০৬-০৪-২০২৬
৭৭	XXXXXXXXXX৪৮৬২	উজ্জল কান্তি গায়েন	৬,৪৮,৬৮৭.৮৫	০৭-০৪-২০২৬
৭৮	XXXXXXXXXX৪৭০৪	লাবনি মাইটি	২,০৪৩.০০	০৬-০৪-২০২৬
৭৯	XXXXXXXXXX৩৩২৩	অদিতি আগরওয়াল	৭,১৩,৭৬৭.০০	০৭-০৪-২০২৬
৮০	XXXXXXXXXX৩৪৪১	প্রগতি আগরওয়াল	৭,২৪,৯০৬.৮২	০৬-০৪-২০২৬
৮১	XXXXXXXXXX৬৭০১	রমেশ জোধানি	১১,৭১,৬৫৩.০০	০৭-০৪-২০২৬
৮২	XXXXXXXXXX৭১৪৪	বিনা জোধানি	৭,৩২,৬৪৪.৩০	০৭-০৪-২০২৬
৮৩	XXXXXXXXXX৮৩৮২	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৬,২০,৪৬৩.২৫	০৭-০৪-২০২৬
৮৪	XXXXXXXXXX৬১১০	অসীম কুমার ভট্টাচার্য	২,৬৩,১৯৭.৫৭	০৭-০৪-২০২৬
৮৫	XXXXXXXXXX৭৭৯৭	অরুণ কুমার বিশ্বকর্মা	৩৩,৪০২.৯৪	০৭-০৪-২০২৬
৮৬	XXXXXXXXXX৫৯৫৪	রমেশ ভৌমিক	২,৫৮,০৭৬.৩১	০৭-০৪-২০২৬
৮৭	XXXXXXXXXX১২৯৬	রামগোপাল জোধানি	১১,৫৮,২৮১.৬০	০৭-০৪-২০২৬
৮৮	XXXXXXXXXX২০৩০	শান্তি দেবী জোধনী	১৫,০৯,১৪২.৬০	০৭-০৪-২০২৬
৮৯	XXXXXXXXXX৬৩৫৫	মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী	২,০৯৮.৯১	০৭-০৪-২০২৬
৯০	XXXXXXXXXX৩৬৬৪	দেবরাজ রায়	৯,৭৬,১১০.৪৫	০৭-০৪-২০২৬
৯১	XXXXXXXXXX২৮৩০	অরিন্দম বোস	১,৭০,৫৪৬.০০	০৬-০৪-২০২৬
৯২	XXXXXXXXXX২২৩৫	সুমিত কুমার নন্দন	১,৭২,১৭৫.০৮	০৭-০৪-২০২৬
৯৩	XXXXXXXXXX৭৯৯৯	প্রণতি মাইতি	৩৬,৭৫২.৪২	০৭-০৪-২০২৬
৯৪	XXXXXXXXXX৩৬১৪	গৌতম কর	৬,২৮,৪২৫.৩২	০৭-০৪-২০২৬
৯৫	XXXXXXXXXX৩৬৭৪	গৌতম কর	২,৩১,৭৩১.৪৫	০৭-০৪-২০২৬
৯৬	XXXXXXXXXX০৭২২	সুদেশ কুমার সিং	২,৭৪,৫৭০.৮০	০৭-০৪-২০২৬
৯৭	XXXXXXXXXX৮৮৯৭	চিরন্তন ঘোষ	৫৯,৫৩৫.০০	০৭-০৪-২০২৬
৯৮	XXXXXXXXXX২২৬০	নন্দলাল ভারদ্বাজ	৪,৯০,১১৯.৪৪	০৭-০৪-২০২৬
৯৯	XXXXXXXXXX১৬৮৬	সুমন্ত বাগচি	৫,৩৬,৩৮২.৬৮	২৪-০৩-২০২৬
১০০	XXXXXXXXXX৩৩৮০	বর্ষা দোশী	৭,৩৮,৮৯৩.৮৬	০৭-০৪-২০২৬
১০১	XXXXXXXXXX৫৮১৩	সৈয়দ আফতাব আলী	২,৮৮,১০৯.৬৭	০৭-০৪-২০২৬
১০২	XXXXXXXXXX৯৩২৫	আংশু সাঙ্গানেরিয়া	১,৬৬,০৯২.৬৯	০৭-০৪-২০২৬
১০৩	XXXXXXXXXX৬৪৬২	রঞ্জিত কুমার মিত্র	৬,৬০,০২০.৩৭	০৬-০৪-২০২৬
১০৪	XXXXXXXXXX২৯০০	সারিকা কৌশিক	১,০২,৮৩১.০০	০৭-০৪-২০২৬
১০৫	XXXXXXXXXX০১৬৮	লাক্ষি রায়	১৬,৩৭,৭৫৬.২০	০৭-০৪-২০২৬
১০৬	XXXXXXXXXX৮৭৪৯	বন্দিতা হাজরা	২,০৫,৭৩২.৩৫	০৭-০৪-২০২৬
১০৭	XXXXXXXXXX৬৯৫১	অনুপ্রিয়া	৩,৩৪,৮৭৪.৬৮	০৭-০৪-২০২৬
১০৮	XXXXXXXXXX৬৩১২	কমলা পাঠক	১০,০৮,০৮১.০০	০৭-০৪-২০২৬
১০৯	XXXXXXXXXX৮৮৪৬	সোমা ভৌমিক	৯,৭৮,০১৬.৭৬	০৭-০৪-২০২৬
১১০	XXXXXXXXXX৩৮৩০	রতন বিশ্বাস	৪৭,৪৯৭.৩২	০৭-০৪-২০২৬
১১১	XXXXXXXXXX২৯২৯	দেবাশীষ সাহা	১,৬২৭.৯৬	০৭-০৪-২০২৬
১১২	XXXXXXXXXX৭৬০৭	দিব্য সাঙ্গানেরিয়া	৮৮,৪৬৪.০৭	০৭-০৪-২০২৬
১১৩	XXXXXXXXXX০৬৭৭	নিরঞ্জন নায়ক	২,৮৩১.৪৭	০৭-০৪-২০২৬
১১৪	XXXXXXXXXX৬৫১৬	রাহুল কানুনগো	১,৪৬,০৩৬.৩৯	০৭-০৪-২০২৬
১১৫	XXXXXXXXXX৩৭০৬	প্রণব কুমার সামন্ত	২,৯১,০৬১.১৬	০৭-০৪-২০২৬
১১৬	XXXXXXXXXX০৯৪২	গোলাম সরওয়ার মন্ডল	৪০,৫১৩.২০	০৭-০৪-২০২৬
১১৭	XXXXXXXXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৬৮,৩৮৩.০০	০৭-০৪-২০২৬
১১৮	XXXXXXXXXX৫৩৭৭	ধ্রুব হরলালকা	৬,৩৭,৬৬৭.০০	০৭-০৪-২০২৬
১১৯	XXXXXXXXXX৫৯৮৩	সুদীপ সত্য গাঙ্গুলি	২,৯১,১২৭.৫৮	০৭-০৪-২০২৬
১২০	XXXXXXXXXX৪৬১২	সম্ভুনাথ চন্দ্র	২০,১২,৮৮৪.৯৮	০৭-০৪-২০২৬
১২১	XXXXXXXXXX৩৯৮৭	রশ্মি ঝা	৫৩ ৪৯৭.৯২	০৭-০৪-২০২৬
১২২	XXXXXXXXXX১৪৮১	লাক্ষি রায়	৯,৫৮,২৬১.৪২	০৭-০৪-২০২৬
১২৩	XXXXXXXXXX৫৩৪২	কিংসুক সরখেল	৩,৪৭,১০৪.৭০	২০-০৩-২০২৬
১২৪	XXXXXXXXXX৫৫৫৮	আলপনা করক	২,১৪১.০০	০৭-০৪-২০২৬
১২৫	XXXXXXXXXX৬৩৯৮	সঞ্জয় সিং	৩,৩৪,৩৬২.৭২	০৬-০৪-২০২৬
১২৬	XXXXXXXXXX৪০৮০	বিকাশ নাথ তিওয়ারি	৭,৩৪,১৯৬.৮৪	২০-০৩-২০২৬
১২৭	XXXXXXXXXX৮৭০১	নিবেদিতা পল	৯,৮৭,৯৯৭.৪৩	০৬-০৪-২০২৬
১২৮	XXXXXXXXXX৩৭৩৫	অতুল ভি প্যাটেল	৮,০৪,৫৯২.৩১	০৬-০৪-২০২৬
১২৯	XXXXXXXXXX২৮০০	প্রেম লতা তুলস্যান	১৩,৬৯,২২২.০২	০৬-০৪-২০২৬
১৩০	XXXXXXXXXX২৩১০	কিশোরী লাল বিনানী	১১৩.৬২	০৬-০৪-২০২৬
১৩১	XXXXXXXXXX০৬৫২	জয়া চন্দ্র	৬,১৯২.৬৩	০৬-০৪-২০২৬
১৩২	XXXXXXXXXX৮১৫৩	অরূপ চন্দ্র	৫,৬১৯.২৩	০৬-০৪-২০২৬
১৩৩	XXXXXXXXXX৫৭১৬	রাজা নন্দী	১,০৫,৯৬৬.০০	০৭-০৪-২০২৬
১৩৪	XXXXXXXXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৭,০৮৯.৮২	০৬-০৪-২০২৬
১৩৫	XXXXXXXXXX৬৮৯৮	হরি পবন কুমার নাইডু	৪২,২৬৬.০০	০৬-০৪-২০২৬
১৩৬	XXXXXXXXXX৫৪১০	সোমেশ সাহু	৮২,৬০৬.৪৯	০৭-০৪-২০২৬
১৩৭	XXXXXXXXXX০৮৪৪	মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়	১,৮০২.০২	০৬-০৪-২০২৬
১৩৮	XXXXXXXXXX৪৩৬২	গার্গী মুখোপাধ্যায়	২,৫৬,২২১.৮৮	০৭-০৪-২০২৬
১৩৯	XXXXXXXXXX৩৯৯২	শুক্লা দাস	৪২,৩৩৬.৮৫	০৬-০৪-২০২৬
১৪০	XXXXXXXXXX৩১০২	সুচিতানন্দি মজুমদার	১,৮৩৭.৮৯	০৬-০৪-২০২৬
১৪১	XXXXXXXXXX৩৫১২	অনিরুদ্ধ সাহা	৬,৫৩৪.৮২	০৬-০৪-২০২৬
১৪২	XXXXXXXXXX০১৩১	মোহাম্মদ পারবীজ আলম	৮২,৮৩৪.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৪৩	XXXXXXXXXX৪৯১১	আশিস কুমার ঘোষ	১,২৯,১৫৪.৭৫	০৭-০৪-২০২৬
১৪৪	XXXXXXXXXX২৩২১	সুজয় গুহ	৯,৮৯,৭৯৫.৯০	০৭-০৪-২০২৬
১৪৫	XXXXXXXXXX৫৩১০	সোমা সাহা	৭৩,৩৩৩.৪২	০৭-০৪-২০২৬
১৪৬	XXXXXXXXXX২৬৮০	অতনু পণ্ডিত	৫,৭৪,০৬৩.৬৯	০৪-০৪-২০২৬
১৪৭	XXXXXXXXXX৫৬৭০	জয়রাজ নারায়ণ সিং	৭,৫০,১০৮.০৯	০৭-০৪-২০২৬
১৪৮	XXXXXXXXXX৬২৬২	আনুশকা রায়	৬,৪৫,৭১৬.৬০	২০-০৩-২০২৬
১৪৯	XXXXXXXXXX০৫০০	সুমিতা রায়	৩,৪১,৬৯১.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৫০	XXXXXXXXXX০৯১৪	অজয় কুমার জয়সওয়াল	৬,০০,২৫০.৭২	০৭-০৪-২০২৬
১৫১	XXXXXXXXXX৪৭২৬	সাবদুল রশিদ মোল্লা	১০,০৫,৬৬০.০০	০৬-০৪-২০২৬
১৫২	XXXXXXXXXX৬৪০২	গৌতম দাস	২,১০৯.৮২	০৬-০৪-২০২৬
১৫৩	XXXXXXXXXX৬৯৪৪	সুজিত প্রধান	২,৬১,৪৪৫.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৫৪	XXXXXXXXXX৮৯৭২	নীলম গুপ্তা	৩,৯০,৩৬৯.৭৯	০৭-০৪-২০২৬
১৫৫	XXXXXXXXXX২৫৭৬	ইন্দ্রনীল বসাক	২,৩৪,১৩৩.৩১	০৭-০৪-২০২৬
১৫৬	XXXXXXXXXX৯৩৩০	পূজা গুপ্তা	৪,৩৪,১৭৭.২০	০৭-০৪-২০২৬
১৫৭	XXXXXXXXXX৫১২০	শুক্লা মিত্র	১,০০৩.১০	০৬-০৪-২০২৬
১৫৮	XXXXXXXXXX৭৬৫১	শ্রীরূপ ব্যানার্জী	৯,৯৫,৭১১.২১	০৭-০৪-২০২৬
১৫৯	XXXXXXXXXX৮৫৬৮	বিনোদকুমার রামজীভাই বদিয়ানী	১০,০৪,৫১৮.৪২	০৬-০৪-২০২৬
১৬০	XXXXXXXXXX২৬২০	সঙ্গীতা জয়সওয়াল	২,২৩,৯০৩.৫৬	০৭-০৪-২০২৬
১৬১	XXXXXXXXXX৮০৮২	বীরবাহাদুর ওঝা	৩,৩৩,২৪৪.৭৯	০৬-০৪-২০২৬
১৬২	XXXXXXXXXX১২৯০	সরস্বতী দেবী সোমানি	২০,০৮,৫৫৪.৪২	০৭-০৪-২০২৬
১৬৩	XXXXXXXXXX৬৮৮০	মাধুরী কর্নানি	৪,৭৬৯.২৮	০৬-০৪-২০২৬
১৬৪	XXXXXXXXXX৭০৯০	সুষমা কর্নানি	৪,১৪২.৩১	০৬-০৪-২০২৬
১৬৫	XXXXXXXXXX৮০০৬	তানিশা পাল্লে	২,১৪১.০০	০৬-০৪-২০২৬
১৬৬	XXXXXXXXXX১৭৬৮	অভিজিৎ পোদ্দার	৪,৬৭,৭৯৬.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৬৭	XXXXXXXXXX৬৭৬০	পাপিয়া পোদ্দার	৫,৪৭,২০৩.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৬৮	XXXXXXXXXX৪৮৩১	উষা আগারওয়ালা	৪,৮৮৭.৩১	০৬-০৪-২০২৬
১৬৯	XXXXXXXXXX১১৯৯	দীপন চন্দ্র	৪,৬৪,৮৯০.০০	০৬-০৪-২০২৬
১৭০	XXXXXXXXXX৬৫১৩	সুস্মিতা রায় চৌধুরী	২,৭৫,৭৯৯.৪৬	০৭-০৪-২০২৬
১৭১	XXXXXXXXXX০০৭২	ভুবন আগরওয়ালা	২,৬৬,০১০.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৭২	XXXXXXXXXX৫০১৯	বিশ্বজিৎ কর	৭০,৬১৯.৯৮	০৭-০৪-২০২৬
১৭৩	XXXXXXXXXX২৩৬৫	রবি নারায়ণ দাস	১,৮৩,৩০৫.৮২	০৬-০৪-২০২৬
১৭৪	XXXXXXXXXX৩৪৭৭	সাফদার হোসেন	৯,৬৩,৬৪৫.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৭৫	XXXXXXXXXX৬১০৪	সেরিনা সুলতানা	৫,৯২,৫৭২.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৭৬	XXXXXXXXXX০৮৭০	অঙ্কিতা জৈন	৯৬,৬৩৬.০৬	০৬-০৪-২০২৬
১৭৭	XXXXXXXXXX৪৩৩৯	করবী মন্ডল	১,৩৩,৯৬৮.০০	০৬-০৪-২০২৬
১৭৮	XXXXXXXXXX৬৫৫১	আসাদ আলী সেখ	১৪,১৬,৫৫৫.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৭৯	XXXXXXXXXX০০৭৯	দিপিকা রানী মিস্ত্রি	১,৯৯৫.৮২	০৬-০৪-২০২৬
১৮০	XXXXXXXXXX৯৭৫৭	জয়ন্তী কুন্ডু	১,৫১৮.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৮১	XXXXXXXXXX০৪০৮	প্রীতম ঘোষ	৫,১৫,৫০৪.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৮২	XXXXXXXXXX৩৭৩৩	অর্ণব দেব	৯,১০,২৫৮.৮২	০৬-০৪-২০২৬
১৮৩	XXXXXXXXXX০২২০	অরিন্দম কানুই	৯,৭৯,২২৮.৮২	০৬-০৪-২০২৬
১৮৪	XXXXXXXXXX২৭৩১	অসীম কুমার বসু	১০,০৩,২১০.০০	০৭-০৪-২০২৬
১৮৫	XXXXXXXXXX৮৩০৫	সঞ্জয় কান্ত মিশ্র	৭,৮০,৫৮৮.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৮৬	XXXXXXXXXX৫৬৫৭	বিষ্ণু ওয়েবটেক প্রাইভেট লিমিটেড	৪,১৬০.০০	০৬-০৪-২০২৬
১৮৭	XXXXXXXXXX৭৭৬৩	বিষ্ণু ইনফ্রাকমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড	৪,১৬০.০০	০৬-০৪-২০২৬
১৮৮	XXXXXXXXXX৪৪৩৪	পূজা পাল	১,৯৯৫.৮২	০৬-০৪-২০২৬
১৮৯	XXXXXXXXXX২৭৩৬	নীতেশ শর্মা	১৩,০৭,৫৫৭.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৯০	XXXXXXXXXX৮৭৫৮	আকাশ বনসাল	৪,৮০,০০৬.৮২	০৬-০৪-২০২৬
১৯১	XXXXXXXXXX৯৪৭৬	তাপস কুমার লাহিড়ী	২,৪৪৪.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৯২	XXXXXXXXXX৪৪৩৯	সমীর ঘোষ	১,৩০৭.৯২	০৭-০৪-২০২৬
১৯৩	XXXXXXXXXX৮০৬০	সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	১৯,৮৮,০৩৯.২৮	২৪-০৩-২০২৬
১৯৪	XXXXXXXXXX৪৪২৩	দর্শনা সরফ	৩৪,৭৭,৫৭৬.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৯৫	XXXXXXXXXX৫৫৬৭	সমীর কুমার ব্যানার্জী	২০,১৬,৭৬৯.০০	০৭-০৪-২০২৬
১৯৬	XXXXXXXXXX৪৯৪৮	পূর্ণিমা বেরা	৯,৪৭,৫৫৯.৮২	০৪-০৪-২০২৬
১৯৭	XXXXXXXXXX৬৭৬১	অনির্বাণ ঘোষ	৯,৯৮,০৯১.৮২	০৭-০৪-২০২৬
১৯৮	XXXXXXXXXX০০৮৮	সুরেশ কুমার আগরওয়াল	১,৩৪০.৮২	০৭-০৪-২০২৬

তারিখ ঃ ১০.০৪.২০২৬
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

অফবিট

ইস্তাহারে 'জাতীয় ঐতিহ্য', মেলেনি স্বীকৃতি!

অবহেলার বোঝা বয়ে চলেছে রামসেতু

এ. দাশগুপ্ত

রামায়ণের কাহিনিতে যে সেতু কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাস, ভক্তি আর আবেগের প্রতীক- রাম সেতু, সেই ঐতিহাসিক-ধর্মীয় স্থাপত্য আজও সরকারি নথিতে 'জাতীয় ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। বছরের পর বছর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, নির্বাচনী ইস্তেহার আর সংস্কৃতি রক্ষার আশ্বাস- সব কিছুর মধ্যেও রাম সেতুর ভাগ্যে মেলেনি কেন্দ্রীয় সুরক্ষা। ভারত সরকারের অফিসিয়াল নথি বলছে, দেশের মানুষের ভাবাবেগ জড়িয়ে থাকা এই প্রাচীন কাঠামো এখনও সংরক্ষিত স্মারক নয়। ঠিক কেন? হালফিলের একটি আরটিআই সেই সত্যই সামনে এনে দিল অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়।

● জাতীয় সুরক্ষা নেই রামসেতুর

আরটিআইয়ের উত্তরে এএসআই জানিয়েছে, রামসেতু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে সুরক্ষিত নয়। এমন মর্যাদা দেওয়ার কোনও প্রস্তাবও তাদের সদর দফতরে নেই। এই বিষয়ে সমস্ত তথ্য 'নীল' বা শূন্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকারি রেকর্ডে রামসেতুকে সুরক্ষিত স্মৃতিস্তম্ভ ধরাই হয় না। রামসেতু, বা অ্যাডাম'স ব্রিজ আসলে সমুদ্রে টানা প্রায .৪৮ কিমি

লম্বা চুনাপাথরের উঁচু-নিচু শিলার সারি। এটি ভারতের রামেশ্বরম থেকে শ্রীলঙ্কার মান্নার দ্বীপ পর্যন্ত জলের ওপর একধরনের প্রাকৃতিক পথের মতো দেখা যায়। এই শিলাগুলো মিলেই তৈরি হয়েছে একটি লিনিয়ার প্রবাল-রিজ, যা পাক স্ট্রেট আর গাল্ফ অব মান্নার- এই দুই জলভাগের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে একটি আলাদা সীমারেখা তৈরি করে। অনেক মানুষের বিশ্বাস, রামায়ণের কাহিনিতে যেভাবে বলা হয়েছে, ভগবান রাম ও তাঁর বানরসেনা সমুদ্র পেরোতে যে সেতু বানিয়েছিলেন- এটাই সেই রামসেতু। তাই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি, এর সঙ্গে বহু মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাস গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

● আরটিআই-তে উঠল আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

রামসেতু কি কেন্দ্রীয় সুরক্ষিত স্মারক হিসেবে ঘোষিত? কোনও গেজেট বিজ্ঞপ্তি কি আছে? এ নিয়ে কি কোনও সার্ভে, বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে? এএসআই-এর উত্তরে জানানো হয়েছে, এই সবের কোনওটিই তাদের রেকর্ডে নেই অর্থা সুরক্ষিত স্মৃতিস্তম্ভ করার বিষয়ে কোনও প্রক্রিয়াই চলছে না।

● বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ কী বলছে?

বিজ্ঞানীদের স্যাটেলাইট আর স্পেস-বেসড স্টাডিতে দেখা গেছে, সমুদ্রের নীচে লাইমস্টোন শোয়ালস, দ্বীপের মতো গঠন, আর একধরনের ধারাবাহিক রেখা বা স্তরের মতো অংশ রয়েছে। এই সবকিছু মিলিয়ে মনে হয় সেখানে একসময় প্রাকৃতিকভাবে কিছু সংযোগ তৈরি হয়েছিল। তবে বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট বলেছেন, এই পর্যবেক্ষণ ১৮ হাজার বছর আগের মানবনির্মিত সেতুর প্রমাণ দেয় না। যেমনভাবে প্রাচীন দ্বারকা নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলছে, ঠিক তেমনি রাম সেতু নিয়েও আরও বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন।

● মামলা এখনও সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে

২০২৫ সালের ২৯ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর আবেদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিস পাঠায়। তাঁর দাবি, রাম সেতুকে জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ ঘোষণা করবে কি না, সরকারকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এর আগেও ২০০৭ সালে 'সেতু সমুদ্রম প্রজেক্ট' নিয়ে বিরাট বিতর্ক হয়। তখন সুপ্রিম কোর্ট রাম সেতু এলাকায় নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন, অর্থাৎ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

পালাতে গিয়েও শ্রীঘরে চোর

সংবাদ সংস্থা, সিহোরাঃ চলন্ত ট্রেন, এসি কোচে চুরি করতে গিয়ে সিনেমার মতো ধাওয়া-শেষমেশ পুকুরের জলে লুকিয়েও রক্ষা পেল না অভিযুক্ত। মধ্যপ্রদেশের সিহোরা স্টেশনের কাছে রেওয়া-ইতওয়ারি এক্সপ্রেসে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা কার্যত চমকে দিয়েছে রেল পুলিশকেও। ঘটনাটি ৬ এপ্রিলের। রেওয়া-ইতওয়ারি এক্সপ্রেসের এসি কোচে এক মহিলা যাত্রীর ব্যাগ চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে অভিযুক্ত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় যাত্রী চিৎকার করে ওঠেন। ঠিক সেই সময় ট্রেন সিহোরা স্টেশনে ঢুকছিল। পরিস্থিতি বুঝে অভিযুক্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে পালায়। সঙ্গে সঙ্গেই ধাওয়া শুরু করে রেল পুলিশ। পালাতে গিয়ে অভিযুক্ত কাছের একটি পুকুরে ঝাঁপ দেয়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে সে পুকুরের জলের নীচে লুকিয়ে ছিল, পদ্মের ডাঁটা ব্যবহার করে শ্বাস নিচ্ছিল-একেবারে সিনেমার কায়দায়। দীর্ঘ তল্লাশির পর অবশেষে জলের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয় অভিযুক্তকে।

CHANGE OF NAME

I, Munjur Seikh (Old Name) S/O–Chaber Sekh resident of Vill-Batidanga , Po-Gobarhati , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Munjur Seikh to Manjur Sk and henceforth I shall be known as Manjur Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/04/2026. My name Manjur Sk & Munjur Seikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Harsh Bharat Vora (old name) son of Bharat K Vora, residing at 4th Floor, Flat – 12, Rowland Road, 32, Rowland Road, P.O – L. R. Sarani, Ballygunge, Kolkata – 700020, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Harsh Vora (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata, vide affidavit SL No. 9, dated 08/04/2026. Harsh Bharat Vora (old name) and Harsh Vora (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Amit Kumar Paul (Old Name) S/o Dibanath Pal Residing at 1442 Nayabad, Mukundapur, District - Kolkata, Pin - 700099, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Amit Kumar Pal (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 64/2026 Dated 09-04-2026. Amit Kumar Paul (Old Name) and Amit Kumar Pal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ratanasri Bhikkhu (Old Name) S/o Chinta Haran Barua Residing at 13 Maitri Sarani, P.o - Rabindranagar, P.s - Dumdum, District - North 24 Parganas, Pin - 700065, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Bhikkhu Ratanasri (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no .../2026 Dated 09-04-2026. Ratanasri Bhikkhu (Old Name) and Bhikkhu Ratanasri (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jaya Paul Chowdhury Mandal (Old Name) D/o Sushil Chandra Paul Chowdhury W/o Anal Mandal Residing at Sahid Badal Sarani, Durganagar North, P.o - Rabindranagar, P.s - Nimta, District - North 24 Parganas, Pin - 700065, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Jaya Paul Chowdhury (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no .../2026 Dated 09-04-2026. Jaya Paul Chowdhury Mandal (Old Name) and Jaya Paul Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

শেখ হাসিনার বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ?

তারেকের সরকারের আবেদনে কী সিদ্ধান্ত নয়াদিল্লির?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিলঃ শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের আবেদন বাংলাদেশের। মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছিল সেদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তারপর বেশ কয়েকবার হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি করেছিল ইউনুস সরকার। বাংলাদেশে এখন নতুন

সরকার। তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করেছে বাংলাদেশে। প্রায় দুই মাস হয়ে গিয়েছে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছেন। বিএনপি আসার পর থেকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নতি হতে শুরু করেছে। এই আবহে ভারতের কাছে শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের আবেদন জানাল তারেক রহমানের সরকার। ভারতে এসেছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান। তারেক রহমানের সরকার গঠনের পর ভারতের সঙ্গে প্রথম উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বাংলাদেশের। সূত্রের খবর, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী খলিলুর রহমান। কূটনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির দাবি মেটাতেই তৎকালীন ইউনুস সরকারের দাবিকে তুলে ধরছে বিএনপি সরকার। অন্যদিকে, আওয়ামী লিগকে ব্যান করার মহম্মদ ইউনুসের সময়কালের সিদ্ধান্ত জারি রাখার সঙ্কল্পকে নতুন করে সিলমোহর দিয়েছে বাংলাদেশ সংসদ। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে গদিচ্যুত হওয়ার পর থেকে দিল্লিতেই রয়েছেন শেখ হাসিনা। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালও ভারতে রয়েছেন বলে অভিযোগ। এই দুজনকেই বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের আবেদন জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী। এর আগেও মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার হাসিনাকে প্রত্যর্পণের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু, ভারত এখনও সেই দাবি মানেনি। এবার কি বিএনপি সরকারের আবেদন মানবে ভারত সরকার। কূটনৈতিক মহল বলছে, হাসিনার প্রত্যর্পণের ইস্যুতে বাংলাদেশ ভারত সরকারের উপরে চাপ তৈরি করতে চাইছে। সেখানে দিল্লি কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই নজর থাকবে সব মহলের। এদিকে দিল্লিতে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রীর বৈঠকে ঢাকাকে আরও বেশি ডিজেল দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত কত কয়েক দিনে একাধিক দফায় বাংলাদেশকে ডিজেল দিয়েছে ভারত। ভারতের অভ্যন্তরীণ চাহিদা খতিয়ে দেখে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মন্ত্রীর তরফে জানানো হয়েছে।

এক চুলও নড়বে না মার্কিন সেনা! যুদ্ধবিরতির মাঝেই ইরানকে চরম হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ৯ এপ্রিলঃ যুদ্ধবিরতি জারি থাকলেও হুঁশিয়ারি থামছে না। ফের ইরানকে কড়া বার্তা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চুক্তি ভাঙলেই শুরু হবে আরও ভয়াবহ হামলা। বৃহস্পতিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করে ট্রাম্প স্পষ্ট জানান, আমেরিকার সেনা, যুদ্ধজাহাজ, বিমান এবং অস্ত্রশস্ত্র সবই ইরানের আশপাশে মোতায়েন থাকবে। যতক্ষণ না আসল চুক্তি পুরোপুরি হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুই এক চুলও নড়বে না কোথাও থেকে। আপাতত যুদ্ধবিরতি থাকলেও পরিস্থিতি যে একেবারে স্বাভাবিক হয়নি তা স্পষ্ট। করে বলেন, যদি কোনওভাবে এই চুক্তি ভেঙে যায়, তাহলে গুলিবর্ষণ শুরু হবে এবং এই হামলা আগে কখনও দেখেনি কেউ। একই সঙ্গে তিনি আবারও জোর দিয়েছেন ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে মার্কিন অবস্থানের উপর। ট্রাম্প স্পষ্ট জানান, পারমানবিক অস্ত্র কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। হরমুজ বন্ধ করাও নীতি বিরুদ্ধে। ফলে দ্রুত সকলের জন্য হরমুজ খুলে দিতে হবে। ট্রাম্প দাবি করেন, এই বিষয়গুলো আগেই চুক্তির অংশ হিসেবে ঠিক হয়েছিল, যদিও এ নিয়ে ভুয়ো প্রচার চলছে বলে অভিযোগ তাঁর। এক সংবাদ সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, ইরানের সমৃদ্ধ

বরং চুক্তি কার্যকর রাখার জন্য চাপ তৈরি করতে এই সামরিক প্রস্তুতি। বুধবার যুদ্ধবিরতি ঘোষণার কয়েকঘণ্টার মধ্যে লেবাননে হামলা চালাতে শুরু করে ইজরায়েল। শয়ে শয়ে মানুষের মৃত্যু হয়। প্রাণ যায় সাংবাদিকেরও। লেবানন বাঁচাতে পাল্টা হামলা হুঁশিয়ারি দেয় ইরান। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। থামেনি আক্রমণ। উল্টে ট্রাম্প আরও সতর্ক ইউরেনিয়াম সংক্রান্ত বিষয় এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। তবে এই ইস্যু নিয়ে ভবিষ্যতের আলোচনায় আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা চলবে। ট্রাম্পের কথা মতো মার্কিন সেনা এখন প্রস্তুত রয়েছে। প্রয়োজনে ফের অভিযান শুরু করতে তারা সম্পূর্ণ তৈরি। ফলে এখন ইরানের প্রতিটি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ।

অবরুদ্ধ হরমুজে চলছে না জাহাজ, ফের জ্বালানি সংকটে পড়তে চলেছে ভারত?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি ও তেহরান, ৯ এপ্রিলঃ ফের অবরুদ্ধ হরমুজ। লেবাননের উপর ইজরায়েলের হানার পরই তেহরান হরমুজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু, এবার হরমুজের ভবিষ্যত কী? গতকাল যুদ্ধবিরতির পর হরমুজ.খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল দেশগুলি। তেলের দাম কমে। শেয়ার বাজারও কিছুটা চাঙ্গা হয়। কিন্তু, নতুন করে হরমুজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই প্রণালীর ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এখনও ভারতের একাধিক জাহাজ হরমুজে আটকে রয়েছে। জাহাজ মন্ত্রক সূত্রে খবর, বুধবার হরমুজ প্রণালীতে কোনও জাহাজ চলাচল করেনি। এদিকে ট্রাম্পের নতুন দাবি, হরমুজে জাহাজ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করবে আমেরিকা। জাহাজগুলির নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প। অন্যদিকে, ইরান সেনার সশস্ত্র ঘেরাটোপে রয়েছে হরমুজ প্রণালী। জাহাজ চলাচলে টোল বসানোর সিদ্ধান্তে অনড় তেহরানও। সূত্রের খবর, ইরান ও ওমান-দুই দেশই কর নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এই অবস্থায় হরমুজের ভবিষ্যৎ এখনও

অন্ধকারেই। শুধু তাই নয়, ভারতের তেলবাহী জাহাজগুলি হরমুজ দিয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। এখনও ১০টির বেশি জাহাজ আটকে রয়েছে বলে খবর। ইরান কি হরমুজ পুরোপুরি ভারতের জন্যও বন্ধ করে দিয়েছে? তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে, এখন কোনও জাহাজ চলাচল করছে না বলেই খবর। সেক্ষেত্রে ভারতের উপর আবারও বড় প্রভাব পড়তে চলেছে। আবারও গ্যাস সংকট তৈরি হতে পারে। এমনই আশঙ্কা করছে আন্তর্জাতিক মহল। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে ইরান-আমেরিকা সংঘাত। প্রায় ৪০ দিন পার করেছে দুই দেশের যুদ্ধ। তবে দুই দেশ দুই সপ্তাহের জন্য সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার শর্তে রাজি হয়েছে ইরান। তারপরই এই যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে ইজরায়েলও সমর্থন করেছে। শোনা যাচ্ছিল, ১০ এপ্রিল ইরান-আমেরিকা শান্তি চুক্তি আলোচনা হতে পারে। কিন্তু, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। ইরান জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও ইজরায়েল লেবাননে হামলা করেছে। তেহরানের দাবি, ইজরায়েল মাত্র ১০ মিনিটে ১০০টিরও বেশি বিমান হামলা চালিয়েছে। তাই হরমুজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইরানের তরফে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, ইজরায়েলেও ভয়ঙ্কর হামলা চালাবে ইরান। স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ বিরতির ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

CHANGE OF NAME

I, Arpana Dutta (Old Name) D/o Bijoy Krishna Banik W/o Haran Chandra Dutta Residing at 250A/2, Ashokenagar, P.o - Ashokenagar, P.s - Ashokenagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743222, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Aparna Dutta (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no .../2026 Dated 09-04-2026. Arpana Dutta (Old Name) and Aparna Dutta (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dolehar, Dolehar Begum (Old Name) D/o Sk. Riyasak Hossain Residing at Kancharipara, Bagnan, Kachharipara, District - Howrah, Pin - 711303, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Dolehar Begam (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 33/2026 Dated 09-04-2026. Dolehar, Dolehar Begum (Old Name) and Dolehar Begam (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tahera Khatun (Old Name) W/o Sekh Sabir Ali Residing at Kanchari Para, Vtc - Bagnan-I, P.o - Bagnan, District - Howrah, Pin - 711303, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Tahura Khatun (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 32/2026 Dated 09-04-2026. Tahera Khatun (Old Name) and Tahura Khatun (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Sabir Ali (Old Name) S/o Late Sekh Asfar Ali Residing at Vill - Bagnan Kanchari Para, P.o+P.s - Bagnan, District - Howrah, Pin - 711303, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sekh Sabir Ali (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Howrah vide affidavit no 1590 Dated 17-01-2026. Sk Sabir Ali (Old Name) and Sekh Sabir Ali (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jagadish Prasad Rathi (Old Name) S/o Manik Lal Rathi Residing at 106, Kiran Chandra Singha Road, Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India, have changed my name and and shall henceforth be known as Jagdish Prasad Rathi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-04-2026. Jagadish Prasad Rathi (Old Name) and Jagdish Prasad Rathi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Subhash Chandra Sultania (Old Name) S/o Late Ram Niranjan Sultania Residing at 5/19, Brijdham Housing Complex, 255, Canal Street, District - North 24 Parganas, Pin - 700048, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Subaash Sultaniaa (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit Dated 09-04-2026. Subhash Chandra Sultania (Old Name) and Subaash Sultaniaa (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Keshav Sabnani (Old Name) S/o Ishwar Sabnani Residing at 7, Royd Street, 5th floor, P.s - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Keshav Ishwar Sabnani (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10 Dated 09-04-2026. Keshav Sabnani (Old Name) and Keshav Ishwar Sabnani (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jitesh Kishor Gandhi, Jitesh Gandhi (Old Name) S/o Kishor K Gandhi Residing at 90A, Bakul Bagan Road, Flat - 4D, Bhawanipore, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Jitesh K Gandhi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Jitesh Kishor Gandhi, Jitesh Gandhi (Old Name) and Jitesh K Gandhi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nita Gandhi, Nita Kishor Gandhi (Old Name) W/o Kishor K Gandhi, Residing at 90A, Bakul Bagan Road, Flat - 4D, Bhawanipore, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Nita K Gandhi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Nita Gandhi, Nita Kishor Gandhi (Old Name) and Nita K Gandhi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Badiul Insan (Old Name) S/O–Md Badiul Ahasan resident of Vill & Po-Khargram , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742147 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Badiul Insan to Md Badiul Insan and henceforth I shall be known as Md Badiul Insan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/04/2026. My name Md Badiul Insan & Mohammad Badiul Insan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Badiul Insan, my father's (Old Name) Mohammad Badiul Ahasan resident of Vill & Po-Khargram, Ps-Khargram , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742147 do hereby declared that I have changed my father's name from Mohammad Badiul Ahasan to Md Badiul Ahasan and henceforth my father's name shall be known as Md Badiul Ahasan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/04/2026. my father's name Md Badiul Ahasan & Mohammad Badiul Ahasan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rupasi Bala @ Rupa Bala (Old Name) W/O–Sairaddin Sk resident of Vill & Po-Kapasdanga , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim 20 year ago & also I have changed my name from Rupasi Bala @ Rupa Bala to Maslima Bibi and henceforth I shall be known as Maslima Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/04/2026.My name Maslima Bibi & Rupasi Bala @ Rupa Bala both are same and one identical person.And my date of birth is-29/08/1978

CHANGE OF NAME

I, Vishma Roy (Old Name) S/O–Haren Roy resident of Vill-Saharbasa , Po-Natunpara Raipur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim 26 year ago & also I have changed my name from Vishma Roy to Akkas Ali and henceforth I shall be known as Akkas Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/04/2026.My name Akkas Ali & Vishma Roy both are same and one identical person. And my date of birth is 01/12/1970

CHANGE OF NAME

I, Mojida Bibi (Old Name) W/O–Israil Sk resident of Vill-Bindarpur, Po-Harischandrapur, Ps-Bharatpur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742161 do hereby declared that I have changed my name from Mojida Bibi to Majida Bibi and henceforth I shall be known as Majida Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 11/03/2026. My name Majida Bibi & Mojida Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anwara Bibi Sekh (Old Name) W/O–Rahim Sk resident of Vill & Po-Baninathpur , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741150 do hereby declared that I have changed my name from Anwara Bibi Sekh to Anowara Sk and henceforth I shall be known as Anowara Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/04/2026. My name Anowara Sk & Anwara Bibi Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sahabaddin Sekh (Old Name) S/O–Sanaullah Sekh resident of Vill-Maraghati, Po-Bhattabati, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742149 do hereby declared that I have changed my name from Sahabaddin Sekh to Sahabaddin Sk and henceforth I shall be known as Sahabaddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/04/2026. My name Sahabaddin Sk & Sahabaddin Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asrafun Nesha Khatun @ Asrafunnesha Begum Sekh @ Asrafunnesha Begam, W/O-SK Mustak Ali @ Sekh Mustak Ali, resident of Vill- Chhay Mile Bus Stand, P.O.- Karjanachati, P.S.- Bhatar, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ASRAFUNNESHA BEGUM SK vide Affidavit No.- 596 dated 07/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That Asrafun Nesha Khatun, Asrafunnesha Begum Sekh, Asrafunnesha Begam and Asrafunnesha Begum SK all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bidesh Das (old name) S/o- Purna Chandra Das residing at Abhaipur, Karimpur, Karimpur, Dist-Nadia, Pin-741152 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BIDESH DAS to BIDESH CHANDRA DAS and henceforth I shall be known as BIDESH CHANDRA DAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 30/03/2026. (old name) BIDESH DAS and BIDESH CHANDRA DAS (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Raheb Hossain (old name) S/o- Abdul Hannan Ansari residing at Samserganj, Dhuliyan, Samserganj, Dist-Murshidabad, Pin-742202 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD RAHEB HOSSAIN to MD RAHEB ANSARI and henceforth I shall be known as MD RAHEB ANSARI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 09/04/2026. (old name) MD RAHEB HOSSAIN and MD RAHEB ANSARI (new name) both are same and one identical persona

CHANGE OF NAME

I KAJAMAT SEKH MY DAUGHTER TUFA KHATUN HER BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN RECOARDED AS KAJIBUL SEKH. AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT ON 7/11/25 I KAJAMAT SEKH AND KAJIBUL SEKH BOTH ARE SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS KAJAMAT SEKH R/O VILL DWAJA PUSHKARANI P. O RADHAKANTA PUR KALIGANJ NADIA .

CHANGE OF NAME

I KAJMAT SEKH MASUD SK IS MY SON. HIS BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN RECOARDED AS KAJEMUDDIN SEKH. AFFI DAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT ON 31-12-25 I KAJAMAT SEKH AND KAJEMUDDIN SEKH BOTH ARE SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS KAJAMAT SEKH. R/O VILL DWAJA PUSHKARANI P.O RADHA KANTAPUR P. S KALIGANJ NADIA.

নাম পরিবর্তন

আমি MOHUA MAZUMDER (old name), পিতা-ASHOK MAZUMDER, স্বামী-DEBSHANKHA GHOSH, ঠিকানা-422 Geetanjali, Paschim Para, P.O-Rahara, P.S-Khardaha, Kolkata-700118, W.B এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমি আমার নাম MOHUA MAZUMDER (old name) থেকে পরিবর্তন করে MOHUA GHOSH MAZUMDER (new-correct name) রেখেছি। এখন থেকে সকল ক্ষেত্রে আমি MOHUA GHOSH MAZUMDER (new/correct name) হিসেবেই পরিচিত হব। আলিপুরের মাননীয় (প্রথম শ্রেণীর) জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গত ০৭.০৪.২৬ তারিখে সম্পাদিত ১২৩৭১ নং হলফনামা (Affidavit) অনুযায়ী, MOHUA GHOSH MAZUMDER (new/correct name) এবং MOHUA MAZUMDER (Old Name)-উভয়ই একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I GOPAL SAHA,S/o-Late Haribasar Saha, Residing at Vill-Telinaopara,P.O-Parulia,P.S- Purbasthali, Dist- Purba Bardhaman,W.B,Pin-713513, Permanent domicile of India,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That my original and actual name is GOPAL SAHA,S/o-Haribasar Saha which has duly been recorded in my EPIC Card (WB/40/279/531579)as well as my Aadhaar card (4111 1689 8036) That I further declare in my Previous EPIC Card and in the year of 2002 EPIC List (Sl.No.624) my name recorded as GOPAL ROY,S/O- Haribasar Roy.That I GOPAL SAHA,S/O-HARIBASAR SAHA and GOPAL ROY S/O- HARIBASAR ROY am the same and one identical person in the eye of law.Vide Affidavit (No.53067) In the court of Ld. Sub-divisional Executive Magistrate at Purba Bardhaman, Date-26/12/2025,

CHANGE OF NAME

I, Amal Saha (old name) Son of Late Radha Gobinda Saha, residing at Sukanta Sarani, 2nd Bye Lane, Dum Dum (m), North 24 Parganas Pin-700028, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Amal Kumar Saha (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit no-02, dated 01/04/2026. Amal Saha (old name) and Amal Kumar Saha (new name) both are same and one identical person.

মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় বিজেপি প্রার্থীদের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৯ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে

জোরকদমে জনসংযোগ সারলেন বিজেপি প্রার্থী গৌরী শংকর ঘোষ। ভোটপ্রচারের শুরুতেই তাঁর সফর ঘিরে এলাকায় উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো ছিল। এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ গৌরী শংকর পৌঁছে যান মুর্শিদাবাদ পৌর মণ্ডলের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তাঁদের অভাব, অভিযোগ শোনেন, তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা। এরপর তিনি যান প্রসাদপুর অঞ্চলের নাকুরতলা সংলগ্ন এলাকায়। সেখানে শতাধিক কর্মী-সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি দরজায় পৌঁছে জনসংযোগ সারেন বিজেপি প্রার্থী। বলাই বাহুল্য, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন এলাকাবাসী। কেউ ফুলের মালা পরিয়ে, কেউ মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন বিজেপি প্রার্থীকে। প্রবীণদের প্রণাম করে আশীর্বাদ নেন তিনিও। ভিড়ের মধ্যে থেকেই উঠে আসে একটাই সুর ' পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার'। জনসংযোগ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৌরী শংকর ঘোষ বলেন, সমগ্র রাজ্যের মতো মুর্শিদাবাদ বিধানসভার মানুষও তৃণমূলের অপশাসন থেকে বেরিয়ে আসতে মরিয়া। সকালে যখন প্রচার শুরু করি তখন ১০-১৫ জন মানুষ আমাদের সাথে ছিল। কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছাতেই শত শত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন। এর জন্য কাউকে বিরিয়ানির প্রলোভন দেখাতে হয়নি বা কারওর হাতে টাকাও দিতে হয়নি। মানুষ নিজেরাই বিজেপির উন্নয়নের জোয়ারে ভাসতে প্রস্তুত। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষ তৃণমূলের দুর্নীতি দেখতে দেখতে বিরক্ত। চারিদিকে উন্নয়ন নেই। জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, মা-বোনেদের সম্মান নিয়ে ছেলেখেলা চলছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় চিকিৎসার জন্য মানুষকে ভিনরাজ্যে ছুটতে হচ্ছে। সরকারি স্কুল দিনের পর দিন বন্ধ , অথচ বেসরকারি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে। গৌরীশংকর জানান, আমরা যেখানেই যাচ্ছি, মানুষ অভিযোগ করছেন-বাড়িতে পানীয় জল নেই, নিরাপত্তা নেই, আবাস যোজনার টাকা মিলছে না। টাকা পেতে গেলে তৃণমূল নেতাদের কাটমানি দিতে হচ্ছে। এই অত্যাচারে জর্জরিত মুর্শিদাবাদের মানুষ এখন সচেতন হয়েছেন। তাঁরা চাইছেন তৃণমূলকে বিসর্জন দিয়ে বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন রাণীনগর বিধানসভা কেন্দ্রের গেরুয়া প্রার্থী রানাপ্রতাপ সিংহ রায়। এদিন সকালে তিনি লক্ষীনারায়নপুর এলাকায় ৩ নম্বর মন্ডলে দলের কর্মী সমর্থকদেরকে নিয়ে প্রচার চালান। এরপর তিনি ঘোড়াইপুর , চাতরা, হারুডাঙ্গা চর এলাকায় নির্বাচনী প্রচার করেন। বিজেপি প্রার্থী বলেন, বিচারাধীন তালিকায় থাকা প্রায় ৫৫ হাজার মানুষের নাম বাদ গেছে এই বিধানসভা এলাকায়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই অবৈধভাবে এই দেশে বসবাস করছিলেন। বিজেপি প্রার্থী বলেন, নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের বেশিরভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। মাত্র ৪০ -৫০ জন হিন্দু ভোটারের নাম আপাতত ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে। বিপুল সংখ্যক 'অবৈধ' ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ায় আমরা আশাবাদী, বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক আবার এই এলাকায় ফিরে এসেছে। এলাকার হিন্দুত্ববাদী মানুষেরা এবছর বিজেপি ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকে ভোট দেবেন না। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রবাদী মুসলমানরাও এবছর বিজেপি প্রার্থী হিসেবে আমাকে জয়যুক্ত করার জন্য এককাট্টা হয়েছেন। অন্যদিকে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুনীল চৌধুরীর সমর্থনে লাগানো পোস্টার -ব্যানার রাতের অন্ধকারে ছেঁড়ার অভিযোগ উঠল কিছু দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে বুধবার রাতে রাস্তার আলো বন্ধ করে বেওয়া এলাকায় প্রায় বিজেপি প্রার্থীর প্রায় ২০০ টি পোস্টার -ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল প্রার্থী সুনীল চৌধুরী বলেন, এলাকার বিজেপি কর্মীদেরকে ভয় দেখানোর জন্য বেওয়া এবং বিন্দুগ্রামে আমার সমর্থনে লাগানো প্রচুর পোস্টার এবং ব্যানার দুষ্কৃতীরা ছিঁড়ে দিয়েছে। আমরা গোটা ঘটনাটি পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনকে জানাচ্ছি। সুনীল চৌধুরী বলেন, আজ ফরাক্কা বিধানসভার ব্রাহ্মণগ্রাম এবং নয়নসুখ এলাকায় আমি প্রচার চালালাম। ফরাক্কা বিধানসভা এলাকার মানুষ গত পাঁচ বছরে তৃণমূলের 'অপশাসনে' অতিষ্ঠ হয়ে গেছেন। তারা সকলেই এবছর বিজেপি প্রার্থী হিসেবে আমার পক্ষে ভোট দেবেন।

অকাল মরশুমে তুষারপাতের বিরল দৃশ্যে সাদা চাদরে ঢেকে গেল সান্দাকফু

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৯ এপ্রিল ঃ অকাল মরশুমে সাদা চাদরে মোড়া এই জায়গা! একদিকে আনন্দ, আরেকদিকে দুশ্চিন্তা! সমতলে যখন রোদ-বৃষ্টির খেলা, তখন পাহাড়ে একেবারে ভিন্ন ছবি। সান্দাকফু ঢেকেছে সাদা তুষারের চাদরে। সোশ্যাল মিডিয়াতে এমনই ছবি ভাইরাল হচ্ছে। অকাল তুষারপাতে একদিকে যেমন পর্যটকদের মনে খুশির আমেজ, অন্যদিকে কিছুটা দুশ্চিন্তাও তৈরি হয়েছে। গতকাল বিকেল থেকেই দার্জিলিংয়ে আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করে। সন্ধ্যার পর থেকে টানা বৃষ্টিপাত চলছে, যা এখনও অব্যাহত বলেই জানা যাচ্ছে। এরই মাঝে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল সান্দাকফুতে শুরু হয়েছে ভারী তুষারপাত। ফলে রাতারাতি বদলেছে পাহাড়ের রূপ, সবুজ নয় বদলে এখন চারিদিক সাদা বরফে মোড়া। যেসব পর্যটক গতকাল সান্দাকফুতে পৌঁছেছিলেন, তাঁরা আপাতত সেখানকার হোমস্টেগুলিতেই নিরাপদে রয়েছেন। বিশেষ করে ল্যান্ড রোভার চলতে না পারায় কেউই এখন নিচে মানভঞ্জনে ফিরতে পারছেন না। এই সময় সাধারণত তুষারপাতের মরশুম নয়। বরং মনোরম আবহাওয়া আর পরিষ্কার আকাশের টানে বহু পর্যটক ভিড় জমান সান্দাকফুতে। কিন্তু হঠাৎ আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে অনেকের পরিকল্পনাই ভেস্তে গেছে। তবে পর্যটকরা এখনও পর্যন্ত নিরাপদে থাকায় আপাতত কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে, প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। অপ্রত্যাশিত এই তুষারপাত পাহাড়কে নতুন রূপে সাজালেও, যাতায়াত স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত দুশ্চিন্তা নেই বললেই চলে।

রাস্তা মেরামতিতে গ্রামবাসীদের পাশে বিজেপি প্রার্থী, মিলল পতাকা লাগানোর অনুমতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ এপ্রিল ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি ব্লকের ঘৃতগ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশগেড়িয়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ ছিল গ্রামবাসীদের মধ্যে। বিশেষ করে বৃষ্টির সময় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে, ফলে সাধারণ মানুষের চলাচল কার্যত দুঃসহ হয়ে পড়ে। এই সমস্যার জেরে এলাকায় কোনও রাজনৈতিক দলের পতাকা বা ফেস্টুন বাঁধতে দিতেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সকালে এলাকায় পৌঁছান কেশিয়াড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ভদ্র হেমরম। তিনি শুধু পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই থেমে থাকেননি, বরং নিজে হাতে রাস্তা মেরামতির কাজে নেমে পড়েন এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। তাঁর এই উদ্যোগে কিছুটা হলেও মন গলতে শুরু করে স্থানীয়দের। রাস্তা সংস্কারের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের পর গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে এলাকায় দলের পতাকা ও ব্যানার লাগানোর অনুমতি চান তিনি। গ্রামবাসীরাও তাঁর কাজের প্রশংসা করে অনুমতি দেন। এরপর প্রার্থী নিজেই এলাকায় দলীয় পতাকা বাঁধেন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, সরাসরি মানুষের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসায় প্রার্থীর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে।

অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গুলি ও মোবাইল ফোন উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৯ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের আগে বড়সড় সাফল্য পেল মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার পুলিশ। সুকি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গুলি ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন খবরের ভিত্তিতে নবগ্রাম থানার পুলিশ সুকি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় হানা দেয়। সেখান থেকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয় সামশুদ্দিন আহামেদ (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে। তার বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার নিমতিতা এলাকায়। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২০ রাউন্ড গুলি এবং বিভিন্ন কোম্পানির মোট ৭১ টি মোবাইল ফোন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়, বিশেষ করে নির্বাচনের মুখে এই উদ্ধারকে ঘিরে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন জায়গায় কয়েক দিন ধরেই বোমা উদ্ধার হচ্ছে। আর এরই মধ্যে গুলি উদ্ধার চলছে । তবে এত পরিমাণ গুলি ও মোবাইল ফোন উদ্ধার হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় পাশাপাশি তদন্তে নেমেছে পুলিশ। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন বিষয়টির উপর নজর রেখেছে বলেও জানা গেছে।

বাড়ি বাড়ি প্রচারে জোর তৃণমূলের, গোঘাটে বাড়ছে রাজনৈতিক তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ৯ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গোঘাটের বেঙায় অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি প্রচার জোরদার করা হয়েছে। অঞ্চল তৃণমূলের তত্ত্বাবধানে এবং অঞ্চল সভাপতি অমর পণ্ডিতের নেতৃত্বে কর্মী- সমর্থকেরা সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে প্রচার চালাচ্ছেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের সমস্যা ও দাবিদাওয়াও শোনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দলীয় নেতৃত্ব। অমর পণ্ডিতের দাবি, মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তোলা এবং সরকারের উন্নয়নের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রচারে অংশ নেওয়া কর্মীদের মতে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া মিলছে। অনেকেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরছেন এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পক্ষেই মত দিচ্ছেন। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে মাঠে নেমেছে, আর তার মধ্যেই তৃণমূলের এই জনসংযোগ কর্মসূচি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

মোবাইলেই মিলছে সব, ডিজিটাল চাপে বিলুপ্তির পথে বাংলা পঞ্জিকার সংস্কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৯ এপ্রিল ঃ একটা সময় ছিল যখন বাড়িতে বাড়িতে বাংলা পঞ্জিকা থাকত। কোনও কিছু শুভ কাজের আগে বাড়ির বয়স্করা পঞ্জিকা দেখে দিনক্ষণ ঠিক করতেন। বাংলা বছর শুরুর আগেই পঞ্জিকার চাহিদা বেড়ে যেত। বইয়ের দোকান ও হাটবাজারে পঞ্জিকা কিনতে ভিড় জমত। বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, অন্নপ্রাশন থেকে শুরু করে ছোটখাটো পুজো-সব ক্ষেত্রেই পঞ্জিকা দেখে দিনক্ষণ ঠিক হত। কয়েক বছর আগে পঞ্জিকা শুধু একটি বই ছিল না, এটি ছিল এক ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই রীতি চলে এসেছে। তবে এখন সময় বদলেছে। পঞ্জিকার জায়গা নিয়েছে ডিজিটাল মাধ্যম। স্মার্টফোন আর ইন্টারনেটের সহজলভ্যতায় মানুষ এখন মোবাইলেই সব তথ্য পেয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন অ্যাপ ও ওয়েবসাইট প্রতিদিনের বাংলা তারিখ, তিথি, নক্ষত্র সব আপডেট দিয়ে দিচ্ছে। ফলে আলাদা করে বই কিনে পঞ্জিকা দেখার প্রয়োজন অনেকটাই কমে গেছে। ডিজিটাল ঘড়ি বা ক্যালেন্ডারেও এখন বাংলা তারিখ দেখা যায়। এতে সময়ও বাঁচছে। মানুষ দ্রুত কাজ সারতে পারছে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম বইয়ের পঞ্জিকার থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছে। এই পরিবর্তনের বড় প্রভাব পড়েছে পঞ্জিকা বিক্রেতাদের উপর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরের বাদল দাস বহু বছর ধরে পঞ্জিকা বিক্রি করছেন। এক সময় বছরের শেষ মাসে তিনি প্রচুর পঞ্জিকা বিক্রি করতেন। এতে ভালই লাভও হত। আগে যেখানে তিনি হাজারখানেক পঞ্জিকা আনতেন, এখন সেই সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ১০ থেকে ১২টিতে। বিক্রি প্রায় নেই বললেই চলে। ক্রেতার সংখ্যা অনেক কমে গেছে। সারাদিন দোকানে বসে থাকলেও খুব একটা বিক্রি হয় না। বাংলা পঞ্জিকার এমন হাল দেখে সমস্যায়

পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে বাংলা পঞ্জিকার এই ঐতিহ্য ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে পারে। মানুষ এখন দ্রুত এবং সহজ উপায়ে তথ্য পেতে চায়। তাই তারা ডিজিটাল মাধ্যমকেই বেছে নিচ্ছে। তবে এর ফলে বাঙালির পুরনো সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পঞ্জিকা ব্যবসায়ীরা বলছেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হয়তো এই ব্যবসা একেবারেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন বাংলা পঞ্জিকা শুধুমাত্র ডিজিটাল মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

মালদা ডিভিশনে উদ্বেগের ছবিঃ ক্রমবর্ধমান চেইন টানার ঘটনায় ব্যাহত ট্রেন পরিষেবা

কলকাতা, ৯ এপ্রিল ঃ সজল দত্ত (নাম পরিবর্তিত) মালদা থেকে হাওড়াগামী ১৩০১২ ডাউন ট্রেনে চেপেছিলেন এক বুক আশা নিয়ে। বহু অপেক্ষার পর পাওয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চাকরির ইন্টারভিউ ছিল তাঁর। কিন্তু মাঝপথে কোনো এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি নিছক মজার ছলে ট্রেনের চেইন (ACP) টেনে দিলে থমকে যায় তাঁর স্বপ্ন। এই অনভিপ্রেত দেরির কারণে সজল তাঁর ইন্টারভিউটি মিস করেন। সজলের এই যন্ত্রণার গল্প আজ হাজার হাজার যাত্রীর বাস্তব ছবি, যেখানে জরুরি ব্রেকিং সিস্টেমকে খেলনা হিসেবে ব্যবহার করে অন্যের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের সাম্প্রতিক তথ্যে এই চিন্তাজনক চিত্রটি ফুটে উঠেছে। ২০২৪-২৫ সালে এই বিভাগে মোট ২৮০টি চেইন টানার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল, যার ফলে ২২০টি ট্রেন দেরিতে চলেছে। বর্তমান বছরে (২০২৫-২৬) পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক ঘটনার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯৬টি, যা ২৩১টি ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা নষ্ট করেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মালদা ডিভিশনের সাহিবগঞ্জ-ভাগলপুর এবং মালদা টাউন-আজিমগঞ্জ সেকশনে এই ধরনের অননুমোদিত চেইন টানার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটছে। এই নির্দিষ্ট এলাকাগুলো বর্তমানে দুষ্কৃতীমূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, যা রেলের পরিষেবা ও নির্ভরযোগ্যতাকে ব্যাহত করছে। যাত্রীদের বুঝতে হবে যে, অ্যালার্ম চেইন টানা কোনো শখের বিষয় নয়, এটি একটি গুরুতর আইনি অপরাধ। রেলওয়ে আইন ১৯৮৯-এর ১৪১ ধারা অনুযায়ী, কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ট্রেনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করলেঃ অনূর্ধ্ব ১ বছর কারাদণ্ড, ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ডই হতে পারে। প্রথমবার অপরাধের জন্য ন্যূনতম ৫০০ টাকা জরিমানা বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয়বার বা তার বেশি বার এই অপরাধ করলে কমপক্ষে ৩ মাসের কারাবাস অবধারিত। দেরি করে আসা বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করা বা বাড়ির কাছে নামার মতো তুচ্ছ কারণে চেইন টানলে কেবল ট্রেনই থামে না, নষ্ট হয় হাজার হাজার মানুষের কর্মঘণ্টা। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (RPF) প্রতিনিয়ত নজরদারি চালাচ্ছে যাতে সাধারণ যাত্রীদের যাত্রা নিরবচ্ছিন্ন থাকে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেনঃ অ্যালার্ম চেইনের অপব্যবহার একটি

গুরুতর অপরাধ। বিশেষ করে মালদা ডিভিশনে এই ঘটনার বৃদ্ধি সাধারণ যাত্রীদের চরম ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যবস্থাটি কেবল জীবন- মরণ সংকটের কথা ভেবে তৈরি করা হয়েছে। তুচ্ছ কারণে এর যথেচ্ছ ব্যবহার আমাদের সময়ানুবর্তিতার লক্ষ্যকে বাধা দিচ্ছে। আমরা জনসাধারণের কাছে দায়িত্বশীল হওয়ার আবেদন জানাই, যাতে কারোর সামান্য দুষ্টুমির কারণে অন্য কোনো যাত্রীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হাতছাড়া না হয়। শান্তির রেল, নিরাপদ যাত্রা-আসুন আইন মানি, সময় বাঁচাই।

লাচেনে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার সম্পূর্ণ, গ্যাংটকের পথে রওনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গ্যাংটক, ৯ এপ্রিল ঃ উত্তর সিকিমের লাচেনে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারে 'অপারেশন হিম সেতু' চালায় ভারতীয় সেনা। ভূমিধসের জেরে লাচেন ও চুংথাংয়ের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করে সেনার ত্রিশক্তি কর্পস। বৃহস্পতিবার সেনার তরফে জানানো হযেছে, প্রতিকূল আবহাওয়া ও ভারী তুষারপাতের মধ্যেও বিকল্প পথ তৈরি করে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। সীমান্ত সড়ক সংস্থা (বিআরও)-র সহযোগিতায় রাস্তা পরিষ্কার করে যোগাযোগ পুনরুদ্ধারের কাজও একসঙ্গে চলেছে। ইতিমধ্যেই ১৩৫ জন পর্যটককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি ৩২টি হালকা যান ও ১০টি মোটরসাইকেলও সরিয়ে আনা হয়েছে। সেনা ও প্রশাসনের সমন্বিত প্রচেষ্টায় ধাপে ধাপে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। বর্তমানে লাচেনে প্রায় ১,০০০ পর্যটক আটকে থাকলেও তাঁদের নিরাপদে সরিয়ে আনতে কাজ চলছে বলে জানানো হয়েছে। অসুস্থ ও জরুরি পরিষেবার প্রয়োজন এমন পর্যটকদের অগ্রাধিকার দিয়ে সরিয়ে আনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, তারাম ছু এলাকায় অস্থায়ী পদচারী সেতু তৈরি করে পর্যটকদের পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়। সেই সেতু পেরিয়ে পর্যটকদের গ্যাংটকের দিকে পাঠানো হয়েছে। উদ্ধার প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে তদারকি করেন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সমদুপ লেপচা। উল্লেখ্য, তারাম ছু এলাকায় ভূমিধসে রাস্তার বড় অংশ ভেঙে পড়ায় লাচেনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরে সেনা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার তৎপরতায় দ্রুত উদ্ধার অভিযান চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

খড়গপুরে রেকর্ড জয়ের দাবি বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ৯ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টিকে (বিজেপি) শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে গড়ে তোলার নেপথ্যে অন্যতম প্রধান কারিগর হিসেবে পরিচিত দিলীপ ঘোষ। সংগঠনের দক্ষতা এবং রাজনৈতিক কৌশলের ওপর ভর করে তিনি একটি দলকে প্রধান বিরোধী শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। আসন্ন ২০২৬- এর নির্বাচনে সেই দিলীপ ঘোষকে আবারও তাঁর পুরনো দুর্গ খড়গপুর সদরের প্রার্থী করেছে দল। দীর্ঘদিনের সঙ্ঘ ঘনিষ্ঠ দিলীপ ঘোষ ১৯৮০ সালে গোপীবল্লভপুর থেকে মাধ্যমিক এবং পরবর্তীতে ২০ বছর বয়সে প্রচারক হিসেবে জীবন শুরু করেন। তৃণমূল স্তরে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্বল করে ২০১৫ সালে তিনি যখন রাজ্য বিজেপির ব্যাটন হাতে নেন, তখন সংগঠন ছিল ভঙ্গুর। এরপর ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০১৯-এর লোকসভায় ১৮টি আসন এবং ২০২১-এর বিধানসভায় ৭৭টি আসনে দলের উত্থান তাঁর নেতৃত্বেই ঘটেছিল। যদিও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে তাঁকে বর্ধমান- দুর্গাপুরে প্রার্থী করা হলে তিনি পরাজিত হন। তবে এবার নিজের পরিচিত খড়গপুর সদর কেন্দ্রে ফিরে এসে রেকর্ড জয়ের বিষয়ে তিনি আত্মবিশ্বাসী। বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় দিলীপ ঘোষ দাবি করেন, খড়গপুরে এবার রেকর্ড ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবেন তিনি। তাঁর মতে, রাজ্যে বর্তমান শাসকদলের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ক্ষোভ ও ভয়ের পরিবেশ রয়েছে এবং তিন শতাধিক বিজেপি কর্মীর আত্মবলিদান বৃথা যাবে না। প্রতিদিন সকালে 'প্রাতঃভ্রমণ' কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ সরাসরি শুনছেন তিনি। নিজের নির্বাচনী লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার স্পষ্ট করে তিনি জানান, তাঁর প্রধান লক্ষ্য হলো 'নতুন খড়গপুর' নির্মাণ করা। শহরকে মাফিয়া ও দুর্নীতিমুক্ত করার পাশাপাশি আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থা এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর তিনি জোর দিচ্ছেন। এছাড়া প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া, যুবকদের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করা এবং সড়কের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন তিনি। দিলীপ ঘোষ আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের ওপর আস্থা রেখেই তিনি মানুষের আশীর্বাদ চাইছেন। 'পরিবর্তনের প্রয়োজন' এবং 'বিজেপি সরকার'-এই বার্তাকে সামনে রেখেই বুথ স্তরে সংগঠনকে আরও মজবুত করছেন তিনি। তাঁর বিশ্বাস, খড়গপুরের মানুষ এবার নির্ণায়ক রায় দিয়ে তাঁকে জয়ী করবেন।

আসানসোল - গয়া মেমু ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন

কলকাতা, ০৯ এপ্রিল ঃ আসানসোল ডিভিশনের কুলটি ও বরাকর স্টেশনের মধ্যবর্তী ১১কনম্বর সেতুর অপসারণ কাজের জন্য, ১১.০৪.২০২৬ তারিখে একটি 'ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক'-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে, ১১.০৪.২০২৬ (শনিবার) তারিখে ১৩৫৪৫ আসানসোল - গয়া মেমু ট্রেনের সময়সূচি ৪০ মিনিট পিছিয়ে দেওয়া হবে।

PUBLIC NOTICE

This is to inform that Sufia Begam, W/o-Rejaul Karim Mallick, D/o-Samsujjoha Mondal, resident of Vill-Pichkuri Uttarpara, P.O-Pichkuri, P.S-Ausgram, Dist-Purba Bardhaman, is also known as Sufia Begam / Suphiya Mallick / Mallik Suphiya in different documents due to clerical errors and surname variation after marriage. An Affidavit being No. SIL-2310 dated 01-04-2026 sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Purba Bardhaman confirms that all the above names belong to one and the same person. Hence, all concerned may treat the names as one and the same person.

Sd/- Sufia Begam

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি SHIB SANKAR BASAK S/o BISWANATH BASAK ঠিকানা 38/H/7 MANIKTALA MAIN ROAD, Kankurgachi S.O. Kankurgachi, Kolkata-700054 নতুন EC পাইবার জন্য W.B.L.C.S.C. এ আবেদন করিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C, 1, Beliaghata Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

PUBLIC NOTICE

Advocate of Applicant Shri M M Ahuja

IN THE COURT OF 5TH ADD. SENIOR CIVIL JUDGE, (P B BOHRA)
AT: HIMMATNAGAR, DIST.: SABARKANTHA, GUJARAT STATE

Summary Suit No.: 60 / 2019
Next Date : 01.05.2026
Exh. No.:

Plaintiff : Allahabad Bank, Himmatnagar Branch District - Sabarkantha

V/s

Defendant : Bapi Saha S/o Nikhil Saha
Permanent Address : Uttar Basudev, Pur Paschim Pally, Kamarhati (m), 29 Belgharia, North 24, Parganas West Bengal - 700056.

Whereas Plaintiff has instituted a suit against you under Order 37 of the Code of Civil Procedure, 1908 for **Rs. 11,93,646/-** and interest, you are hereby summoned to Cause an appearance to be entered for you within ten days from the Service hereof, in default whereof Plaintiff will be entitled. After the expiration of the said period of ten days, to obtain a decree for any sum not - exceeding the sum of **Rs. 11,93,646/-** and the sum of Rs. --- /- for costs, together with such interest, if any, as the court may Order.

If you cause an appearance to be enter for you the plaintiff will there after serve upon you a summons for judgement at the hearing of which you will be entitled to move the Court for leave to defend the suit.

Leave to defend may be obtained if you satisfy the Court by affidavit or otherwise that there is a defense to that suit on merits or that it is reasonable that you should be allowed to defend.

Given under my hand and seal of the court this 03rd day of April, 2026.

Drawn by (C.H.Prajapati) Se.Clerk | **Comp. by (V.S.Chauhan) Assistant** | **Seal** | **By Order (G.Y.Shah), Superintendent 5th Addl. Senior Civil Court Himmatnagar, Dis. Sabarkantha.**

Format C-1

(for candidate to publish in News papers, TV)

Declaration about criminal cases:

(As per the judgment dated 25" September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. -VS- Union of India & Anr.)

Name and address of Candidate: **MD. GHULAM RABBANI**
Village: Uttar Biprit, PO- Bahar, PS- Goalpokhar, District- Uttar Dinajpur (West Bengal), PIN- 733210

Name of Political Party: **ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS.**
(independent Candidate should write "Independent" here)

Name of Election: **GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF WEST BENGAL, 2026**

* Name of Constituency: **30-GOALPOKHAR ASSEMBLY CONSTITUENCY**

I, **MD. GHULAM RABBANI** (name of Candidate), a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents.

(A) Pending Criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of case (s)	Section(s) of Acts concerned & brief description of offence(s)
1.	Ld. Additional Chief Judicial Magistrate, islampur, District Uttar Dinajpur (West Bengal)	Islampur PS Case No. 13/2002 (G.R. No. 36/2002) Date: 17-01-02	Charge framed Next date 14-05-2026 for evidence	Alleged offences under Sections 147/148/325/427/506 of Indian Penal Code 1860 (Punishment for rioting, armed with deadly weapons, Punishment for voluntarily causing grievous hurt, Mischief causing damage to the amount of fifty rupees, and punishment for criminal intimidation)

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences) & punishment	Maximum Punishment Imposed
1.	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE
2.	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE
3.	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE

আনোয়ার ও সিবলেকে রেখেই জয়ে চোখ ব্রুজোঁর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ এপ্রিলঃ মঙ্গলবার ঘরের মাঠে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে ১-২ ব্যবধানে হেরেছে চেন্নাইয়ান এফসি। কলকাতায় বসে সেই ম্যাচ দেখে নোট নিয়েছেন ইস্ট বেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। বুধবার প্র্যাকটিসের আগে ফুটবলারদের সঙ্গে প্রতিপক্ষের ভুলত্রুটি নিয়ে আলোচনা সেরে নিলেন তিনি। কারণ, শনিবার সেই চেন্নাইয়ানের বিরুদ্ধে মরশুমের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে মশাল বাহিনী। প্রতিযোগিতার খেতাবি দৌড়ে ঢোকার জন্য এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট চাই লাল-হলুদের। প্রস্তুতিতে তাই বিন্দুমাত্র খামতি রাখতে নারাজ স্প্যানিশ কোচ। সিবলে ও আনোয়ারের ফিটনেস তাতে বা।তি আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে। তবে মাঠের বাইরে রশিদ। এদিন দলের সঙ্গে ফিটনেস ট্রেনিংয়ে অংশ নেন তিনি। তারপর ফিজিওর তত্ত্বাবধানে একা দৌড়াতে দেখা যায় তাঁকে। এদিন যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে ম্যাচ সিচুয়েশনের উপরেই জোর দিয়েছিলেন কোচ ব্রুজোঁ। মূলত ডিফেন্ডারদের সঙ্গে ফরোয়ার্ডদের খেলিয়ে পরখ করে নেন তিনি। এই পর্বে রাকিপ, আনোয়ার, সিবলে ও লালচুংনুঙ্গাদের দিয়ে ডিফেন্স সাজানো হয়েছিল। আর আক্রমণ শানালেন মিগুয়েল-এজেজ্জারিরা। পাশাপাশি ডিফেন্সিভ ব্লকারের জায়গায় দেখা গেল জিকসন সিংকে। সব শেষে সেটপিসের মহ।ও সারলেন ক্রেসপোরা। মহমেডানের বিরুদ্ধে বড় জয়ে তিনটি গোল এসেছিল পেনাল্টি থেকে। চেন্নাইয়ান ম্যাচের আগেও সেই প্রস্তুতি সেরে রাখলেন মিগুয়েলরা।

মরশুম শেষে লন্ডন পাড়ি দেবেন লিস্টন-মনবীররা, খেলবেন এই টুর্নামেন্টে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিলঃ ফুটবল মরশুম শেষে ইউনিটি কাপে অংশ নেবে ভারতীয় ফুটবল দল। লন্ডনে ২৬ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত চলবে এই টুর্নামেন্ট। চার দেশীয় টুর্নামেন্টে ভারত ছাড়াও খেলবে নাইজেরিয়া, জামাইকা এবং জিম্বাবোয়ে। চার্লটন অ্যাথলেটিক এফসির ঘরের মাঠ দা ভ্যালিতে হবে ম্যাচগুলো। ২৭ মে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে জামাইকার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পেয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ ভারতীয় দলের সামনে। নাইজেরিয়া, জামাইকা এবং জিম্বাবোয়ের ফুটবলের ইতিহাস আছে। ফিফা বিশ্বকাপেও অংশ নিয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য ভাল অভিজ্ঞতা হবে প্লেয়ারদের। সব সময় শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পাওয়া যায় না।

খেলবে ভারত। খেলা শুরু সন্ধে সাড়ে সাতটায়। ২৬ মে নাইজেরিয়া এবং জিম্বাবোয়ের মধ্যে প্রথম সেমিফাইনাল। ৩০ মে ফাইনাল। আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে ২৪ বছর পর ব্রিটেনে ফিরবে ভারত। ২০০২ সালে শেষবার ইউকেতে খেলেছিল ভারতীয় ফুটবল দল। জামাইকার বিরুদ্ধে দুটো ম্যাচ খেলে। একটি ম্যাচে ০-৩ গোলে হারে, একটি ম্যাচ ড্র হয়। এর আগে নাইজেরিয়া এবং জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে কখনও খেলেনি ভারত। ফেডারেশের সচিব সত্যনারায়ণ বলেন, ''২৪ বছর পর ছেলেদের জাতীয় ফুটবল দল ব্রিটেনে ফিরবে। প্রথমবার ওখানকার নিজেদের পরীক্ষা করার, উন্নত করার সুযোগ মিলবে। আমাদের সেই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ। একটা প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্টের অপেক্ষায়।'' ফিফা ক্রমতালিকা অনুযায়ী, ১৩৬ নম্বরে রয়েছে ভারত। নাইজেরিয়া রয়েছে ২৬ নম্বরে, জামাইকা ৭১ নম্বরে এবং জিম্বাবোয়ের ১৩০ নম্বরে। সম্প্রতি এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতাঅর্জন পর্বে উদ্বুদ্ধ পারফরম্যান্সে হংকংয়ের বিরুদ্ধে জেতে খালিদ জামিলের ভারতীয় দল। এটাই ভারতীয় ফুটবলের টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে।

আয়ু আর মাত্র তিন থেকে ছয় মাস!

মাথায় ভেঙে পড়েছিল আকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেটের সেরা ম্যাচ উইনারদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে একটা সময় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু জীবনযুদ্ধ জয় করেন যুবরাজ সিং। তার গল্প আগামী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে। আগামী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের জন্য বড় উদাহরণ। ২০০৭ টি-২০ বিশ্বকাপ এবং ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী দলের সিরিজ সেরা থেকে ক্যান্সার জয়ী। তার জীবন সংগ্রাম নিয়ে একটি সিনেমা হতে পারে। দীর্ঘ বছর কেটে যাওয়ার পর ক্যান্সার যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেন যুবরাজ। জানান, মারণ রোগ ধরা পড়ার পর, প্রথমে চিকিৎসক জানায়, আর মাত্র তিন থেকে চার মাস আয়ু তাঁর। ২০১১ বিশ্বকাপের সময় ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। কিন্তু যন্ত্রণা সহ্য করে দেশের হয়ে নিজেকে উজাড় করে দেন। ক্রিকেট জীবনের কয়েকটি সেরা পারফরম্যান্স উপহার দেন। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর তিনি উপলব্ধি করেন, শরীরের কতটা অবনতি হয়েছে। যুবরাজ বলেন, ''মেনে নেওয়া কঠিন ছিল। তাও আবার কেরিয়ারের সেরা সময় থাকাকালীন। পাহাড়ের ওপর থেকে খাদে পড়ে যাওয়ার মতো। আমি দিল্লিতে ছিলাম। আমরা ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাচ্ছিলাম। গাঙ্গুলি অবসর নেওয়ায় টেস্টে আমি জায়গা পাই। আমি সেই স্পটের জন্য সাত বছর অপেক্ষা করি। আমি বলি, আমি মারা গেলেও ক্ষতি নেই। আমার ওই জায়গাটা চাই। কিন্তু আমি ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ি। ডাক্তার নীতীশ রোহতাগি বলেন, টিউমার হার্ট এবং ফুসফুসের মাঝে আছে। হয় তুমি গিয়ে ক্রিকেট খেলো, যেকোনো দিন তোমার হার্ট অ্যাটাক হবে। কেমোথেরাপি না নিলে তিন থেকে ছয় মাস বাঁচবে। তখন বুঝলাম, আমাকে এবার ভাবতে হবে।'' মাইকেল ভনের সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে একটি আলোচনায় এমন জানান যুবি। এরপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তারকা ক্রিকেটার। বলা হয়েছিল, আর হয়ত কোনোদিন ক্রিকেট খেলতে পারবেন না। কিন্তু ম্যাচ জেতার মানসিকতা বদলায়নি। জীবন যুদ্ধ জয় করেন। যুবরাজ বলেন, ''আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডাক্তার আইনহোর্নের সঙ্গে দেখা করি। যিনি ল্যান্স আর্মস্ট্রিংয়ের চিকিৎসা করেন। আমি আর কোনোদিন ক্রিকেট খেলতে পারব না, এটা মেনে নিতে একবছর লেগে যায়। মানসিকভাবে খুব কঠিন ছিল। মনে হত, আমি ক্রিকেট না খেললে আমি কে? আমি কেউ না।'' জানান, চিকিৎসা চলাকালীন ক্রিকেটের ভিডিও দেখতেন। তাঁকে দেখতে যান সচিন তেন্ডুলকার এবং অনিল কুম্বলে। তারকা স্পিনার তাঁকে ভিডিও দেখতে বারণ করেন। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেন। ল্যাপটপ বন্ধ করে চিকিৎসায় ফোকাস করতে বলেন। ডাক্তার আইনহোর্ন তাঁকে আত্মবিশ্বাস জোগান। বলেন, তিনি হাসপাতাল থেকে হেঁটে বেরোবেন, এবং আর কোনওদিন পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। সেখান থেকেই মনে জোর পান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার ছয় মাসের মধ্যে টি-২০ বিশ্বকাপ খেলেন যুবি। সেরা ছন্দে না থাকা সত্ত্বেও ম্যাচের সেরা হন। এরপর দু'মাসের ফিটনেস ট্রেনিংয়ের জন্য জাহির খানের সঙ্গে ফ্রান্সে যান। তারপর ফের জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করেন। ভনের সঙ্গে চ্যাট শোতে আরও একবার নিজের কাহিনি তুলে ধরেন যুবি।

আইপিএলের মাঝেই নতুন নিষেধাজ্ঞা, আরও কঠোর হল বিসিসিআই!

মুম্বই, ৯ এপ্রিলঃ চলছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। ইতিমধ্যেই আইপিএল শুরুর আগে দলগুলির জন্য একগাদা কঠোর নিয়ম এনেছিল বিসিসিআই। মরশুমের শুরুতেই প্র্যাকটিস সংক্রান্ত নিয়ম জানিয়েছিল বিসিসিআই। এবার ম্যাচ চলার সময়ের জন্য বেশ কিছু নতুন নিয়ম আনল বিসিসিআই। যার মধ্যে রয়েছে, যাঁরা প্লেয়িং ইলেভেনে নেই, তাঁদের সম্পর্কিত বেশ কিছু নিয়মও। লাইনে সর্বাধিক ৫ জন খেলোয়াড় ঘুরতে পারবেন। বাকিদের থাকতে হবে ডাগ আউটে। তারা এলইডি বোর্ড বা বাউন্ডারি লাইনের আশেপাশে ঘুরতে পারবেন না। আইপিএলে একটি দলের স্কোয়াডে থাকে ২৫ জন ক্রিকেটার, যার মধ্যে টিম শিটে উল্লেখ থাকে ১৬ জনের। এই নিয়মগুলি বর্তমান ম্যাচ প্লেয়িং কন্ডিশনের ১১.৫.২ ধারা ও ২৪.১.৪ ধারাকে আরও কঠোর

এই নিয়ম মেনে চলতেই হবে ক্রিকেটারদের, নাহলে বড় জরিমানা হতে পারে তাঁদের। এবার থেকে আইপিএলের ম্যাচ চলাকালীন অতিরিক্ত প্লেয়াররা মাঠে বা তার আশেপাশে থাকতে পারবেন না। ম্যাচের জন্য নির্বাচিত ১৬ জন ক্রিকেটারই মাঠে ঢুকতে পারবেন। তাঁদের এই কাজ হয় মূলত ড্রিঙ্কস আনা বা কোনও মেসেজ দেওয়ার জন্য। এবার সেই নিয়মেই কড়াকড়ি শুরু করল বোর্ড। আগে এই রিজার্ভ ক্রিকেটাররা যেকোনও সময় মাঠে ঢুকলেও এখন সেই নিয়ম বন্ধ করা হয়েছে। বিসিসিআই জানিয়ে দিয়েছে, এবার থেকে বাউন্ডারি করেছে। ড্রিঙ্কস নেওয়া ও বিব (জার্সির উপর পরে থাকা হাতকাটা জার্সি) পরে থাকা সম্পর্কিত নিয়ম আগে থেকেই ছিল, এবার তা যেন আরও কঠোর হয়ে গেল। বিসিসিআই-এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ম্যাচ চলাকালীন সমস্ত সাবস্টিটিউট ক্রিকেটারদেরই এক জায়গায় থাকতে হবে, ঘোরাফেরা করতে দেওয়া হবে না। তাঁরা ডাগ আউটেই বসবেন। ড্রিঙ্কস পাঠানো থেকে বাকি যা যা করণীয়, সব করবেন নির্বাচিত ১৬ জন। এই নতুন নিয়ম পুরো আইপিএল জুড়েই চলবে বলে জানিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই।

দিব্যাকে হারিয়ে ক্যান্ডিডেটসের মেয়েদের বিভাগে যৌথভাবে শীর্ষে উঠলেন বৈশালী

সংবাদ সংস্থা, পিজিয়া, ৯ এপ্রিলঃ শুরুতে মন্থর। তারপর ধীরে ধীরে গতি বাড়ানো। আর মোক্ষম সময়ে চূড়ান্ত আঘাত। ক্যান্ডিডেটস দাবার মেয়েদের বিভাগে এভাবেই নিজের জমি মজবুত করলেন রমেশবাবু বৈশালী। নবম রাউন্ডে দিব্যা দেশমুখকে হারিয়ে উঠে এলেন একেবারে শীর্ষে। তাঁর পাশে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী চিনের জিনার ঝু। ম্যাচের শুরুতে খেলায় তাড়াহুড়ো ছিল না। বৈশালী ধীরেসুস্থে, হিসেব করে এগিয়েছেন। দিব্যার বিরুদ্ধে প্রথমে অবস্থান শক্ত করে তারপর ধাপে ধাপে চাপ বাড়ানো। মিডল গেম থেকে শেষ পর্যায়ে এসে বোঝা যাচ্ছিল-কন্ট্রোল পুরোপুরিভাবে তাঁর দখলে। সেই সুযোগ কাজে লাগালেন। কোনও নাটকীয় সমাপ্তি নয়, দাপট অক্ষুণ্ণ রেখে পরিস্কার জয়ে খেল খতম! লড়াই শেষে বৈশালীর পয়েন্ট দাঁড়াল ৫.৫। একই রাউন্ডে জিতেছেন জিনার ঝুও। তিনি কাতেরিনা লাগনোকে পরাস্ত করেন। যার ফলে দু'জনের পয়েন্ট এই মুহূর্তে সমান-৫.৫। যৌথভাবে শীর্ষে। আপাতত পাঁচ রাউন্ড খেলা বাকি। অর্থাৎ, লড়াই এখনও খোলা। টুর্নামেন্টের এই পর্যায়ে এসে একটা বিষয় পরিস্কার-বৈশালী আর 'নীরব প্রতিদ্বন্দ্বী' নন, সরাসরি শিরোপার দাবিদার। পাশাপাশি শীর্ষে দু'জন থাকলেও, পেছনে ব্যবধান খুব কম। আন্না মুজিচুক ৫ পয়েন্টে। তিনি সর্বশেষ রাউন্ডে ঝোংই তানের বিরুদ্ধে ড্র করেন। দিব্যা, লাগনো, বিবিসারা আসাউবায়েভা-সবার ঝুলিতে ৪.৫। যার অর্থ, লড়াই কাঁটায়-কাঁটায়! এক ম্যাচে গোটা হিসেব বদলে যেতে পারে। ছোট্ট ভুল মানেই নির্মমভাবে লড়াই থেকে ছিটকে যাওয়া! ছেলেদের বিভাগ অনেকটা একপেশে। একচেটিয়া দাপট দেখাচ্ছেন জাভোখির সিন্দারভ। ৯ রাউন্ডে ৭ পয়েন্ট। অন্তিম খেলায় ম্যাথিয়াস ব্লুবাউমের বিরুদ্ধে ড্র করেও লিড ধরে রেখেছেন উজবেক দাবাড়ু। অন্যদিকে বড় জয় পেলেন অনীশ গিরি। হারালেন ফাবিয়ানো কারুয়ানাকে। আর বৈশালীর ভাই প্রজ্ঞানন্দ? ভাল জায়গায় থেকেও ওয়েই ই-র বিরুদ্ধে সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ। শিরোপার লড়াই থেকে প্রায় ছিটকে গিয়েছেন।

বর্ণহীন লিভারপুলকে হারিয়ে সেমির আশায় পিএসজি

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ৯ এপ্রিলঃ ঘরের মাঠে বুধবার রাতে কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে ২-০ গোলে জিতেছে প্যারিসের দলটি। দিজিরে দুয়ে শুরুতে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান খাভিচা কাভারাসখেলিয়া। পুরো ম্যাচে কখনোই সেভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি লিভারপুল। প্রায় ৭৫ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৮টি শট নিয়ে ছয়টি লক্ষ্যে রাখতে পারে পিএসজি। আর লিভারপুল দ্বিতীয়ার্ধে তিনটি শট নিলেও, কোনোটিই লক্ষ্যে ছিল না। অসংখ্য পরিস্কার সুযোগ নষ্ট করেছে পিএসজি, উসমান দেম্বেলে একাই হাতছাড়া করেন তিনটি। ফলে ব্যবধানও ততটা বড় হয়নি, যা অল্প হলেও বাঁচিয়ে রেখেছে লিভারপুলের আশা। এই নিয়ে টানা তিন ম্যাচে হারল লিভারপুল। প্রিমিয়ার লিগে সবশেষ ম্যাচে ব্রাইটনের মাঠে ২-১ গোলে হারের পর, গত শনিবার এফএ কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত হয় তারা। ম্যাচের শুরু থেকে পজেশন রাখায় একচেটিয়া চাপ ধরে রেখে একাদশ মিনিটে এগিয়ে যায় পিএসজি। ডি-বক্সের বাইরে প্রতিপক্ষের একাধিক খেলোয়াড়ের মধ্য দিয়ে এগোতে গিয়ে বল হারিয়ে ফেলেন দেম্বেলে, তবে পজেশন হারায়নি তারা। বল ধরে দারুণ উঁচু শটে ঠিকানা খুঁজে নেন দুয়ে। লিভারপুলের রক্ষণে ৩২তম মিনিটে আবার ভীতি ছড়ায় পিএসজি। এবার খাভিচা কাভারাসখেলিয়ার শট ঝাঁপিয়ে আটকান মামারদাশভিলি। পাঁচ মিনিট পর তিনি সময়মতো এগিয়ে রুখে দেন দুয়ের প্রচেষ্টা। ৪২তম মিনিটে দারুণ এক পাল্টা আক্রমণে সুবর্ণ সুযোগ পান দেম্বেলে। কিন্তু, স্বদেশি উইঙ্গার দুয়ের পাস ডি-বক্সে ফাঁকায় পেয়ে গোলরক্ষক বরাবর দুর্বল শট নেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে গোলের জন্য প্রথম শট নিতে পারে লিভারপুল, যদিও উগো একিটিকের সেই প্রচেষ্টা লক্ষ্যে ছিল না। একটু পর আরেকবার পেনাল্টি স্পটের কাছে ফাঁকায় বল পেয়ে হতাশ করেন দেম্বেলে, জোরাল শটে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। অসাধারণ নৈপুণ্যে ৬৫তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কাভারাসখেলিয়া। বাঁ পাশের সাইডলাইন থেকে দারুণ রক্ষণচেরা পাস বাড়ান জোয়াও নেভেস। বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে, পেছন থেকে একজনের দেওয়া বাধা সামলে, গোলরক্ষককে কাটিয়ে গোলটি করেন জর্জিয়ান উইঙ্গার। একটু পর আবার বিপদে পড়তে যাচ্ছিল লিভারপুল। ছয় গজ বক্সের বাইরে গোলরক্ষককে একা পেয়ে যান ওয়ারেন জাইরে-এমেরি তবে দুর্দান্ত এক ট্যাকলে দলকে বিপদমুক্ত করেন ইব্রাহিমা কোনাতে। প্রথমে অবশ্য পেনাল্টির বাঁশি বাজে তবে ভিএআর মনিটরে দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টান রেফারি। নির্ধারিত সময়ের শেষ তিন মিনিটেও দারুণ দুটি সুযোগ তৈরি করে পিএসজি। দেম্বেলের জোরাল শট পোস্টে বাধা পাওয়ার পর, জাইরে-এমেরির প্রচেষ্টা প্রতিহত হয়। আগামী মঙ্গলবার ফিরতি লেগ হবে লিভারপুলের মাঠ অ্যানফিল্ডে।

১০ জনের বার্সেলোনার বিপক্ষে জিতে এগিয়ে রইল আতলেতিকো

দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটা একজন কম নিয়েও ম্যাচ জুড়ে আক্রমণের ঝড় তুলল বার্সেলোনা। সুযোগও পেল তারা অনেক কিন্তু কাজে লাগাতে পারলেন না লামিনে ইয়ামাল, মার্কাস র‍্যাশফোর্ডরা। বরং দুই অর্ধের দুই গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে ওঠার পথে অনেকটা এগিয়ে রইল আতলেতিকো মাদ্রিদ।

সংবাদ সংস্থা, কাম্প ন্যুও, ৯ এপ্রিলঃ কাম্প নুওতে বুধবার রাতে কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে ২-০ গোলে জিতেছে দিয়েগো সিমেওনের দল। প্রথমার্ধে হুলিয়ান আলভারেসের চমৎকার ফ্রি-কিকে এগিয়ে যায় সফরকারীরা। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নেমে দ্বিতীয় গোলটি করেন আলেকজান্ডার সরলথ। আরেকটি কারণে আতলেতিকোর জন্য জয়টি বিশেষ কিছু। ২০০৬ সালের পর যে এই প্রথম কাম্প ন্যুওতে বার্সেলোনাকে হারাতে পারল তারা। আতলেতিকোর কোচ হিসেবে কাম্প ন্যুওতে ১৯ বারের চেষ্টায় প্রথম জয়ের দেখা পেলেন সিমেওনে। চার দিন আগে লা লিগার ম্যাচে আতলেতিকোর মাঠে ২-১ গোলে জিতেছিল বার্সেলোনা। সেদিন দ্বিতীয়ার্ধের পুরো সময় একজন কম নিয়ে খেলেছিল মাদ্রিদের দলটি। এবার ইউরোপ সেরার মঞ্চে ঘরের মাঠে পেরে উঠল না হান্সি ফ্লিকের দল। কাম্প ন্যুওতে তাদের ১৪ ম্যাচের অপরাজেয় যাত্রায়ও ছেদ পড়ল। ম্যাচে একচেটিয়া দাপট ছিল বার্সেলোনার। ৫৮ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ১৮টি শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। আতলেতিকোর পাঁচ শটের তিনটি লক্ষ্যে ছিল। শুরুতেই জমে ওঠে লড়াই। দ্বিতীয় মিনিটে সুযোগ পান র‍্যাশফোর্ড। তবে গোলরক্ষক বরাবর শট করেন ইংলিশ স্ট্রাইকার। চতুর্থ মিনিটে আতলেতিকোর ভুলে আরেকটি সুযোগ পান তিনি। ইয়ামালের পাসে বক্সের ভেতর থেকে তার শটে যদিও খুব বেশি জোর ছিল না, ঠেকিয়ে দেন হুয়ান মুসো। পঞ্চম মিনিটে সুযোগ তৈরি হয় অন্য পাশে। বক্সের ভেতর থেকে আলভারেজের শট ঠেকাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি বার্সেলোনা গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়াকে। দশম মিনিটে র‍্যাশফোর্ডের পাস ধরে বক্সে ঢুকে পড়েন জোয়াও কান্সেলো, কাছের পোস্টে তার শট আটকে দেন মুসো। সপ্তদশ মিনিটে ইয়ামালের পাস থেকে র‍্যাশফোর্ড জালে বল পাঠালেও অফসাইডে ছিলেন স্প্যানিশ তারকা। আতলেতিকোর ওপর চাপ ধরে রাখে বার্সেলোনা। ৩০তম মিনিটে দূরের পোস্টে দানি ওলমোর পাসে ঠিকমতো শট নিতে পারেননি র‍্যাশফোর্ড। দুই মিনিট পর বক্সে ঢুকে প্রতিপক্ষের দুই খেলোয়াড়কে কাটিয়ে ইয়ামালের শট আটকে দেন আরেক জন। ৪৩তম মিনিটে বড় ধাক্কাটা খায় বার্সেলোনা। বক্সের বাইরে জুলিয়ানো সিমেওনেকে পেছন থেকে ফাউল করে প্রথমে হলুদ কার্ড দেখেন ডিফেন্ডার পাউ কুবার্সি। পরে মনিটরে দেখে তাকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। আর ওই ফ্রি-কিকেই দারুণ গোলে আতলেতিকোকে এগিয়ে নেন আলভারেস। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের শট ডান পাশের ওপরের কোণা দিয়ে জালে জড়ায়। এই মরসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৯ গোল করলেন আলভারেজ। প্রতিযোগিতাটির এক আসরে আতলেতিকোর কোনো খেলোয়াড়ের যা সর্বোচ্চ গোল। পেছনে পড়ে গেল ২০১৩-১৪ মরসুমে দিয়েগো কস্তার ৮ গোল। একজন কম নিয়েও দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণে আধিপত্য ধরে রাখে বার্সেলোনা। ৫০তম মিনিটে সমতায় ফেরার ভালো সুযোগ পায় তারা। ইয়ামালের থ্রু বল ধরে বক্সে আগুয়ান গোলরক্ষককে কাটান র‍্যাশফোর্ড, কিন্তু দুরূহ কোণ থেকে পাশের জালে লাগে তার শট। দুই মিনিট পর বক্সের বাইরে থেকে র‍্যাশফোর্ডের ফ্রি-কিক কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন মুসো। ৫৯তম মিনিটে সুযোগ আসে আরেকটি। ইয়ামালের কর্নারে গাভির হেডে কাছ থেকে ফ্লিকের চেষ্টায় বলে পা ছোঁয়াতে পারেননি জুল কুন্দে। বেশিরভাগ সময় ঘর সামলাতে ব্যস্ত থাকলেও, ৭০তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে বার্সেলোনার ঘুরে দাঁড়ানোর পথ আরও কঠিন করে তোলে আতলেতিকো। বাঁ দিক থেকে সতীর্থের ক্রসে বক্সে ভলিতে বল জালে পাঠান মিনিট দশেক আগে বদলি নামা সরলথ। বার্সেলোনা সুযোগ তৈরি করতেই থাকে। ৭৪তম মিনিটে ইয়ামালের কর্নারে রোনাল্দ আরাউহোর হেড অল্পের জন্য ক্রসবারের ওপর দিয়ে যায়। শেষ দিকে দানি ওলমোর প্রচেষ্টাও লক্ষ্যে থাকেনি। আগামী মঙ্গলবার মেত্রোপলিতানোয় হবে ফিরতি লেগ। আতলেতিকোর মাঠে দুই গোলের ব্যবধান ঘুচিয়ে পরের ধাপে যাওয়া খুব কঠিন হবে বার্সেলোনার জন্য। গত ফেব্রুয়ারিতে এখানে কোপা দেল রের সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল ফ্লিকের দল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com